ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

(Matthew Henry Commentary)

টীমথির প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রাবলির টীকাপুস্তক

Commentary on the Letters of Paul to Timothy

ম্যাথিউ হেনরী কমেন্ট্রি

তীমথির প্রতি প্রেরিত পৌলের পত্রাবলির
উপর লিখিত
ম্যাথিউ হেনরীর টীকাপুস্তক

প্রাথমিক অনুবাদ : যোয়াশ নিটোল বাড়ৈ

সম্পাদনা : পাষ্টর সামসুল আলম পলাশ (M.Th.)

BACIB

International Bible
CHURCH

ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (আইবিসি) এবং বিব্লিক্যাল এইড্স ফর চার্চেস এন্ড
ইনস্টিটিউশন্স ইন বাংলাদেশ (বাচিব)

Matthew Henry Commentary in Bengali

The Letters of Paul to Timothy

Primary Translator : Joash Nitol Baroi

Editor: Pastor Shamsul Alam Polash (M.Th.)

Translation Resource:

1. Matthew Henry Commentary (Public Domain)
2. Matthew Henry's Commentary (Abbreviated Version in One-Volume)
   Copyright © 1961 by Zondervan, Grand Rapids, Michigan

Published By:

International Bible Church (IBC) and Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB)

House # 12 Road # 4, Sector # 7
Uttara Model Town
Dhaka 1230, Bangladesh
https://www.ibc-bacib.com

BACIB

International Bible
CHURCH

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের প্রথম পত্র

ভূমিকা

পৌলের পত্রগুলো সাধারণত মণ্ডলীগুলোকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর কিছু পত্র কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে লেখা হয়েছে। এই পত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে– তীমথির প্রতি ২টি, তীতের প্রতি ১টি এবং অপরটি ফিলিমনের প্রতি লেখা পত্র– এরা তিন জনই ছিলেন পরিচর্যাকারী। তীমথি এবং তীত দু'জনেই প্রচারক ছিলেন এবং শিষ্যদের মধ্যে তাঁরা ছিলেন কনিষ্ঠ এবং বয়েসে কম। ইফিষীয় ৪:১১ পদে দেখা যায়, ঈশ্বর "কিছু লোককে ভাববাদী, কিছু লোককে শিষ্য এবং কিছু লোককে প্রচারক হিসেবে নিয়োগ করেছেন।" তাদের সকলের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও পরিচর্যা কাজ ঐ সকল শিষ্যদের অনুরূপ ছিল। যেমন– নতুন নতুন মণ্ডলী স্থাপন করা, প্রতিষ্ঠিত মণ্ডলীর দেখাশোনা করা ও প্রচার কাজের জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছুটে বেড়ানো। আমরা পরিচর্যা কাজে তীমথিকে এভাবেই পেয়েছি। তীমথি পৌলের মাধ্যমে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়েছিলেন এবং সেজন্য পৌল তাঁকে বিশ্বাসী হিসেবে তাঁর সত্যিকারের সন্তান বলে ডেকেছেন। প্রেরিত ১৬:৩ পদ পাঠ করে আমরা তাঁর বিশ্বাসী হওয়ার ঘটনা জানতে পারি।

১ ও ২ তীমথিয় পত্র দুটির উদ্দেশ্য হল, পৌল কিভাবে তাঁর দায়িত্ব ইফিষের একজন প্রচারক হিসেবে তীমথির উপর অর্পন করবেন তার দিক নির্দেশনা দেওয়া। যেখানে তিনি এখন নেই এবং তিনি সেখানে যে সকল ভাল কাজ শুরু করেছিলেন তা সমাপ্ত করার জন্য তীমথিকে কিছু কাল সেখানে বাস করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ঐ মণ্ডলীর একজন সাধারণ পুরোহিত হিসেবে বৃদ্ধ (প্রবীন) নেতাদের কাছ গভীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। প্রেরিত ২০:২৮ পদে দেখা যায় যে, তিনি মণ্ডলীর বৃদ্ধ নেতাদের ঈশ্বরের মেষ পালের দেখাশোনা করার ভার দিয়েছেন। এই মণ্ডলী খ্রীষ্ট তাঁর নিজের রক্ত দিয়ে কিনেছেন।

এখানে প্রেরিত পৌল, এই পত্র প্রেরণকারী, তিনি পত্রে বলেছেন যে, তিনি যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য। আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁকে শিষ্য হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। প্রেরিত হিসাবে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত। তিনি শুধুমাত্র সাধারণভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি ঐশ্বী আদেশে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র পরিত্রাণকর্তা ঈশ্বর কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টও তাঁকে দায়িত্বভার অর্পন করেছিলেন। তিনি ছিলেন যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারক এবং যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গীয় রাজ্যের পরিচর্যাকারী। বিশ্বাস করুন, ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা এবং যীশু খ্রীষ্ট আমাদের আশা ও ভরসা। বিশ্বাস করুন, যীশু খ্রীষ্ট একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের আশা-ভরসা; তাঁকে ছাড়া তার আর কোন আশা নেই। আমাদের অনন্ত জীবনের সকল প্রত্যাশা তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে

উঠেছে। আমাদের মধ্যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের মহিমার আশ্বাস (কলসীয় ১:২৭)। পৌল তীমথিকে নিজের সন্তান বলে ডেকেছেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর প্রচার কাজের দলিলস্বরূপ এবং তাঁর একজন পুত্র যে তাঁর সেবা করেছেন এবং সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে সেবা করেছেন (ফিলিপীয় ২:২২ পদ)। তীমথি পুত্রের অধিকার হিসেবে পৌলের কাছে কোন বিনিময় পাওয়ার আশা করেন নি এবং পৌলও পিতা হিসেবে তীমথির কাছ থেকে সেবা-যত্ন কিংবা সহানুভূতি পাওয়ার আশা করেন নি।

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ১

১. তীমথির কাছে লেখা এই পত্রের প্রথম অধ্যায়ে প্রথমেই তিনি তাঁর প্রেরিত্বের কথা ও তাঁর অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন ও তীমথিকে পরিচয় করে দিয়েছেন (পদ ১, ২)।

২. তীমথিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে (পদ ৩, ৪)।

৩. ব্যবস্থার সত্যিকার পরিণতি (পদ ৫-১১) যেখানে তিনি দেখিয়েছেন যে ব্যবস্থার সমস্ত কিছুই সুসমাচারের পক্ষে।

৪. তিনি শিষ্য হিসেবে নিজের আহ্বানের কথা উল্লেখ করেছেন, যার জন্য তিনি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন (পদ ১২-১৬)।

৫. তিনি ঈশ্বরের মহিমার গুনকীর্ত্তন করেছেন (পদ ১৭)।

৬. তিনি তীমথির দায়িত্ব নবায়ন করেছেন (পদ ১৮) এবং হুমিনায় ও আলেকসান্দর সম্বন্ধে সাবধানবাণী করেছেন (পদ ১৯-২০)।

১ তীমথিয় ১:১-৪ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই–

১. যিনি এই পত্র লিখেছেন, যিনি এই পত্র প্রেরণকারী, তিনি পৌল খ্রীষ্ট যীশুর একজন শিষ্য। আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর ও প্রভু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের আদেশে তাঁকে শিষ্য হিসেবে নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা প্রশ্নাতীত ছিল। তিনি সাধারণভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি ঐশ্বী আদেশে নিয়োগ পেয়েছিলেন। তিনি শুধুমাত্র আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বর কতৃ´ক নিয়োগ প্রাপ্ত ছিলেন না, কিন্তু খ্রীষ্ট যীশুর তাঁকে নিয়োগ করেছিলেন। তিনি ছিলেন খ্রীষ্ট যীশুর সুসমাচার প্রচারক এবং খ্রীষ্ট যীশুর স্বর্গীয় রাজ্যের পরিচর্যাকারী। দেখুন, ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্তা– খ্রীষ্ট যীশু হলেন আমাদের আশা-ভরসা। দেখুন, খ্রীষ্ট যীশু একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর ব্যক্তিগত আশা-ভরসা; আমাদের সকল আশা তাঁর উপরে প্রতিষ্ঠিত। আমাদের অনন্ত জীবনের সকল আশা তাঁকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আমাদের মধ্যে খ্রীষ্ট যীশু ঈশ্বরের মহিমার আশ্বাস (কলসীয় ১:২৭ পদ)। পৌল তীমথিকে নিজের সন্তান বলে ডেকেছেন, কারণ তিনি ছিলেন তাঁর প্রচার কাজের দলিলস্বরূপ এবং তাঁর একজন পুত্র যে তাঁর সেবা করেছে এবং সুসমাচার প্রচারের মধ্য দিয়ে তাঁর সাথে সেবা করেছে (ফিলিপীয় ২:২২ পদ)। তীমথি পুত্রের অধিকার হিসেবে পৌলের কাছে কোন বিনিময় পাওয়ার আশা

করেন নি এবং পৌলও পিতা হিসেবে তীমথির কাছ থেকে কোন সেবা-যত্ন কিংবা সহানুভূতি পাওয়ার আশা করেন নি।

২. আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ হলো অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি। অনেকে মনে করেন, মণ্ডলীর কাছে পাঠানো সমস্ত পত্রগুলো জুড়ে শিষ্যত্বের আশীর্বাদ হল অনুগ্রহ ও শান্তি। ১ ও ২ তীমথি এবং তীত পত্রের মূল বিষয় হল অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি; যেহেতু অন্য যে কোন লোকের চেয়ে একজন পরিচর্যাকারীর ঈশ্বরের করুণা বেশি প্রয়োজন তার দায়-দায়িত্ব বিশ্বস্তভাবে অন্যদের কাছে অর্পণ করার জন্য। বিশ্বাসীদের করা যে কোন ভুল ক্ষমা করার জন্য তাদের আরও বেশি করুণার প্রয়োজন ছিল। প্রভুর একজন বিশিষ্ট পরিচর্যাকারী হিসেবে তীমথির অবশ্যই ঈশ্বরের করুণার প্রয়োজন এবং বস্তুতপক্ষে এই করুণার বৃদ্ধি ও নিয়মিত উপস্থিতি প্রয়োজন। বর্তমান সময়ের একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে আমরা কতটুকু উত্তম হৃদয় নিয়ে প্রভুর সেবা করছি!

৩. পৌল তীমথিকে এই কাজে নিয়োগের উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিয়েছেন: ইফিষে থাকার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছি। তীমথি পৌলের সাথে ইফিষে যেতে চান, কিন্তু তাঁকে ছেড়ে একা যেতে রাজি নন পরিচর্যা কাজের জন্য। কিন্তু পৌলের তাঁকে এভাবেই পাঠানো উচিত মনে করেছেন। পৌল বলছেন, ‘আমি ঈশ্বরের কাছে মিনতি করছি’। ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্ব অনুসারে তিনি তাঁকে আদেশ করেছেন, যেন তিনি ঈশ্বরের ভালবাসা পাওয়ার আশার চেয়ে তাঁর কাছে বেশি বেশি মিনতি করতে ভালবাসেন। এখন তাঁর প্রথম কাজ হল ঐ মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী ও বিশ্বাসীদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাদের দেখাশোনা করা। তারা এ পর্যন্ত যে সকল শিক্ষা পৌলের কাছে থেকে পেয়েছে তার বাইরের অন্য কোন মতবাদ প্রচার না করতে তাদের সতর্ক করা। যেন তারা খ্রীষ্টান মতবাদের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য তার সাথে কোন কিছু যোগ, বা বিয়োগ অথবা পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকে, বরং যে সত্য শিক্ষা তারা পেয়েছে তা শক্ত করে ধরে রাখে।

দেখুন,

১. একজন উত্তম পরিচর্যাকারীর দায়িত্ব শুধুমাত্র সুসমাচারের সত্য প্রচার করা নয়, বরং পাশাপাশি অন্য কোন মতবাদ প্রচার করা থেকে বিরত থাকা। যদি স্বর্গ থেকে কোন স্বর্গদূত এসে অন্য কোন মতবাদ প্রচার করে তাকে মণ্ডলী থেকে বের করে দিতে আদেশ করেছেন (গালাতীয় ১:৮ পদ)।

২. শিষ্যদের সময়েও ভ্রান্ত শিক্ষকেরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের মধ্যে ভেজাল দেবার চেষ্টা করেছে (যারা ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে ব্যবসা করে আমরা তাদের মত নই, ২ করিন্থীয় ২:১৭ পদ) এবং অন্যদিকে তিনি তীমথিকে সম্ভবত ঐ সকল ভ্রান্ত শিক্ষক থেকে সাবধান থাকতে বলেছেন।

৩. একজন উত্তম পরিচর্যাকারী শুধুমাত্র নিজের শিক্ষাদানের বিষয়ে সতর্ক থাকবে ও শিক্ষায় ভেজাল দেবে না তা নয়, কিন্তু অন্যরা যাতে সুসমাচারের সত্য ও নির্ভুল শিক্ষার সাথে

তাদের নিজেদের তৈরি মতবাদ যোগ করতে অথবা তা থেকে কোন কিছু বাদ দিতে না পারে সেদিকেও সতর্ক থাকবে। সে অবশ্যই তাদের পৌরাণিক গল্পকথা, সীমাহীন বংশ তালিকার অহংকার ও ঈশ্বরের বাক্যের অবমাননা প্রতিহত করবে। উক্ত বিষয়ে ১ ও ২ তীমথি পত্র দু'টিতে এবং তীতের কাছে লেখা পত্রে বার বার আলোকপাত করা হয়েছে (১ তীমথি ৪:৭ পদ, ৬:৪ পদ, ২ তীমথি ২:২৩ পদ)। যিহূদীদের মধ্যে থেকে কেউ কেউ তাদের যিহূদী ধর্মীয় মতবাদ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে সংমিশ্রণ করছিল। সুতরাং যিহূদীদের মত অযিহূদীরাও অনেকে তাদের মূর্তিপুজক মতবাদ খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসে মধ্যে সংমিশ্রণ করতে চেষ্টা করছিল। তিনি বলেছেন, "ঐ সকল বিষয়ে মনোযোগী হও। তাদের বিপক্ষে রুখে দাঁড়াও, অন্যথায় তারা বিপথে যাবে এবং তোমাদের ধর্ম-বিশ্বাসকে ধ্বংস করবে; কারণ তারা আত্মিক উন্নতির চেয়ে বিতর্কিত প্রশ্ন করতে পছন্দ করে।" ঐ সকল পরিচর্যাকারীরা আত্মিক উন্নতির জন্য প্রশ্ন করে না এবং মণ্ডলীকে গড়ে তুলবার পরিবর্তে তারা মণ্ডলীর মধ্যে সন্দেহ ও দলাদলির সৃষ্টির সুযোগ তৈরির উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে। পৌলের মতে, সম মর্যাদা পাওয়ার জন্য ঐ সকল পরিচর্যাকারীরা ধার্মিকতার চেয়ে যেকোন বিষয়ে বিতর্ক করে; আমাদের উচিত তাদের সম্মান না করা এবং মণ্ডলী থেকে বের করে দেওয়া। কারণ খ্রীষ্ট যীশুর শিষ্যদের সময় থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত পরিচর্যার ক্ষেত্রে অনেকেই সীমাহীন উত্তরাধিকার, শর্তহীন পুরোহিতীয় অভিষেকের প্রয়োজনীয়তা এবং একজন পরিচর্যাকারীর ফলদানে সক্ষমতা ও বৈধতায় পৃথকী করণের অনেক গুরুত্ব দিয়ে আসছিল। এগুলো যিহূদীদের পৌরাণিক কাহিনী ও সীমাহীন বংশ তালিকার চেয়েও খারাপ। তারা আমাদেরকে সীমাহীন সমস্যার মধ্যে ফেলে দেয়। অনেকেই শুধুমাত্র খ্রীষ্টান প্রত্যাশাকে ভিত্তি হিসেবে ধরে নিয়ে তার মনের মধ্যে সন্দেহের জাল ও ভয় সৃষ্টি করে। আসলে একজন পরিচর্যাকারীর বক্তব্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য হবে আত্মিকতা। যা একজন খ্রীষ্টানের ধার্মিকতার অগ্রগতি ও বৃদ্ধির মাধ্যমে তাকে করুণাময়ী মহান ঈশ্বরের মত হতে সহায়তা করবে। দেখুন, বিশ্বাসের মধ্যে অবশ্যই আত্মিক উন্নতি থাকতে হবে এবং সুসমাচার হবে এই বিশ্বাসের ভিত্তি। আমরা প্রথমে বিশ্বাসের দ্বারাই ঈশ্বরের কাছে এসেছি (ইব্রীয় ১১:৬ পদ) এবং একই ভাবে বিশ্বাসের আদর্শ দ্বারা আমরা আত্মিক উন্নতি পাই। পুনরায় বলছি, আমাদের বিরুদ্ধে যে সব বিষয় নিয়ে অভিযোগ সৃষ্টি করতে পারে সেই সকল বিষয় সম্বন্ধে একজন সেবাকরীর দূরে থাকতে হবে। যেসব বিষয়ে কোন অভিযোগ নেই সেই সকল বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বাস্তবসম্মত ধর্মীয় বিষয় দৃঢ়তার সাথে শিক্ষা দিতে হবে। এইজন্য যেসব অভিযোগ মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সত্য থেকে একজন পরিচর্যাকারীর মন খ্রীষ্টান মতবাদের মূল পরিকল্পনা থেকে দূরে সরিয়ে দিতে পারে এবং বিশ্বাসে ধর্মীয় চর্চা ও বাধ্যতা নষ্ট করতে পারে সে সব থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে। আমরা অধার্মিকতার মধ্যে সত্যকে ধারণ করতে পারি না, কিন্তু আমরা সঠিক বিবেকের চেতনায় বিশ্বাসের বিশ্বস্ততাকে ধারণ করতে পারি।

১ তীমথিয় ১:৫-১১ পদ

এখানে পৌল তীমথিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন কিভাবে ভণ্ড শিক্ষকদের ও যারা পৌরাণিক গল্প বলে এবং সুসমাচারের সঙ্গে সীমাহীন বংশ তালিকা যুক্ত করে তাদের প্রতিহত করবে। তিনি তাঁকে ব্যবস্থার ব্যবহার ও সুসমাচারের গৌরবময়তার বিষয় দেখিয়েছেন।

তিনি ব্যবস্থার পরিণতি ও ব্যবহার দেখিয়েছেন: ভালবাসার উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থার সৃষ্টি আবার ভালবাসার মধ্য দিয়েই ব্যবস্থা পূর্ণতা পেয়েছে (রোমীয় ১৩:১০ পদ)।

খ্রীষ্ট যীশুর শেষ আদেশ হলো ভালবাসা (রোমীয় ১৩:৮ পদ)। ব্যবস্থার মূল শিক্ষা ও স্রোতধারা হল আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এবং পরস্পরের সংগে ভালবাসায় যুক্ত থাকা। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা ছাড়া আমরা কিভাবে দুর্বলদের সেবা করতে পারি অথবা ভাইয়ে প্রতি ভালবাসা ছাড়া আমরা কিভাবে তাদের পরাজিত করতে পারি? পারি না। সুসমাচার অবশ্যই আমাদের শত্রুদেরকে ভালবাসতে বলেছে এবং যারা আমাদের ঘৃণা করে তাদের মঙ্গল করতে বলেছে (মথি ৫:৪৪ পদ)। যেখানে ভালবাসার সম্ভাবনা আছে বা ভালবাসা দেখাতে পারি সেখানে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে বলা হয় নি। পক্ষান্তরে তিনি বলেছেন যে, যদি আমাদের সুযোগ-সুবিধা থাকে এবং আমরা ভালবাসা না দেখাই তবে আমরা জোরে বাজানো ঘন্টা এবং ঝন্‌ঝন্ করা করতাল হয়ে পড়েছি (১ করিন্থীয় ১৩:১ পদ)। ‘তোমরা যদি পরস্পরকে ভালবাসো তবে তোমাদের এই কাজ দেখে সকল জাতির মানুষ জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য’ (যোহন ১৩:৩৫ পদ)। সেজন্য যারা তাদের ব্যবস্থার জ্ঞানের জন্য গর্ব করে, কিন্তু তারা মণ্ডলীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র প্রচার করে, ব্যবস্থার পণ্ডিত হিসেবে নিজেদের জাহির করে, মণ্ডলীর মধ্যে দলাদলি ও ভাঙ্গন সৃষ্টি করে তারা খ্রীষ্ট যীশুর গুরুত্বপূর্ণ আদেশকে অমান্য করার চেষ্টা করছে। খ্রীষ্টের সেই আদেশ হল ভালবাসা, খাঁটি অন্তরে ভালবাসা। আমাদেরকে পরিষ্কার হৃদয়ে, খারাপীর আকর্ষণ থেকে ধুয়েমুছে পরিষ্কার হয়ে পরস্পরকে ভালবাসতে হবে। একটি পবিত্র ভালবাসা ধারণ করার জন্য সমস্ত রকম গুনাহে্ পূর্ণ মনভাব থেকে আমাদের হৃদয়কে অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে। আমাদের ভালবাসা অবশ্যই উত্তম চেতনা থেকে উত্থিত হবে এবং নম্রতায় সঞ্চিত থাকবে। ঈশ্বরের সত্য বাক্য সঙ্গে নিয়ে সত্যিকারের বিশ্বাসে যারা খ্রীষ্ট যীশুর শেষ আদেশের প্রতি সাড়া দিতে চায় তারা অবশ্যই সুন্দর বিবেকের প্রতি যত্নশীল থাকবে। এখানে এটাকে ছলনাহীন বিশ্বাস বলে। এখানে আমাদেরকে ভালবাসার সহগামী তিনটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন:

(১) একটি খাঁটি হৃদয়, যেখানে ভালবাসা অবশ্যই অবস্থান করবে এবং তারপর সেখান থেকে উঠে আসবে।

(২) একটি সুন্দর বিবেক, যা আমাদের নিজের চর্চার মধ্যে থাকবে; আমরা তা থেকে ভালবাসা যে শুধু যে বের করে আনব তা নয় সেখানে নিয়মিত সঞ্চয়ও করব (প্রেরিত

২৪:১৬ পদ)।

(৩) এই ভালবাসার সঙ্গে অবশ্যই ছলনাহীন বিশ্বাস থাকতে হবে, কারণ এটাই নির্মল ভালবাসা। আমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস আছে যা অবশ্যই তার প্রকৃতি অনুযায়ী খাঁটি এবং পরিচ্ছন্নভাবে আমাদের মধ্যে কাজ করবে। ব্যবস্থার অনেক শিক্ষা আছে যারা তা পালন করতে গিয়ে অনেক সময় মূল আদেশ থেকে দূরে সরে যায়। এমন লোকেরা অনেক অভিযোগ করে কিন্তু তাদের অভিযোগ অর্থহীন হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে। তারা শিক্ষা দেবার জন্য নিয়োজিত বটে কিন্তু তারা যা নিজেরাই বুঝে না সেই বিষয়ে অন্যদের কাজে বাধা দেয়। এই ধরণের শিক্ষক দ্বারা মণ্ডলী যদি কলুষিত হয় আমাদের অবাক হওয়ার কারণ নেই, কারণ আমরা জানি, মণ্ডলীর শুরু থেকেই মণ্ডলীর মধ্যে এই ধরণের লোকেরা ছিল। দেখুন–

[১] যখন কোন মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী খ্রীষ্টের শেষ আদেশকৃত ভালবাসার মহান ব্যবস্থা থেকে সরে যায়, তখন তারা অবশ্যই অর্থহীন ঝগড়া বিবাদের দিকে যাবে। এটা কোন নতুন বিষয় নয় যে, যখন কোন ব্যক্তি তার শেষ সুযোগ হারায়, তখন সে তার প্রতিটি পদক্ষেপ অনৈতিকভাবে নিতে শুরু করে।

[২] ধর্মের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ অর্থহীন; এটা সকলের কাছে অলাভজনক ও অসুন্দর এবং এটা খুব শাস্তিজনক ও বেদনাদায়ক। এখনও অনেক ধর্মের লোকের মধ্যে সামান্য পরিমাণে হলেও ঝগড়া বিবাদ আছে।

[৩] যারা অধিক পরিমাণে অর্থহীন ঝগড়া বিবাদ করে তারা মূর্খ এবং অন্যদের শিক্ষক হবার জন্য উচ্চাকাঙ্খি হয় এবং শিক্ষা না নিয়ে বরং শিক্ষা দেবার জন্য প্রত্যাশা করে থাকে।

[৪] সচরাচর এটা দেখা যায় যে, যখন কোন লোকের কথা মণ্ডলীর মধ্যে অবহেলিত হয় কিংবা তার প্রচার সকলের দ্বারা নিগৃহীত হয় তখন তিনি সেবা কাজের মধ্যে জোর করে প্রবেশের চেষ্টা করেন। কোন কোন সময় দেখা যায় তারা যা বলে তা নিজেরাই বুঝে না অথবা তারা কি করতে চায় তা অন্যদের বুঝাতে পারে না। এই ধরণের তিরস্কারের শিক্ষা থেকে তারা নিজের পক্ষে লোক বৃদ্ধি করে।

ব্যবস্থার ব্যবহার (১ তীমথি ৫:৮ পদ): ব্যবস্থা ভাল যদি একজন তা সঠিকভাবে ব্যবহার করে। যিহূদীরা অন্যায়ভাবে ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে; মণ্ডলীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে; বিপক্ষ দলের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাব নিয়ে তারা খ্রীষ্ট যীশুর সুসমাচার তৈরি করেছে এবং সুসমাচারের সত্যতা যাচাই করার জন্যও ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে। সুতরাং তারা অন্যায়ভাবে ব্যবস্থা ব্যবহার করেছে। এজন্যই যে আমরা তা পরিত্যাগ করছি তা নয়, কিন্তু পাপকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমরা এর সঠিক ব্যবহার করছি। উদ্দেশ্য প্রনোদিত হয়ে যে সকল নিয়ম-কানুন তৈরি হয়েছে তার ব্যবহার বন্ধ করা হয় নি, কিন্তু যখন ঐশ্বরীক বিধান অপব্যবহার করা হয় তখন এটাকে পুনরুদ্ধার করার জন্য এর সঠিক ব্যবহার করা এবং অপব্যবহার বন্ধ করা। কারণ, জীবন বিধানের জন্য

ব্যবস্থা এখনও খুব গুরুত্বপূর্ণ। যদিও আমরা ব্যবস্থার অধীন নই, যেহেতু তা ভাল কাজের উপর নির্ভরশীল; তারপরও এটি ভাল কারণ ব্যবস্থা কোন্‌টি ভাল ও কোন্‌টি মন্দ কাজ তার শিক্ষা দেয়। এটি কোন ধার্মিক ব্যক্তির জন্য তৈরি হয় নি; এটি তাদের জন্যও তৈরি হয় নি যারা ব্যবস্থা মত চলে, কারণ যদি আমরা ব্যবস্থার অধীন হই তাহলে ধার্মিকতা ব্যবস্থা দ্বারা বিচারিত হবে (গালাতীয় ৩:২১ পদ); কিন্তু ব্যবস্থা পাপীদের পাপের পথ থেকে ফিরাবার জন্য, পাহারা দেবার জন্য এবং অনৈতিকতা ও অপবিত্রতা বন্ধ করার জন্য তৈরি হয়েছে। ব্যবস্থা দ্বারা মানুষের অন্তর পরিবর্তন হয় না কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহেই মানুষের অন্তর পরিবর্তন হয়। কিন্তু ব্যবস্থার মধ্যে যে ভয় আছে তা তাদের হাত শক্ত করে বেঁধে রাখে এবং পাপের কাজ থেকে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। একজন ধার্মিক মানুষ সেই সকল নিয়ন্ত্রণ পছন্দ করে না যা একজন পাপীর জন্য নিয়ন্ত্রণ থাকে। অথবা ব্যবস্থা প্রথমত এবং আদর্শগতভাবে একজন ধার্মিক মানুষের জন্য তৈরি হয় নি। কিন্তু সকল শ্রেণীর পাপের জন্য তৈরি হয়েছে, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক (১ তীমথি ৫:৯, ১০ পদ)। পাপীর এই কালো তালিকাকে তিনি নির্দিষ্ট করে দ্বিতীয় সাক্ষ্য ফলকে যে সব আজ্ঞা আছে তার কথা বরেছেন। সেখানে প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে লোকেরা পিতা-মাতার হত্যাকারী, মানুষ হত্যাকারী হয়, ৭ম আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা ব্যভিচারী হয়, মানুষের উপর নিপীড়ন করে, ৮ম আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা অপহরণ করে, ৯ম আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে তারা মিথ্যাবাদী ও অসৎ হয়, তারপর তারা সেসব অপরাধের সঙ্গে যুক্ত হয় যা খ্রীষ্টীয় শিক্ষার বিরোধী। অনেকে বুঝে থাকেন যে, এসব পাপীদের বিরুদ্ধে সিভিল ম্যাজিস্ট্রেটের মতই আইন তৈরি করা দরকার যাতে এদের দমন করা যায়। এই সমস্ত দুষ্ট লোকদের জনই সেই প্রাচীন কাল থেকেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করার আইন তৈরি হয়েছে।

পৌল সুসমাচারের গৌরব ও অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর লিখিত পত্রগুলো উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ; এবং পত্রগুলোতে বার বার বলা হয়েছে সকলেই পাপের কারণে দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধী (১ তীমথি ৫:১১ পদ)। আমাদের আশীর্বাদের ঈশ্বরের দেওয়া গৌরবময় সুসমাচার অনুসারে আসুন দেখি:

১. ঈশ্বরকে আশীর্বাদের ঈশ্বর বলুন, কারণ তিনি চিরস্থায়ী শান্তি, আনন্দে পরিপূর্ণ।

২. সুসমাচারকে গৌরবময় সুসমাচার বলুন, কারণ ঈশ্বরের অনেক গৌরব তাঁর সৃষ্টি ও সুদক্ষ পরিচালনার মধ্যে দেখা যায়। আর অধিকাংশ সুসমাচারের মধ্যে খ্রীষ্ট যীশু খ্রীষ্টের গৌরব প্রকাশিত হয়েছে। পৌল মনে করেন, এটি খ্রীষ্ট যীশুকে অনেক সম্মানিত করেছে; এই গৌরবময় সুসমাচারে তাঁর অনেক প্রতিজ্ঞা মানব জাতির জন্য রয়েছে। এখানে এই কথা প্রচার করা হয়েছে যে, খ্রীষ্ট যীশু ব্যতীত পৃথিবীতে আর কারো মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের প্রতিজ্ঞা করা হয় নি। খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যেই পরিত্রাণ রয়েছে, এই বিষয়টি সুসমাচারে অন্তর্ভুক্ত করা স্বয়ং ঈশ্বরের কাজ। কিন্তু পৃথিবীতে এই সুসমাচার প্রকাশ ও প্রচার করার জন্য শিষ্যদের আদেশ দেওয়া হয়েছে। দেখুন–

(১) পরিচর্যা কাজ হল একটি বিশ্বাসের কাজ যা করার জন্য শিষ্যদের প্রতি সুসমাচারের আদেশ করা হয়েছে। এটি বিশ্বাসের কাজ ও ক্ষমতাপূর্ণ কাজ যা পূর্বে ছিল এবং এখনও আছে; এইজন্য পরিচর্যাকারীকে ধনাধক্ষ্য বলা হয় (১ করিন্থীয় ৪:১ পদ)।

(২) এটি একটি গৌরবময় বিশ্বাস, কারণ সুসমাচার প্রচার করা হল তাদের কাছে গৌরবময় সুসমাচারের আদেশ। এটি আমাদের জীবনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর মধ্যে মহান ঈশ্বরের গৌরব নিহিত রয়েছে। হে প্রভু, তুমি যে বিশ্বস্ততার মহান আদেশ আমাদের করেছ, এই মহান কাজে আমরা বিশ্বস্ত থাকতে আমাদের জন্য কতই না অনুগ্রহ চাই!

১ তীমথিয় ১:১২-১৭ পদ

এখানে শিষ্য পৌল, তাঁকে পরিচর্যা কাজে নিয়োগ করায় খ্রীষ্ট যীশুকে পুনরায় ধন্যবাদ জানাচ্ছেন। দেখুন−

(১) আমাকে পরিচর্যা কাজে খ্রীষ্ট নিজেই নিযুক্ত করেছেন (প্রেরিত ২৬ অধ্যায় ১৬, ১৭ পদ)। এই কথার দ্বারা ঈশ্বর যিহূদীদের মধ্যে ভ্রান্ত ভাববাদীদের দোষী করেছেন, আমি এই ভাববাদীদের পাঠাই নি, যদিও তারা কাজ করছে: আমি তাদের বলি নি, তবুও তারা ভবিষ্যদ্বাণী করছে (যিরমিয় ২৩:২১ পদ)। পরিচর্যাকরীদের পরিষ্কার ভাষায় বলছি, তারা নিজেরা নিজেদের পরিচর্যাকারী বানাতে পারে না; কারণ এটি খ্রীষ্ট যীশুর কাজ এবং তিনি তাঁর মণ্ডলীর প্রধান, মাথা, ভাববাদী ও শিক্ষক।

(২) তিনি যাদের পরিচর্যাকারীর দায়িত্ব দেন তাদের উপযুক্ত করেন; তিনি যাদের ডাকেন তাদের যোগ্য করেন; যে সকল পরিচর্যাকারী সেবা কাজের উপযুক্ত নয় বা ঐ কাজে সক্ষম নয় খ্রীষ্ট তাদের ঐ কাজের ভার দেন না। যদিও তাদের মধ্যে বিভিন্ন রকমের দান ও অনুগ্রহ দেখা যায়।

(৩) খ্রীষ্ট যীশু যাদের ঐ কাজের ভার দেন তাদের তিনি শুধুমাত্র সক্ষমই করেন না, কিন্তু বিশ্বস্তও করেন: তিনি আমাকে বিশ্বস্ত হিসেবে গণ্য করেছেন; কেউ বিশ্বস্ত হতে পারে না যদি তিনি না করেন। খ্রীষ্ট যীশুর পরিচর্যাকারীরা মূলত এক এক জন বিশ্বস্ত দাস এবং তাদের তাই হওয়া উচিত। তাদের জন্য আরো মহান প্রতিজ্ঞা আছে।

(৪) যারা পরিচর্যা কজের দায়িত্ব পেয়েছে খ্রীষ্টকে ধন্যবাদ দেয়া তাদের পক্ষে এটা একটি উত্তম কাজ। আমাকে পরিচর্যা কাজের অংশীদার করেছেন বলে আমি খ্রীষ্ট যীশুকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিচর্যা কাজে নিযুক্ত করতে খ্রীষ্ট যীশুর অনুগ্রহ পৌলকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। তিনি তাঁর বিশ্বাসী হওয়ার ঘটনা এখানে বর্ণনা করেছেন:

১. খ্রীষ্ট যীশুর উপর বিশ্বাস করার পূর্বে তিনি কেমন ছিলেন: একজন ঈশ্বর নিন্দাকারী, বিশ্বাসীদের উপরে নির্যাতনকারী এবং হত্যাকারী। শৌল (বর্তমান পৌল) খ্রীষ্টের উম্মতদের উপরে নির্যাতন করার জন্য ও তাদের মেরে ফেলার জন্য বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ৯:১ পদ)। তিনি মণ্ডলীকে ব্যাপকভাবে ধ্বংস করেছিলেন (প্রেরিত ৮:৩ পদ)। তিনি পুরোহিতদের নির্যাতন করেছেন এবং তাদের হত্যা করেছেন। বার বার যারা মহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পেয়ে এই কাজ থেকে পতিত হয়েছে তারা বড় ধরণের ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সম্ভবত তাদের এই খারাপীর কারণে ঈশ্বর আরও বেশি গৌরবান্বিত হয়েছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ আরও বেশি করে তাদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হতে বড় বড় পাপ কোন বাধা নয়; তাঁর কাজের দায়িত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রেও কোন সমস্যা নয়, যদি সত্যিকার অন্তরে আমরা অনুতাপ করি। এখানে দেখুন,

[১] ঈশ্বর নিন্দা, বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন ও হত্যার মত বড় রকমের পাপ হল ক্ষমার অযোগ্য পাপ এবং ঈশ্বরের কাছে আসার পূর্বে অনেকে এরকম পাপ দিয়ে জীবন পূর্ণ করেছে। ঈশ্বর নিন্দা তাৎক্ষণিক ও সরাসরি ঈশ্বরকে আঘাত করে; বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন হল তাদের দিক থেকে ঈশ্বরকে হতবাক করার চেষ্টা করা; হত্যাকারী হওয়া হল কয়িনের মত। এই জন্য এটি বড় পাপ কারণ সে ঈশ্বরের অধিকারের উপরে হস্তক্ষেপ করেছিল এবং তাঁর সৃষ্টির স্বাধীনতায় অনধিকার প্রবেশ ও অবৈধভাবে পদার্পণ করেছিল।

[২] একজন সত্যিকারের অনুতাপকারী ঈশ্বরের কাছে নিজেকে নিয়ে যাবার মত ভাল কাজ করতে পিছু হটে না। একজন ভাল শিষ্য তার পূর্ব জীবনের পাপের জন্য প্রায়শই অনুশোচনা করেন (প্রেরিত ২২:৪ পদ ও ২৬:১০, ১১ পদ)।

২. ঈশ্বর তার পক্ষে থাকেন: ‘কিন্তু আমি করুণা পেয়েছি।’ প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল একটি আশীর্বাদ যেন একজন কুখ্যাত বিদ্রোহী তাঁর পুত্রের মাধ্যমে করুণা পায়।

(১) পৌল যদি ইচ্ছা করে, জেনেশুনে ও বুঝে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন করতেন তাহলে সেটা হতো ক্ষমার অযোগ্য পাপ। কিন্তু তিনি অসচেতনভাবে ও অবিশ্বাসে ঐ কাজ করেছেন, সেজন্য ঈশ্বর তাঁকে ক্ষমা করেছেন। দেখুন–

[১] আমরা যা অজ্ঞানতাবশতঃ করিন্থীয় তার চেয়ে বড় অপরাধ হল যা জেনেশুনে করি। যদিও অবহেলা একটি পাপ তবুও সে তো তার মনিবের ইচ্ছা জানে না। কিন্তু যে মর্যাদা পাওয়ার জন্য বেত্রাঘাত করেছে সে বেত্রাঘাত দ্বারাই বিচারিত হবে (লূক ৭:৪৮ পদ)। অবহেলা কোন কোন সময় খারাপ কাজকে উৎসাহিত করে সেজন্য এটাকে অবহেলা করা উচিত না।

[২] একজন পাপী অবহেলায় যা করছে তার মূল কারণ অবিশ্বাস। সে তার ঈশ্বরকে ভয় করে না; অন্যথায় তারা যা করছে তা করতে পারত না।

[৩] পৌল যে কারণে ক্ষমা পেয়েছিলেন: ‘কিন্তু আমি করুণা পেয়েছি’ কারণ তিনি

অবহেলায় ও অবিশ্বাসে এটা করেছেন।

[৪] এখানে একজন ঈশ্বর নিন্দাকারী, খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের নির্যাতনকারী ও হত্যাকারীকে করুণা করা হয়েছে। তিনি ক্ষমা পেয়েছেন, যদিও তিনি একজন ঈশ্বর নিন্দাকারী ছিলেন।

(২) এখানে পৌল খ্রীষ্ট যীশুর অফুরন্ত অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন (১ তীমথি ৫:১৪ পদ)। এখানে একজন পাপী মন পরিবর্তন ও পরিত্রাণের জন্য যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের কাছে ঋণী। তাঁর প্রচুর পরিমাণে অনুগ্রহ এমনকি সেই অনুগ্রহ যা তাঁর গৌরবময় সুসমাচারের মধ্যে দেখা যায় তার জন্য তিনি ঋণী (১ তীমথি ৫:১৫ পদ)। একজন বিশ্বস্ত সাক্ষি এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন। এখানে সমস্ত সুসমাচারের সমষ্টি হল যে, খ্রীষ্ট যীশু পৃথিবীতে এসেছিলেন। তিনি ঈশ্বরের পুত্র হয়েও আমাদের স্বভাবে, রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করলেন (যোহন ১:১৪ পদ)। তিনি ধার্মিকদের ডাকতে আসেন নি বরং অধার্মিকদের ডাকতে এসেছিলেন যেন তারা পাপ থেকে মন ফিরাতে পারে (মথি ৯:১৩ পদ)। হারানো মানুষকে খুঁজে বের করা ও তাদের পাপ থেকে মুক্ত করার জন্য তিনি প্রচার করেছেন (লূক ১৯:১০ পদ)। এটি এমন একটি সুসমাচার যা সকলের গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য। সেজন্য বিশ্বাসের দ্বারা আলিঙ্গন করলেই তা অর্থবহ হবে। এটি সকল গ্রহণযোগ্যতার মূল এবং সেজন্য পবিত্র ভালবাসার সাথে তা গ্রহণ করতে হবে যা পূর্বের পদকে নির্দেশ করে; যেখানে খ্রীষ্ট যীশুর অনুগ্রহকে অপরিসীম বিশ্বাস ও ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। এই পদের সংস্পর্শে এসে পৌল এটাকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করে বলেছেন, ‘পাপীদের মধ্যে আমিই প্রধান।’ পৌল একজন প্রথম শ্রেণীর পাপী। কারণ তিনি জানতেন যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতন ও তাদের হত্যা করার জন্য তিনি বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন (প্রেরিত ৯:১, ২ পদ)। নির্যাতনকারীরা কেউ কেউ পাপীদের মধ্যে নিকৃষ্ট পাপী, যেমন পৌল তাদের মধ্যে একজন। অথবা তাদের মধ্যে ‘আমিই প্রধান এবং সেজন্য ক্ষমা প্রাপ্তদের মধ্যেও আমিই প্রধান।’ এটি তাঁর গভীর নম্রতার প্রকাশ। সেজন্য তিনি কোন কোন সময় নিজেকে শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্রমত বলে আখ্যায়িত করেছেন (ইফিষীয় ৩:৮ পদ)। এখানে তিনি নিজেকে পাপীদের মধ্যে প্রধান বলেছেন। দেখুন,

[১] খ্রীষ্ট যীশু পৃথিবীতে এসেছেন এবং তাঁর সম্বন্ধে যে সকল ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এখন তা পূর্ণতা পেয়েছে।

[২] তিনি পাপীদের মুক্ত করতে এসেছিলেন; যারা নিজেকে মুক্ত করতে ও সাহায্য করতে পারে না তিনি তাদের উদ্ধার করতে এসেছিলেন।

[৩] তিনি ঈশ্বর নিন্দাকারী এবং নির্যাতনকারী পাপীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন। সুতরাং পৌল নিজেকে সেই সময়ের বিচারে দোষী করছেন।

[৪] কেউ পাপীদের প্রধান হতে পারে কিন্তু সে শিষ্যও প্রধান হতে পারে। সুতরাং পৌল অন্যান্য বিশেষ শিষ্যদের চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন না (২ করিন্থীয় ১১:৫ পদ); কারণ খ্রীষ্ট যীশু প্রধান পাপীদের পরিত্রাণ করতে পৃথিবীতে এসেছিলেন।

[৫] এটি একটি মহান সত্য বিষয়; এটি একটি বিশ্বাসযোগ্য কথা; এগুলো সত্য এবং বিশ্বস্ত বাক্য যার উপরে আমাদের ভবিষ্যত নির্ভর করে আছে।

[৬] আমাদের শান্তি ও উৎসাহ পাওয়ার জন্য তা যে আমরা সকলেই গ্রহণ ও বিশ্বাস করবো তা ঈশ্বর আগেই ঠিক করে রেখেছেন।

(৩) পৌল ঈশ্বরের কাছ থেকে করুণা পেয়েছেন এবং তাঁর মন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তাঁর মহা পাপ কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। তিনি বলেছেন:

[১] অন্যদের উৎসাহ দেবার জন্য অনুতাপ ও বিশ্বাস করুন (৫:১৬ পদ): এই কারণে আমি ক্ষমা পেয়েছি, যেন খ্রীষ্ট যীশু প্রথমত আমার মধ্য দিয়ে অনেক দুঃখ-কষ্ট সকলকে দেখাতে পারেন; আমার পর যারা বিশ্বাস করবে তারা যেন এই ধারণায় গড়ে ওঠে। এটি খ্রীষ্ট যীশুর দীর্ঘস্থায়ী কষ্টের নজির যা তিনি একজন জ্বালাতনকারীকে সহ্য করেছিলেন। এটি অন্য সকলের জন্য একটি পরিকল্পনা ছিল যেন একজন বড় পাপী ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত না হয়।

দেখুন, প্রথমত: বিশ্বাসী হওয়ার পূর্বে পৌল ছিলেন একজন বড় মাপের পাপী। দ্বিতীয়ত: তিনি খ্রীষ্ট যীশুর উপর বিশ্বাস করে তাঁর করুণা লাভ করেছিলেন এবং তিনি নিজের জন্য ও অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হয়েছিলেন। তৃতীয়ত: একজন বড় মাপের পাপীর বিশ্বাসী হওয়ার ঘটনার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট দীর্ঘস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট তুলে ধরেছেন। চতুর্থত: যারা খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে তাঁর করুণা লাভ করেছে তারা এর উপরে গভীর বিশ্বাস ছাড়া ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না (ইব্রীয় ১১:৬ পদ)। পঞ্চমত: যারা খ্রীষ্ট যীশুর উপরে বিশ্বাস করে যে, তাঁর মধ্য দিয়ে অনন্ত জীবন পাওয়া যায় তাদের আত্মার পরিত্রাণের জন্য পূর্ণ বিশ্বাস করতে হয় (ইব্রীয় ১০:৩৯ পদ)।

[২] পৌল ঈশ্বরের কাছ থেকে যে করুণা পেয়েছেন এটাকে তিনি প্রভুর গৌরব বলেছেন; ঈশ্বর তাঁর সাথে যে ভাল ব্যবহার করেছেন সেই বিষয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে তিনি পত্রে প্রবেশ করতে চান নি। এখন সর্ব শক্তিমান, চিরন্তন রাজা, জীবন্ত ঈশ্বর, অদৃশ্য ঈশ্বর এবং একমাত্র সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রতি যুগে যুগে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমিন। দেখুন, প্রথমত সেই অনুগ্রহ যা আমাদের শান্তি এনেছে তার জন্য গৌরব ঈশ্বরের প্রাপ্য। যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে সচেতন, ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও করুণা তাদেরকে ঈশ্বরের প্রশংসা করার জন্য হৃদয়কে প্রসারিত করে। এখানে চিরন্তন রাজা, অমর ও অদৃশ্য, সর্বজ্ঞ ঈশ্বর শব্দগুলো দ্বারা তাঁর প্রশংসা আরোপিত হয়েছে। দ্বিতীয়ত: যখন আমরা ঈশ্বরকে ভাল বলছি, তখন আমরা তাঁকে মহান বলতে ভুলবো না এবং আমাদের প্রতি তাঁর দয়া ও চিন্তা তাঁর বিষয়ে আমাদের উচ্চ চিন্তাকে আদৌ ক্ষীণ করে না, পক্ষান্তরে এগুলোকে আরও বাড়িয়ে তুলে। ঈশ্বর পৌলকে বিশেষ জ্ঞানী হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে করুণা করেছিলেন; এবং যেহেতু তিনি তাঁকে চিরন্তন রাজা বলেছেন সেজন্য তিনি তাঁর সাথে একাত্ততা ঘোষণা করেছিলেন। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অনুগ্রহপূর্ণ ব্যবহার আমাদের হৃদয়কে তাঁর বৈশিষ্ট্যের

প্রশংসা করতে আবেগে আপ্লুত করে। তিনি চিরন্তন, তাঁর শুরু ও শেষ নেই এবং তিনি অপরিবর্তনীয়। তিনি আদিকাল থেকে আছেন (দানিয়েল ৭:৯ পদ), তিনি অমর এবং অমরত্বের চাবিকাঠি তাঁর হাতে, একমাত্র তারই অমরত্ব আছে (৬:১৬ পদ), কারণ তিনি মরতে পারেন না। তিনি অদৃশ্য ঈশ্বর তাই মরণশীল চোখে তাঁকে দেখা যায় না। তিনি আলোতে বাস করেন যেন মানুষ দেখতে না পায়, তাঁকে কেউ কখনও দেখে নি এবং দেখবেও না (৬:১৬ পদ)। একমাত্র তিনিই প্রজ্ঞাবান ঈশ্বর (যিহূদা ২৫ পদ); একমাত্র তিনিই অসীম জ্ঞানের অধিকারী এবং সমস্ত প্রজ্ঞার উৎস। “যুগে যুগে তাঁরই গৌরব” বা চিরকাল তাঁর গৌরব ও সম্মান প্রকাশ করার শক্তি আমাকে দাও; আমি হাজার হাজার বার তাঁর প্রশংসা করতে চাই (প্রকাশিত বাক্য ৫:১২, ১৩ পদ)।

১ তীমথিয় ১:১৮-২০ পদ

এখানে পৌল তীমথিকে দৃঢ় আদেশ দিয়েছেন যেন তাঁকে দেওয়া কাজ তিনি সম্পাদন করেন (১৮ পদ); এখানে দেখা যায়, সুসমাচার একটি দায়িত্ব যা একজন পরিচর্যাকারীর উপর অর্পিত হয়েছে; বিশ্বাসে তাদের এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ও অর্থ অনুসারে যথাযথভাবে ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা দেখার জন্য একটি মহান দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। এখানে দেখা যায়, তীমথি এই কাজে যোগ দেবার আগেই তাঁর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল এবং তাঁর মধ্যে দিয়ে পরিচর্যা কাজের গুরুত্ব প্রমাণিত হয়েছে; তীমথিকে এই কাজের দায়িত্ব দিতে উপরোক্ত বিষয়টি পৌলকে উৎসাহ যুগিয়েছিল। দেখুন,

১. পরিচর্যাকাজ হল একটি যুদ্ধ; পাপ ও শয়তানের বিরুদ্ধে এটি একটি উত্তম যুদ্ধ; এবং খ্রীষ্ট যীশুর অধীনে থেকে এই যুদ্ধ, যিনি আমাদের পরিত্রাণের সর্বাধিনায়ক (ইব্রীয় ২:১০ পদ)। তাঁর কারণে এবং তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে একজন পরিচর্যাকারীকে নিয়োগ করা হয়।

২. পরিচর্যাকারী অবশ্যই এই উত্তম যুদ্ধে লিপ্ত থাকবে, তারা অবশ্যই অধ্যবসায় ও সাহসের সংগে এই কাজ পরিচালনা করবে এবং তাদের প্রতিপক্ষের ভয়ে সরে আসবে না এবং হতাশ হবে না।

৩. তীমথিকে তাঁর বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়ে দেওয়ার অর্থ হলো তাঁকে আরো বীর্যবান করা ও তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে আরো বেশি সচেতন করা। সুতরাং সুপ্রত্যাশা এই যে, আমাদের জন্য অন্যদের কোন কিছু করে দেখানো যা আমাদেরকে কাজে উৎফুল্ল করে। এটি একটি শক্তিশালী যুদ্ধ যা তীমথিয় সেখানকার বিশ্বাসীদের দ্বারা উত্তমরূপে করাচ্ছেন।

৪. আমরা অবশ্যই উত্তম বিশ্বাস ও বিবেকের চেতনা ধরে রাখব: ‘বিশ্বাস এবং উত্তম বিবেকের চেতনা ধরে রাখ’ (৫:১৯ পদ)। যারা উত্তম বিবেকের চেতনা থেকে সরে গেছে তাদের বিশ্বাস খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যাবে। একটি নতুনীকৃত উন্নত বিবেকের চেতনায়

আমাদের চলতে দাও এবং মন্দ থেকে আমাদের বিবেককে রক্ষা কর (প্রেরিত ২৪:১৬ পদ)। একটি উত্তম বিবেক কোন খারাপীর ডাকে কিংবা পাপের সরু পথে চলে না এবং এটি আমাদের বিশ্বাসে সঠিক পথে থাকতে সাহায্য করবে। একটি উত্তম বিবেকের বিশ্ময়ের জন্য আমরা একজন অন্যজনের বিষয়ে চিন্তা করবো (৩:৯ পদ)। সুতরাং যারা বিশ্বাসে ফাঁটল ধরিয়েছে তারা হলো হুমিনায় ও আলেকসান্দর। যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসকে পেশা হিসেবে নিয়েছিল এবং তারা সেই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে এবং পৌল তাদের শয়তানের হাতে সমর্পন করেছেন এবং তাদেরকে শয়তানের রাজ্যের চেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাদের ভিতরে কিছু বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায় যা শয়তান তাদেরকে দিয়ে করাচ্ছে। এজন্য যে, তারা যেন বুঝতে না পারে ঈশ্বর নিন্দা কি এবং খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সাথে বিরোধিতা ও খ্রীষ্টীয় মতবাদের বিরুদ্ধে তারা বিদ্রোহ করছে এবং ঈশ্বরের পথ কোনটি সেটাও বুঝতে পারছে না। দেখুন, প্রাথমিক যুগের মণ্ডলীর প্রধান পরিকল্পনা ছিল মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের সাধারণ পাপ প্রতিরোধ করা এবং পাপীকে সচেতন করা। এই কারণে, এটা ছিল রক্তমাংসের দেহের ধ্বংস, কিন্তু শেষ বিচারের দিনে খ্রীষ্ট আত্মাকে রক্ষা করবেন (১ করিন্থীয় ৫:৫ পদ)। দেখুন,

(১) যারা শয়তানের ক্ষমতাকে প্রকাশ করার জন্য তার সেবা ও কাজ করতে ভালবাসে: তাদের আমি শয়তানের কাছে সমর্পণ করছি;

(২) ঈশ্বর পারেন, যদি তিনি অনুগ্রহ করেন, পক্ষান্তরে: হুমিনায় ও আলেকসান্দরকে শয়তানের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে যেন তারা ঈশ্বর নিন্দা কি তা বুঝতে না পারে; যখন একজন শয়তানের কাছ থেকে আরো বেশি ঈশ্বর নিন্দা শিখতে চায়।

(৩) যারা উত্তম চেতনা থেকে দূরে সরে যায় এবং বিশ্বাসে ফাঁটল ধরায়, তাদের কথা ঈশ্বর শুনেন না এবং ঈশ্বরের নিন্দা ক্ষমার অযোগ্য পাপ; সেইজন্য, আমরা যদি একবার সেই দিকে পা বাড়াই আমরা কোথায় গিয়ে শেষ হব জানি না।

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে পৌল জোর দিচ্ছেন–

প্রথমত: বিভিন্ন কারণে প্রার্থনা করা (১-৮ পদ); দ্বিতীয়ত: স্ত্রীলোকদের পোশাক পরিচ্ছদের বিষয়ে (৯-১০ পদ); তৃতীয়ত: এই বিষয়ে তাদের দমন করা (১১-১৪ পদ); এবং চতুর্থত: স্ত্রীলোকদের সন্তান ধারণের প্রতিজ্ঞার বিষয়ে উৎসাহদান করা।

১ তীমথিয় ২:১-৮ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই–

১. এখানে একজন খ্রীষ্টান হিসেবে তীমথিকে সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিশেষত সকল কর্তৃপক্ষের জন্য। অবশ্যই এই আশীর্বাদ প্রার্থনা তীমথি নিশ্চিত করবে। পৌল তাঁকে উপাসনার জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেন নি; আমাদের ভাববার বিষয় হলো যদি তিনি কোন নিয়ম বেঁধে দিতেন তাহলে পরিচর্যাকারীরা তার নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়তো। কিন্তু সবার জন্য যেন তারা মিনতি, দোয়া, অনুরোধ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে পারে সেজন্য তিনি নিয়ম বেঁধে দেন নি। শয়তানের হাত থেকে রক্ষার জন্য মিনতি, মঙ্গল কামনা করে প্রার্থনা, অন্যদের জন্য অনুরোধ এবং ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রাপ্ত করুণার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার জন্য অবমুক্ত রেখেছেন। পৌল মনে করেন, তাদেরকে সকলের জন্য আশীর্বাদ করতে দেওয়াই যথেষ্ট; শাস্ত্র তাদের প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছে এবং প্রার্থনার আত্মাও তাদের উপর ঢেলে দেওয়া হয়েছে সুতরাং তাদের আর অন্য কোন নির্দেশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। দেখুন, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মূল নকশার পরিকল্পনা হল প্রার্থনা এবং খ্রীষ্ট যীশুর শিষ্য অবশ্যই প্রার্থনাশীল মানুষ হবে। সবকিছুর জন্য প্রার্থনা করুন (ইফিষীয় ৪:১৮ পদ)। প্রথমে নিজের জন্য প্রার্থনা করুন কথাটি এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। তারপর পৃথিবীর সব লোকের জন্য আমরা প্রার্থনা করব কারণ কিছু নির্দিষ্ট ব্যক্তি আছেন যাদের জন্য আমাদের প্রার্থনা করা খুব দরকার অথবা তারা আমাদের প্রার্থনা খুব আশা করে। দেখুন, খ্রীষ্টের শিষ্যত্বের সময় থেকে শুরু থেকেই পৌলের সময় পর্যন্ত খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস কত দূরে সরে গিয়েছিল, যখন এই প্রেম ছড়িয়ে দেওয়ার শিক্ষা দিতে হয়েছিল– 'প্রার্থনা কর শুধুমাত্র বিশ্বাসীদের জন্য নয়, কিন্তু সকল মানুষের জন্য।' রাজাদের জন্য প্রার্থনা কর (২ পদ); যদিও সেই সময়ের রাজাগণ অবিশ্বাসী ছিল, খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের শত্রু ছিল এবং বিশ্বাসীদের উপর নির্যাতনকারী ছিল; তারপরও নির্দেশ ছিল তাদের জন্য প্রার্থনা কর। কারণ এটা সকলের দৃষ্টিতে ভাল কাজ; সেখানে যে সরকার আছে, সরকারের বিভিন্ন দপ্তর প্রধান আছে তাদের জন্য আমাদের আশীর্বাদ করা উচিত।

হ্যাঁ, যদিও আমরা তাদের দ্বারা নির্যাতিত। সকল রাজা ও কর্তা ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা কর: আমরা অবশ্যই তাদের জন্য প্রার্থনা করবো এবং তাদের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। তাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর এবং তাদের দেশের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর। তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নিয়ো না। এটাই শান্তি, কারণ আমাদের শান্তি আছে এবং তাদের জন্য ধন্যবাদ দাও কারণ আমাদের সুযোগ সুবিধার ভার তাদের হাতে। যেন আমরা সততার সংগে একটি শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারি। এখানে দেখি, রাজাদের জন্য আমাদের কি প্রত্যাশা আছে: যেন ঈশ্বর তাদের মন পরিবর্তন করেন, তাদের পরিচালনা দেন ও তাদের ব্যবহার করেন; যেন আমরা তাদের অধীনে একটি শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন কাটাতে পারি। তিনি বলেন নি যে, "তাদের অধীনে আমাদের ভাল ভাল জিনিস থাকবে, খাদ্য থাকবে, আমরা সম্মানিত হব এবং আমাদের অনেক ক্ষমতা থাকবে।" না, একজন আদর্শ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর লক্ষ্য হল শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবন লাভ এবং এর মধ্যে দিয়েই নিপীড়নহীন ও নুন্যতম আশ্রয়। আমাদের প্রত্যাশা হওয়া উচিত পবিত্র ও সততার মধ্য দিয়ে সবাই মিলে একটি শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করা। এই কথা অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, ধার্মিকতা ও সততা ছাড়া আমরা শান্ত ও সুন্দর জীবন কামনা করতে পারি না। আমাদের দায়িত্ব হল বুঝবার শক্তির জন্য প্রার্থনা করা; তারপর আমরা সমস্ত ধার্মিকতা ও সততার মধ্যে ঈশ্বর ও সরকার উভয়ের অধীনে নিরাপত্তার আশা করি। একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে আমাদের দায়-দায়িত্ব দু'টি শব্দের মধ্যে নিহিত: ধার্মিকতা হল সঠিকভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করা এবং সততা হল সকল মানুষের সংগে ন্যায় ব্যবহার করা। এই দু'টি অবশ্যই একত্রে চলে; আমরা সত্যিকারের সৎ যদি না হই তাহলে ধার্মিকতা ও ঈশ্বরের দেওয়া দায়িত্বের প্রতিদান দিতে পারব না। আমরা সৎ না হলে সত্যিকারের ধার্মিক হব না। কারণ পোড়ানো-উৎসর্গ করার জন্য অন্যের জিনিস ডাকাতি ঈশ্বর ঘৃণা করেন। এখানে আমরা দেখতে পাই,

২. একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হবেন সত্যিকারের ধার্মিক ও প্রার্থনাশীল মানুষ: তারা প্রার্থনার জন্য আহুত; এবং তারা নিজেকে প্রার্থনায় নিয়োজিত রাখবে ও ঈশ্বরের কাছ অনুরোধ করবে।

২. প্রার্থনার মাধ্যমে আমরা অন্যের জন্য এবং নিজের জন্য নম্রতায় চলবো। আমরা সবার জন্য প্রার্থনা করবো এবং সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেব। আমরা আমাদের বিশ্বাসী পরিবারের জন্য প্রার্থনা ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া বন্ধ করব না।

৩. প্রার্থনার মধ্যে অনেকগুলো ভাগ আছে: মিনতি, অনুরোধ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন; এইজন্য আমরা ঈশ্বরের করুণার জন্য প্রার্থনা করব এবং প্রাপ্ত ক্ষমার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবো। আমাদের নিজেদের ও অন্যদের পাপ দূরীকরণের জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করবো।

৪. সমস্ত লোকের জন্য, হ্যাঁ, তাদের মধ্যে বিশেষ করে রাজা এবং ক্ষমতা ও কতৃত্বের অধিকারীদের জন্য প্রার্থনা করব। তারা আমাদের আশীর্বাদ প্রত্যাশা করে কারণ তাদের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন এবং উঁচু পদে অধিষ্ঠানের কারণে অনেক প্রলোভন আসে।

৫. আমাদের দেশের সরকারের জন্য প্রার্থনা করবো যাতে তারা শান্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে দেশ পরিচালনা করতে পারে। যদিও যিহূদীরা ব্যাবিলনে বন্দিত্বে ছিল তারপরও ঈশ্বর তাদের বাবিলের শান্তির জন্য প্রার্থনার নির্দেশ দিয়েছিল। কারণ বাবিলের শান্তির উপর যিহূদীদের শান্তি নির্ভরশীল ছিল (যিরমিয় ২৯:৭)।

৬. যদি আমরা শান্ত ও শান্তিপূর্ণ জীবনের কথা ভাবি তাহলে আমরা সমস্ত রকমের ধার্মিকতায় চলবো। আমরা ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করবো। যে জীবনকে ভালবাসে সে সুখী হবে। মন্দ থেকে সে তার জিহ্বাকে এবং খারাপ কথা থেকে তার ঠোঁটকে সামলাক, সে শয়তানের পথ পরিহার করুক এবং ভাল হয়ে চলুক; সে শান্তির পথ অন্বেষণ করুক ও সেইভাবে চলুক (১ পিতর ৩:১০, ১১ পদ)। এই কারণে সে প্রার্থনায় সময় দিক, কারণ এটি আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের চোখে ভাল কাজ। সেই জন্য খ্রীষ্টের সুসমাচার এই শর্ত আমাদের দিয়েছে যে, যা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের চোখে ভাল তা সবসময় করা উচিত এবং তার মধ্যে ডুবে থাকা দরকার।

১) যে কারণে আমরা অন্যদের জন্য প্রার্থনার মানুষ হব; কারণ ঈশ্বর আমাদের দেখিয়েছেন যে, তিনি সকল মানুষকে ভালবাসেন (৪ পদ)।

২) প্রথমত: কেন অন্য মানুষের জন্য প্রার্থনা করতে হবে; কারণ ঈশ্বর মাত্র একজন এবং সেই একমাত্র ঈশ্বর চান যেন সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করা হয়। ঈশ্বর মাত্র এক জন (৫ পদ) এবং এক মাত্র; তিনি ছাড়া কেউ নেই এবং হতে পারে না কারণ তিনি একমাত্র সর্বশক্তিমান। সেই একমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছা সমস্ত মানুষ পরিত্রাণ পাবে; তিনি মানুষের মৃত্যু কিংবা ধ্বংস কামনা করেন না (যিহিষ্কেল ৩৩:২ পদ); কিন্তু তিনি চান সকলের মঙ্গল হবে এবং পরিত্রাণ পাবে। এ কথার অর্থ এই নয় যে, তিনি সকলের জন্য পরিত্রাণের আদেশ দিয়েছেন, তারপর সকলে পরিত্রাণ পাবে। কিন্তু তার মঙ্গল ইচ্ছা হল– সকলেই পরিত্রাণ পাবে এবং নিজ নিজ পাপের দায় ছাড়া কেউ ধ্বংস হবে না (মথি ২৩:৩৭ পদ)। তাঁর কাছে সকলের পরিত্রাণের ব্যবস্থা আছে এবং সকলেই তার সত্যের জ্ঞানের কাছে আসবে ও তাঁর নির্বাচিত পথেই পরিত্রাণ পাবে; অন্য কোন ভাবে নয়। এটি আমাদের সত্যের জ্ঞান অর্জনের শিক্ষা দেয়, যে খ্রীষ্টের মধ্য দিয়েই পরিত্রাণ পাওয়া যায়; খ্রীষ্ট যীশুই পথ, সত্য আর জীবন।

৩) একজন মধ্যস্থকারী আছেন এবং তিনিই সকল মানুষের পাপের মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের জীবন দিয়েছেন। যাতে ঈশ্বরের করুণা নিজে থেকেই তার সমস্ত কাজের ফলে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সুতরাং খ্রীষ্টের মধ্যস্থতা সকল মানুষের জন্য কারণ তিনি মানব জাতির পরিত্রাণের জন্য যথেষ্ট মূল্য পরিশোধ করেছেন। তিনি মানব জাতির জন্য নতুন নিয়ম চালু করেছেন; অতএব তারা আর পুরাতন ব্যবস্থার অধীন নয়, কিন্তু জীবন বিধানের অধীন। তারা অনুগ্রহের অধীন; তারা পাপ-পূণ্যের চুক্তির অধীন নয়; কিন্তু নতুন চুক্তির অধীন: তিনি আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজেকে দান করেছেন। দেখুন, খ্রীষ্ট যীশুর মৃত্যু ছিল মুক্তিপণ। আমরা মৃত্যুর অধীন ছিলাম। খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন এবং

আমাদের পাপের কারণে যে মৃত্যু ও নরকের যন্ত্রণা আমাদের পাওনা ছিল তা থেকে মুক্ত করার জন্য মরলেন। তিনি অবাধ্যদের জন্য এবং সকলের জন্য মুক্তিপণ দিলেন যেন মানব জাতিকে শয়তানের কবল থেকে মুক্ত করে ভাল অবস্থানে আনতে পারেন। তিনি আমাদের পরিত্রাণের জন্য মরলেন: সেজন্য এখানে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হলেন। একজন মধ্যস্থতাকারী মতবিরোধ থাকলে তা দূর করে মিলন করে দেবার কাজ করে। পাপ ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করেছে। খ্রীষ্ট যীশু শান্তি স্থাপনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী যিনি একজন খেলা পরিচালনাকারী রেফারীর মত ঈশ্বর ও মানুষকে একত্র করবেন এবং শালিস মিমাংসাকারীর মত আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিবেন (ইয়োব ৯:৩৩ পদ)। পুরাতন নিয়মে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল যে, তিনি আমাদের জন্য মুক্তিপণ ছিলেন; তাঁর দুঃখভোগ ও গৌরব যা শেষ সময়ে প্রকাশিত হবে তা আগেই বলা হয়েছিল (১ পিতর ১:১০ ও ১১ পদ) এবং সেই ভবিষ্যদ্বাণী যথাযথভাবে নতুন নিয়মের সময়ে পূর্ণ হয়েছিল। পৌল নিজে একজন অভিষিক্ত প্রচারক ও শিষ্য ছিলেন। যার দায়িত্ব ছিল অযিহূদীদের কাছ প্রচার করা যে, খ্রীষ্ট যীশুর মধ্য দিয়ে পাপের ক্ষমা ও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যস্থকরণ মতবাদের একজন বিশ্বস্ত প্রচারক ছিলেন পৌল। তাঁর দায়িত্ব ছিল সমস্ত সৃষ্টি কাছে প্রচার করা (মার্ক ১৬:১৫ পদ)। তিনি অযিহূদীদের কাছ প্রচার করার জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত একজন ধর্ম-শিক্ষক এবং সেই সাথে তিনি একজন শিষ্য হিসেবেও আহ্বান প্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বিশ্বাস ও সত্যে অযিহূদীদের কাছে প্রচার করেছিলেন। দেখুন,

(১) আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এটি মঙ্গলজনক যে, আমরা যেন রাজা ও সকল মানুষের জন্য প্রার্থনা করিস্থীয় এবং তিনি এটাও চান যে, আমরা শান্তিপূর্ণ ও নিরবিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করি; এবং এর বড় কারণ হল যেন আমরা একে অন্যের ভাল করি।

(২) ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা হল সমস্ত মানুষ যেন পরিত্রাণ পায়; সুতরাং এটি অতিরিক্ত চাওয়া নয় যে, তারা ঈশ্বরের মাধ্যমে রক্ষা পাবে এবং ঈশ্বরের পথে থেকে নিজেরা নিজেদের রক্ষা করবে। এখানে আমাদের আশীর্বাদকারী ঈশ্বর তাদের দোষ দেখিয়ে দিচ্ছেন: ‘তবুও আপনারা জীবন পাওয়ার জন্য আমার কাছে আসতে চান না’ (যোহন ৫:৪০ পদ); আমি আপনাদের একত্র করতে চাই কিন্তু আপনারা তা চান না।

(৩) যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তারা অবশ্যই সত্যকে জেনেছে; কারণ পাপীদের মুক্তির জন্য এটাই ঈশ্বরের নির্ধারিত পথ। সত্যের জ্ঞান ছাড়া অন্তর পরিষ্কার হতে পারে না; যদি আমরা সত্য না জানি তাহলে আমরা সত্যের দ্বারা চলতে পারি না।

(৪) এটা জানা বিষয় যে, ঈশ্বরের একত্ব প্রকাশিত হয়েছে, যীশু খ্রীষ্ট হলেন মধ্যস্থতাকারী।

(৫) নতুন নিয়মের শিক্ষা অনুসারে তিনি মুক্তির পণ হিসেবে নিজের জীবন দিয়ে মধ্যস্থকারী হয়েছেন। পৌলের মতে, মধ্যস্থকারী হিসাবে আমাদের পাপের মুক্তিপণ দিবার জন্য খ্রীষ্ট যীশুর জীবনদান খুবই প্রয়োজন ছিল এবং অবশ্যই এটা তাঁর পক্ষ সমর্থনকারীদের জন্য

ভিত্তি স্থাপন করেছে।

(৬) ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে খ্রীষ্ট একজন মধ্যস্থকারী এবং যিনি মুক্তির মূল্য হিসেবে নিজের জীবন দিয়েছেন, অযিহূদীদের কাছ এ কথা ঘোষণা করার জন্য পৌল ছিলেন একজন অভিষিক্ত শিষ্য। সকল শিষ্য ও প্রেরিতেরা এজন্যই পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত প্রচার করছেন এবং পৌল দাবী করেছে যে, অযিহূদীদের কাছে প্রচার করার জন্য তিনি শিষ্য হয়েছেন (রোমীয় ১১:১৩ পদ)।

(৭) একজন পরিচর্যাকারীর দায়িত্ব হল সত্য প্রচার করা, যে সত্যের জন্য তারা অগ্রগামী এবং তারা অবশ্যই নিজে তা বিশ্বাস করবেন। তারা আমাদের শিষ্যদের মত বিশ্বাসে ও বিধি-বিধান অনুসারে প্রচার করবে এবং তারা অবশ্যই একজন বিশ্বাসী হবেন ও বিশ্বস্ত হবেন।

৭. উপাসনা করার বিষয়ে শিক্ষা (৮ পদ):

১) এখন সুসমাচারের মধ্যে উপাসনার জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থানের উপর জোর দেওয়া হয় নি। বিশ্বাসীরা যেকোন জায়গায় মিলিত হয়ে উপাসনা করতে পারবে। উপাসনার জন্য কোন জায়গা মন্দ নয় এবং ঈশ্বরের কাছে এক স্থান থেকে অন্য স্থান বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় (যোহন ৪:২১)। সমস্ত জায়গায়ই প্রভুর উপাসনা করা যায়। আমরা অবশ্যই আমাদের কাছে যে উত্তম স্থান আছে সেখানে উপাসনা করবো। আমাদের পরিবারে, খাবারের সময়, যাত্রা পথে থাকার সময় এবং সমাবেশের সময় যখন অনেকে উপস্থিত হয় সেখানে অথবা নিভৃত্তে কোন এক জায়গায় উপাসনা করতে পারব।

২) ঈশ্বর চান আমরা যেন উপাসনা করার সময় আমাদের দুই হাত উপরে তুলে উপাসনা করি: 'পবিত্র হাত উঠাও, অথবা পাপ-মুক্ত হাত উঠাও। পাপ ও অপবিত্রতা থেকে পবিত্র ঝর্ণার পানিতে ধুয়ে পরিষ্কার কর। আমি আমার হাত ধৌত করব' (গীতসংহিতা ২৬:৬ পদ, দেখুন)।

৩) আমরা অবশ্যই সন্দেহহীন বিশ্বাসে উপাসনা করবো (যাকোব ১:৬ পদ), অথবা পুস্তকের কিছু অংশ পড়ে ও বাধ্যতায় তাঁর উপাসনা করবো ও তাঁর সেবা করবো।

১ তীমথিয় ২:৯-১৫ পদ

১. এখানে সেই সকল স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যারা প্রকাশ্যে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছে– তারা হবে সংযমী, শান্ত স্বভাবের ও নম্রতার জন্য সমাজে একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত।

১) তারা দামী দামী পোশাক ও গহনা দ্বারা নিজেদের সাজাবে না। তারা ভাল ভাল কাজ

দ্বারা নিজেকে সাজাবে। দেখুন, ঈশ্বরের কাছে ভাল কাজ উত্তম গহনাস্বরূপ ও অধিক মূল্যবান। যাদের পোশাকে ঐ ধরণের প্রকাশ থাকবে এবং অন্য সব গুণগুলোও থাকবে তা তাদের আচরণে প্রকাশ পাবে। তারা সুন্দর সুন্দর পোশাকের পিছনে ব্যয় করার পরিবর্তে ভাল কাজে ও সেবার জন্য তা ব্যয় করবে, যাকে সত্যিকারের ভাল কাজ বলা হয়েছে।

২) স্ত্রীলোকেরা অবশ্যই খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের আদর্শ জানবে, খ্রীষ্টকে জানবে, বাক্যের শিক্ষা লাভ করবে এবং তারা কখনও মনে করবে না, তারা নারী বলে তাদের ধর্মীয় শিক্ষার কোন দরকার নেই।

৩) তারা অবশ্যই শান্ত ও নম্রভাবে প্রভুর কাছে নিজেকে নিবেদন করবে এবং কখনও তাঁর অবাধ্য হবে না। এর কারণ ঈশ্বর প্রথমে আদমকে নির্মাণ করেছিল এবং তারপর হবাকে তাঁর মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে দেখিয়েছেন যে, সে আদমের অনুগামী এবং তার উপর নির্ভরশীল। তাকে আদমের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সে আদমের সেবা করার জন্য সৃষ্ট। সে ছিল শেষ সৃষ্টি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করার জন্য। কিন্তু সেই ছিল প্রথম ঈশ্বরের নির্দেশ ভঙ্গকারী যা ছিল তার অন্য আরেকটি অন্যতম কারণ। আদম প্রথমে প্রলোভিত হয় নি; শয়তান তার উপরে তখনই ভর করে নি; কিন্তু স্ত্রীলোক প্রথমে ঈশ্বরের নির্দেশ ভঙ্গ করেছে (২ করিন্থীয় ১১:৩ পদ) এবং এটাই ছিল তাদের শাস্তির প্রধান কারণ। সে তার স্বামীকে কামনা করবে তার স্বামী তার উপর কর্তৃত্ব করবে (আদিপুস্তক ৩:১৬ পদ) । কিন্তু ঈশ্বর সান্ত্বনা দিয়েছেন (৫:১৫ পদ) তারা কষ্ট পেলেও সন্তান জন্মদানের মধ্য দিয়েই মুক্তি পাবে অথবা সন্তান জন্মদানের সাথে তাদের মুক্তি নিহিত। সাপের অর্থাৎ শয়তানের মাথা চূর্ণ করার জন্য খ্রীষ্ট একজন নারীর গর্ভে জন্মেছেন (আদিপুস্তক ৩:১৫ পদ)। অথবা পাপের কারণে তাদের যে শাস্তি হবার কথা ছিল খ্রীষ্টকে গ্রহণ করার ফলে তা আর থাকবে না যদি তারা বিশ্বাসে স্থির থাকে এবং ভালবাসায় ও পবিত্রতায় ঈশ্বরের সংগে যুক্ত থাকে।

২. এখানে দেখুন,

১) খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের নিয়ম-কানুনের আদর্শ শুধুমাত্র পুরুষদের কাছ পৌঁছায় নি স্ত্রীলোকদের কাছ ও পৌঁছেছে; শুধুমাত্র ব্যক্তির জন্য করা হয় নি তার পোশাকের জন্যও করা হয়েছে। যা তাদের লিঙ্গ অনুযায়ী ভদ্র ও সমুচিত এবং তাদের বাহ্যিক ও আচরণ সবদিক দিয়ে শান্ত ও নম্র হবে।

২) স্ত্রীলোকেরা পুরুষের ন্যায় ভাল গুণ প্রকাশ করবে কারণ তারা খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম নিয়েছে। সেজন্য তারা ভাল কাজ করার কাজে যুক্ত হয়েছে। তাদের সম্মান সম্পর্কে বলা হয়েছে– প্রেরিতদের সময়ও স্ত্রীলোকদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষক ছিলেন। প্রেরিত পুস্তকে আমরা সেই বিষয়ে জানতে পাই।

৩) স্ত্রীলোকদের তাদের বাহ্যিক সাজ-পোশাকের কারণে অনেক বিপদ হতে পারে, এই কারণে তাদের সাবধান করা খুবই জরুরী ছিল।

৪) ভাল কাজ সবচেয়ে দামী গহনা একজন ঈশ্বরভক্ত নারীর কাছে।

৫) পৌলের মতে স্ত্রীলোকেরা শিক্ষানবীশ তবে তারা জনসভায় কোন শিক্ষাদান করবে না। শিক্ষা দেওয়া কর্তৃপক্ষের কাজ আর স্ত্রীলোকেরা অবশ্যই পুরুষের উপরে কর্তৃত্ব করবে না এবং নীরব থাকবে। কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। একজন ভাল বিশ্বাসী স্ত্রীলোক ধর্মীয় আদর্শগুলো তার বাড়িতে বসে সন্তানদের শিক্ষা দিবে। তীমথি খুব শিশুকাল থেকে ঈশ্বরের বাক্যের শিক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু তার মা ও নানী ছাড়া তাঁকে আর কে শিখিয়ে ছিল? (২ তীমথি ৩:১৫ পদ)। আক্কিলা ও তার স্ত্রী প্রিস্কিলা আপোল্লোকে ভালভাবে বাক্যের শিক্ষা দিয়েছিল; তারা তাকে ব্যক্তিগতভাবে তাদের কাছ রেখে শিক্ষা দিয়েছিল (প্রেরিত ১৮:২৬ পদ)।

৬) স্ত্রীলোকদের উপরে পুরুষের কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং তার বাধ্যতা সম্পর্কে এখানে ২টি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলা হয়েছে (৫:১৩, ১৪ পদ): আদমকে প্রথমে সৃষ্টি করেছেন এবং তার-পর হবাকে সৃষ্টি করা হয়েছে; হবা পুরুষের জন্য সৃষ্টি কিন্তু হাওয়ার জন্য আদমকে সৃষ্টি করা হয় নি (১ করিন্থীয় ১১:৯ পদ)। তারপর প্রথমে হবা প্রতারিত হয়েছিল এবং আদমকে ঈশ্বরের নিয়ম ভাঙ্গতে সহায়তা করেছিল।

৭) যদিও খুব কঠিন এবং বিপদজনক হল সন্তান জন্মদান, তবুও বিবি হাওয়ার অবাধ্যতার শাস্তি সকল নারীর উপরে বর্তায়। যদিও সেখানে অনেক উৎসাহ নিহিত আছে– সে নিগৃহীত হবে না মুক্তি পাবে। যদিও দুঃখ থাকবে তবুও তার উন্নতি হবে এবং জীবন্ত ঈশ্বরের সন্তানের মা হবে। তার জন্য এই যুগের শর্ত– তাকে বিশ্বাসে থাকতে হবে এবং ভালবাসা, পবিত্রতা ও সংযমী হতে হবে এবং তারা সন্তান জন্মদানের কঠিন পরিস্থিতির মধ্যেও বিশ্বাসের দ্বারা তাদের প্রতিজ্ঞাত আশীর্বাদ নিরুপিত সময়ে পাবে।

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ৩

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল মণ্ডলীর পরিচালকদের শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি নির্দিষ্ট করেছেন,

১. বিশপ হওয়ার জন্য যোগ্যতা (১-৭ আয়াতে)।

২. পরিচারকের (ডিকনের) যোগ্যতা (৮-১০ পদ) এবং তাদের স্ত্রীদের সম্পর্কে (১১ পদ); তিনি আবার পরিচারকদের সম্পর্কে বলেছেন (১২-১৩ পদ)।

৩. তীমথিকে পত্র লেখার কারণ, মণ্ডলী সম্পর্কে লেখা এবং সেখানে সত্যের ভিত্তি কি তা উল্লেখ করেছেন (১৪ পদ)।

১ তীমথিয় ৩:১-৭ পদ

তীমথির কাছে লেখা পত্র দু'টিতে এবং তীতের কাছে লেখা পত্রের মধ্যে মণ্ডলী পরিচালনার পরিকল্পনার নকশা ও দিক নির্দেশনা আছে। আমরা মনে করিন্থীয় তীমথি ছিলেন একজন সুসমাচার প্রচারক যাকে পৌল ইফিষে রেখে এসেছিলেন। যাতে তিনি মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী হতে পারেন ও বিশপদের দেখাশোনা করতে পারেন; এই বিশপগণ ছিলেন মণ্ডলীর প্রবীন নেতা যাদের বিষয় প্রেরিত ২০:২৮ পদে দেখা যায়। সেখানে মণ্ডলীর প্রবীন নেতাদের দায়িত্ব ছিল মণ্ডলী পরিচালনা করা। এই প্রবীন নেতারা 'বিশপ' নামে পরিচিত ছিল। এতে বুঝা যায় যে, তারা পৌলে খুব কাছাকাছি ছিল; বিশেষত সেজন্য পৌল তাদের বলেছেন, হয়তো তারা আর তাঁর মুখ দেখতে পাবে না (প্রেরিত ২০:৩৮ পদ); এইজন্য যে তাদের মণ্ডলী খুব নতুন ছিল এবং তারা মণ্ডলীর দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে ভয় পাচ্ছিল। সেজন্য পৌল তীমথিকে সেখানে রেখে আসলেন। সেখানে আমরা একজন সুসমাচার দাতার চরিত্র দেখতে পাই যার পদ ছিল বিশপের পদ; যা একটি নির্দিষ্ট মণ্ডলীর দেখাশোনা করার জন্য। যদি একজন লোক বিশপ হতে চায়, সে একটি ভাল কাজের আশা করে (৫:১ পদ)। দেখুন,

১. পরিচর্যা একটি কাজ। বর্তমানে বিশপের দায়িত্বকে উচ্চপদ মনে করা হয়, যদিও একে একটি ভাল কাজ মনে করা হতো:

১) শাস্ত্র অনুসারে বিশপের দায়িত্ব আসে ঐশ্বরিকভাবে, মানুষের কাছ থেকে নয়। পরিচর্যা কাজের পদ রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্ট নয় এবং এটি একটি পরিচর্যা, যার পরিচর্যাকারী সেই রাষ্ট্রের যে কোন পরিচর্যাকারীর মত। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সামনে পরিচর্যা কাজ ছিল মণ্ডলীর মধ্যে সেজন্য এটি ছিল একটি অনুগ্রহ, যা খ্রীষ্ট যীশু মণ্ডলীর উপর দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪:৮-১২

পদ)।

২) এই পরিচর্যার পদে একজন বিশপ কাজ করেন যার শর্ত হল সততা এবং প্রয়োগ; শিষ্যগণ কাজের ধরণ অনুসারে এর প্রতিনিধিত্ব করনে, কিন্তু অধিক সম্মান ও সুযোগ সুবিধা পাওয়ার জন্য নয়। একজন পরিচর্যাকারী সম্মান ও সুযোগ সুবিধার চেয়ে কাজের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়।

৩) এটি একটি ভাল কাজ; একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং মহা কল্যাণের জন্য পরিকল্পিত: একজন পরিচর্যাকারীকে জীবন ও আত্মার অমরত্ব সম্পর্কে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন হতে হয়। এটি একটি ভাল কাজ কারণ ঐশ্বরিক বিষয়ের পূর্ণ প্রকাশের জন্য অনেক সন্তানকে একত্র করে ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশের জন্য কাজ করে থাকে। মানুষের চোখে পরিচর্যা সবার জন্য উন্মুক্ত এবং সবাইকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনা প্রয়োজন; এবং তাদেরকে শয়তানের ক্ষমতার অধীনতা থেকে ঈশ্বরের ক্ষমতার অধীনে আনতে হবে (প্রেরিত ২৬:১৮ পদ)।

৪) যাদেরকে এই পরিচর্যা কাজে রাখা হয়, এই পদ তাদের একমাত্র কাম্য হওয়া উচিত। যদি একজন আশা করে, তবে তার গভীরভাবে আশা করা উচিত এই জন্য যে, তিনি আছেন ঈশ্বরের প্রচুর গৌরব প্রকাশ করার জন্য এবং মানুষের আত্মার মঙ্গল করার জন্যই তিনি আহুত। যারা মণ্ডলীর পরিচর্যাকারী হতে চায় তাদের জন্য প্রশ্ন হল: “আপনি কি মনে করেন, আপনি পবিত্র আত্মার পরিচালনায় একজন পরিচর্যাকারী হতে চাচ্ছেন?”

২. এই কাজের দায়িত্ব পেতে হলে, এই কাজ করার জন্য অবশ্যই যোগ্য হতে হয়:

১) একজন পরিচর্যাকারী অবশ্যই ছলনাহীন বিশ্বাসী হবেন, তিনি কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিবেন না। তিনি তার বিরুদ্ধে সামান্যতম অভিযোগ করার সুযোগ দিবেন না; কারণ এটি তার পরিচর্যা সম্পর্কে লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে পারে এবং মণ্ডলীর উপরে তার প্রভাব পড়তে পারে।

২) তার মাত্র একজন স্ত্রী থাকবে; তিনি স্ত্রীকে ত্যাগ করবেন না এবং অন্য স্ত্রীও গ্রহণ করবেন না অথবা তার একাধিক স্ত্রী থাকবে না। যেহেতু সেই সময় যিহূদী ও অযিহূদী উভয়ের মধ্যে স্ত্রীত্যাগ ও বহু বিবাহ খুব প্রচলিত ছিল।

৩) পরিচর্যাকারী সংযমী হবেন এবং শয়তানের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকবেন, শত্রুকে ভালবাসবেন, তিনি নিজের বিষয়ে সতর্ক থাকবেন এবং তাদের আত্মার বিষয়ে সতর্ক থাকবেন তিনি যাদের দায়িত্ব নিয়েছেন; তিনি তাদের পরামর্শকের কাজ করবেন এবং তাদের মঙ্গল করার সমস্ত সুযোগ তিনি তৈরি করবেন। একজন পরিচর্যাকারীর সংযমী হতে হয় কারণ আমাদের বিপক্ষে শয়তান গর্জনকারী সিংহের ন্যায় ওৎ পেতে আছে, যাকে পাবে গোগ্রাসের ন্যায় তাকে খেয়ে ফেলবে (১ পিতর ৫:৮ পদ)।

৪) তিনি অবশ্যই তার সকল কাজে মিতাচারী, ধৈর্যশীল, সহনশীল হবেন এবং সকল

অবস্থায় ভাল ব্যবহার করবেন। মিতাচারী ও সতর্কতা শব্দ দু'টি পুস্তকে প্রায়শই একসাথে ব্যবহৃত হয়েছে তার কারণ একটি অপরটির বন্ধুর মত: মিতাচারী হও, সংযমী হও।

৫) একজন পরিচর্যাকারীর অবশ্যই ব্যবহার হবে উত্তম, আসল ও খাঁটি এবং তার কথাবার্তায় ভার থাকবে, অর্থহীন হবে না এবং তিনি বিশ্বস্ত হবেন।

৬) তিনি অতিথি পরায়ন হবেন, বিদেশীদের জন্য মুক্ত হস্তে দানকারী হবেন, এবং তার সাধ্যমত তাদের আপ্যায়ন করতে প্রস্তুত থাকবেন। তিনি পার্থিব অর্থের লোভ লালসা করবেন না, তিনি অবিশ্বাসীদেরকেও সত্যিকারের ভালবাসবেন।

৭) তিনি শিক্ষাদানে আগ্রহী হবেন। অতএব, পৌল একজন প্রচারক বিশপের বর্ণনা করছেন: যিনি প্রচার করতে সমর্থ ও আগ্রহী, আর ঈশ্বর তাকে জ্ঞান দিবেন; যিনি শিক্ষাদানে উপযুক্ত এবং সকল নির্দেশনা জানতে প্রস্তুত, ঈশ্বর তাকে নিজে স্বর্গের জ্ঞান দান করবেন এবং সে অন্যদের যা জানাতে চায় তা জানাতে ঈশ্বর তাকে সাহায্য করবেন।

৮) তিনি মাতাল হবেন না; মদ্যপায়ী হবেন না। একজন পুরোহিত যখন পরিচর্যাকারী হিসেবে নাম লিখাবেন তারপর আর তিনি মদ্যপান করবে না (লেবীয় ১০:৮, ৯ পদ)।

৯) তিনি ঝগড়াটে হবে না; পরিচর্যাকারী কোন বিষয়ে ঝগড়া করবেন না এবং কারো সাথে সন্ত্রাসী কার্যকলাপে যোগ দিবেন না; তিনি সহ্য, ভালবাসা ও ভদ্রতার সাথে সবকিছু করবেন। ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী কাউকে আঘাত করে না, কিন্তু সবার সাথে ভদ্র ব্যবহার করে (২ তীমথিয় ২:২৪ পদ)।

১০) তিনি পৃথিবীর অপবিত্র ধন দৌলতের প্রতি মোহগ্রস্থ হবে না; তিনি পার্থিব কোন লাভের আশায় পরিচর্যা কাজ করবে না; সে মন্দ উদ্দেশ্যে পরিচর্যা কাজ করবে না এবং মন্দ উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করবে না। যে এই পৃথিবীয় অর্থের দাসত্ব করে, কিন্তু জীবন তার থেকে অনেক দূরে থাকে।

১১) পরিচর্যাকারী অবশ্যই ধৈর্যশীল হবেন এবং উচ্চস্বরে ঝগড়া করবেন না এবং খোশমেজাজী হবেন। হারানো মেষের জন্য খ্রীষ্ট যীশু একজন মহান মেষপালক ও বিশপ। তিনি রাগী ও ঝগড়াটে ছিলেন না এবং তিনি হাত দিয়ে কাউকে আঘাত করেন নি। অতএব তিনি উচ্চস্বরে ঝগড়া করেন না; সেজন্য যারা নিজেরা সুশাসন মানে না তারা কিভাবে অন্যদের শিক্ষা দেয়?

১২) তিনি ছলনাকারী হবেন না; ছলনা সবসময় খারাপ কিন্তু এটি একজন পরিচর্যাকারীর খুবই দুর্বল দিক যা তার আহ্বানকে ভিন্ন দিকে নিয়ে যায়।

১৩) তিনি নিজের পরিবারের একজন ভাল পরিচালক হবেন: তার পরিবারের দৃষ্টান্ত তিনি অন্যদের দেখাতে পারেন। এই কাজের মাধ্যমে তিনি নিজেকে দক্ষ মণ্ডলী পরিচালক হিসেবে প্রমাণ করতে পারেন। এইজন্য যদি একজন পরিচর্যাকারী নিজের পরিবারকে

ভালভাবে পরিচালনা করতে না জানে সে কিভাবে ঈশ্বরের পরিবার অর্থাৎ মণ্ডলীর পরিচালনা করতে পারবে। দেখুন, একজন পুরোহিতের পরিবার অন্য সকলের কাছ একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হবে। পরিচর্যাকারীর সন্তানেরা অবশ্যই তার বাধ্য হবে। তারপর একজন পরিচর্যাকারী তার সন্তানদের দেওয়া দিক নির্দেশনা গুরুত্বসহকারে মণ্ডলীতে আলোচনা করবে। মণ্ডলীতে গুরুত্ব পাওয়ার জন্য বাধ্যতা একটি উত্তম পন্থা।

১৪) তিনি অবশ্যই নতুন বিশ্বাসী হবেন না। অর্থাৎ যিনি সদ্য যীশুর শিষ্য হয়েছেন অথবা যিনি অন্যের নির্দেশনায় চলেন এবং ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ নন। এই ধরনের ব্যক্তিরা সহজে গর্ব করতে পারেন। যারা বেশি অবজ্ঞারপাত্র তারা বেশি গর্ব করতে পারে; তারা গর্বে ফেটে পড়তে পারে এবং পাপে পড়তে পারে। গর্বের মধ্যে শয়তান থাকে। গর্বকে ঘৃণা করার এটা একটি বড় কারণ; কারণ এটা একটি পাপ-স্বভাব, যা স্বর্গদূতকে শয়তানে পরিণত করেছে।

১৫) প্রতিবেশীদের মধ্যে অবশ্যই পরিচর্যাকারীর সুনাম থাকতে হবেঃ সে কারো তীব্র নিন্দার পাত্র হবে না, তাহলে শয়তান মণ্ডলীর মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করবে এবং যাদের সুনাম নেই তাদের প্রচারিত খ্রীষ্টান শিক্ষা বাধাগ্রস্থ হবে।

১. সর্বপরি, একজন সুসমাচার প্রচারক বিশপের যোগ্যতা কি হবে সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করছিঃ আমরা সবকিছুর মধ্যে পাই,

১) ‘এক পক্ষের প্রতি আমরা মৃত্যুমূলক মৃত্যুজনক গন্ধ, অন্য পক্ষের প্রতি জীবনমূলক জীবনদায়ক গন্ধ। আর এই সব কিছুর জন্য উপযুক্ত কে?’ (২ করিন্থীয় ২:১৬ পদ)। ধার্মিকতা কি, বিচক্ষণতা কি, ভাবাবেগ কি, সাহসিকতা কি, বিশ্বস্ততা কি, নিজের উপর সতর্কতা কি, আমাদের লোভ কি, কামনা এবং মমতা কি, তাদের উপরে যারা আমাদের দায়িত্বের অধীনে আছে তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য কি। আমি বলি, এই কাজের জন্য কতই না সতর্কতা প্রয়োজন।

২) এই সমস্ত বিষয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য একজন পরিচর্যাকারীর খুব বেশি যোগ্যতার দরকার হয় না, অথবা অধিক বিশ্বস্ততাও নয় এবং খুব বিবেকবান হতে হয় না; কিন্তু অবশ্যক হলো কাজ সম্পাদন করার জন্য যোগ্য হওয়া। হায়, ভাল হওয়া থেকে আমরা কত দূরে কারণ আমাদের কেমন হওয়ার কথা এবং আমাদের কি করা উচিত এখনও আমরা তা ভালভাবে জানি না।

৩) যাদের ঈশ্বর আশীর্বাদ করেছেন, যাদের তিনি বিশ্বস্ত বলে গণ্য করেছেন, যাদের তিনি যোগ্য করেছেন এবং সুসমাচার প্রচার কাজে নিয়োগ করেছেন তারা কৃতজ্ঞ হবে। যদি ঈশ্বর কাউকে বিশ্বস্ত ও যোগ্য করে থাকেন তার উচিত হবে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করা।

৪) সমস্ত বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীদের উৎসাহদানের জন্য আমাদের আছে খ্রীষ্ট যীশুর অনুগ্রহপূর্ণ প্রতিজ্ঞা; যাও, আমি তোমার সংগে সংগে আছি, এমনকি, পৃথিবীর শেষ সীমা পর্যন্ত আমি

তোমার সংগে সংগে আছি (মথি ২৮:২০ পদ); এবং যদি তিনি আমাদের সংগে সংগে থাকেন তিনি আমাদের কাজের উপযুক্ত করবেন এবং সমস্যার সময়ও তিনি আমাদের উত্তরণের সাহায্য করবেন; এবং শান্তভাবে ও অনুগ্রহের সাথে আমাদের সমস্ত দুর্বলতা ক্ষমা করবেন এবং আমাদের বিশ্বস্ততার জন্য গৌরবের মুকুট দিয়ে পুরস্কৃত করবেন যা কখনও মলিন হবে না (১পিতর ৫:৪ পদ)।

১ তীমথিয় ৩:৮-১৩ পদ

আমরা এখানে মণ্ডলীর পরিচারকের চরিত্র সম্বন্ধে জানবো: পরিচর্যাকারীর ব্যবস্থাপনা, গরীব বিশ্বাসীদের জন্য সহায়তাদান– এগুলো ছিল মণ্ডলীর সাময়িক পরিচর্যা। যখন পুরোহিত অথবা বিশপ ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষাদানে ব্যস্ত থাকেন তখন পরিচারকেরা খাদ্য পরিবেশনে সহায়তা করেন (প্রেরিত ৬:২ ও ৪ পদ); পরিচর্যা কাজের এই প্রতিষ্ঠান তাদের এই কাজের সুযোগ দিয়েছিল (প্রেরিত ৬:১-৭ পদ)। এখন, এটা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, পরিচারকে অবশ্যই ভাল চরিত্রের লোক হতে হবে, কারণ তারা বিশপের কাজের সাহায্যকারী; দৃশ্যত এবং জনসম্মুখে তারা সেইভাবেই দায়িত্ব পালন করতো এবং তাদের বিশ্বস্ত হতে হতো। তারা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সকল বিশ্বাসী গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু বিশেষত যারা মণ্ডলীর সেবায় নিয়োজিত তারা দায়িত্বের কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের দুই রকম কথা বলা উচিত নয়; তাদের প্রয়োজন অনুসারে যার যতটুকু দরকার তা ব্যবহার করবে। দুই রকম কথা আসে দুই রকম অন্তর থেকে; তোষামোদকারী ও পাতলা বুদ্ধির লোকেরা হল অবিশ্বস্ত। বেশি বেশি মদ্যপান করা তদের উচিত নয়; তা একজন মানুষকে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য করে, বিশেষত একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে। সেই লোক তার মত, যে সময় না বুঝে অসময়েও তার ব্যবসা পেতে বসে থাকে। তাকে পৃথিবীর ধন সম্পদের মোহাবিষ্ট হলে চলবে না; যেহেতু তার হাতে মণ্ডলীর অর্থ-সম্পদের দায়িত্ব থাকে সেজন্য সে যদি লোভী হয় তাহলে এটা খুবই খারাপ হবে। যদি সে ছলনাকারী এবং পৃথিবীর ধন-সম্পদের প্রতি মোহাবিষ্ট হয় তাহলে প্রলোভিত হবে এবং মণ্ডলীর সম্পদ নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করে ফেলবে। “খাঁটি বিবেকের চেতনায় বিশ্বস্ত পরিচর্যার কাজ রক্ষা কর (৫:৯ পদ)। লক্ষ্য করুন, সঠিক বিবেকের চেতনায় বিশ্বস্ত পরিচর্যার কাজ উত্তমরূপে চলে। ভুল এবং প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়ার খুব শক্তিশালী উপায় হলো সত্যেকে ভালবাসা। যদি আমরা সত্যিকারের বিবেকের সাহায্যে চলি তাহলে তা আমাদের আত্মাকে বিশ্বাসের বিশ্বয়তায় সংরক্ষণ করবে। পরিচর্যা কাজকে জীবনে প্রামাণিত হবার জন্য প্রথম স্থান দাও (৫:১০ পদ)। জনগণের সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যে কোন লোকের হাতে তুলে দেওয়া সঠিক কাজ নয়; এখনও, তাদের প্রথমে প্রমাণিত হতে হবে যে, তারা এই কাজের যোগ্য; সর্বজন বিচারে তারা নির্দোষ, তারা খ্রীষ্ট যীশুর জন্য নিবেদিত প্রাণ ও তারা কথাবার্তায় ছলনাহীন বলে অবশ্যই প্রমাণিত। তাদের স্ত্রীরা অবশ্যই উত্তম চরিত্রের হবে (৫:১১ পদ); তাদের চালচলন হবে জীবিত-মৃত লোকের মত; তারা প্রবঞ্চক নয়, মিথ্যা গুজবকারী নয়, ভাইদের

মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টিকারী নয়; তারা অবশ্যই সব কিছুতেই সংযমী ও বিশ্বস্ত। তারা তাদের বিষয়ে দুর্নাম করার কোন সুযোগ দেন না, কিন্তু তাদের উপর অর্পিত সকল দায়িত্ব পালনে বিশ্বস্ত থাকেন। যে সকল লোকেরা প্রচার কাজের সাথে জড়িত তাদের চালচলন সাধারণ লোকের চেয়ে দ্বিগুণ সুসমাচারের সাথে মিল থাকতে হয়; যদি তারা নূন্যতমভাবে শৃঙ্খলাহীনভাবে চলে তাহলে প্রচার কাজ বাধাগ্রস্থ হবে। তিনি বিশপ ও প্রচারকও সামনে বলেছেন, এখানে যারা মণ্ডলীর পরিচারক আছে তাদের অবশ্যই একজন স্ত্রী থাকবে, তারা যেমন তাদের স্ত্রীদের ত্যাগ করতে পারবে না, তেমনি তাদের অপছন্দ করে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারবে না। তারা অবশ্যই তাদের পরিবারের ও ছেলেমেয়েদের শাসন করবে; পরিচারকের পরিবার মণ্ডলীর অন্যান্য পরিবারগুলোর কাছ উত্তম দৃষ্টান্ত হবে। যে কারণে পরিচালকদের যোগ্য হতে হবে তা হল, যদিও মণ্ডলীর মধ্যে পরিচারকের পদ ছোট তথাপি এই পদের মাধ্যমে বড় পদে উন্নিত হবার যাত্রা শুরু হয় (৫:১৩ পদ)। যারা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব ভালভাবে পালন করে, মণ্ডলী অবশ্যই তাদেরকে সেই পদ থেকে সরিয়ে মণ্ডলীতে ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা ও উপাসনা পরিচালনার দায়িত্ব দিবে। অথবা তা একজনের জন্য ভাল রিপোর্ট যে, সে তার পদে থেকে তার গুরুত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছে। তারা তাদের শক্তিশালী বিশ্বাসের দ্বারা সুনাম কিনেছে, যে বিশ্বাস খ্রীষ্ট যীশুর মধ্যে ছিল।

দেখুন,

১. প্রাথমিক যুগের মণ্ডলীতে দু'টি পদ ছিল একটি বিশপ এবং অপরটি পরিচারক (ফিলিপীয় ১:১ পদ); এবং বাকী পদগুলো পরবর্তী সময়ে তৈরি করা হয়েছে। মণ্ডলীর মধ্যে যারা উপাসনা পরিচালনা ও ঈশ্বরের বাক্য শিক্ষা দেবার কাজে জড়িত ছিলেন তারা হল: বিশপ, প্রবীন নেতা, প্রচারক বা পুরোহিত। যারা পরিচারকের পদের দায়িত্ব ছিল তারা হল: খাদ্য ও পানীয় পরিবেশক। ক্লেমেন্স রোমেনাস খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে লেখা তার পত্রের ৪২ ও ৪৪ অধ্যায়ে এর পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ও সহজ সরলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিষ্যকে খ্রীষ্ট যীশু আগে থেকে জানতেন, কিন্তু মণ্ডলীর বিশেষ অধ্যাদেশের মাধ্যমে সৃষ্ট বিশপ ও পরিচারকের দায়িত্ব নিয়ে মণ্ডলীতে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে।

২. বাক্য অনুসারে পরিচারকের দায়িত্ব হল খাদ্য পরিবেশন করা এবং প্রচার করা, শিক্ষা দেওয়া কিংবা বাপ্তিস্ম দেওয়া তাদের কাজ নয়। এটা সত্যি যে, বাস্তবে ফিলীপ যিনি পরিচারক ছিলেন তিনি সামেরিয়াতে প্রচার করেছেন ও বাপ্তিস্ম দিয়েছেন (প্রেরিত ৮ অধ্যায়)। কিন্তু আপনি পড়লেই জানতে পারবেন তিনি একজন সুসমাচার প্রচারকও ছিলেন (প্রেরিত ২১:৮ পদ) এবং তিনি সম্ভবত প্রচার করার ও বাপ্তিস্ম দেবার কাজ এবং মণ্ডলীর যেকোন গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করেছেন। এই দায়িত্বে থেকে তিনি পরিচর্যাকারীদের বেতন প্রদান ও গরীব বিশ্বাসীদের খাবার পরিবেশনার কাজও করেছেন, যদিও এখনো পরিচারকের দায়িত্ব একটি অস্থায়ী পদ।

৩. এমন কি, মণ্ডলীর গুরুত্বপূর্ণ এই পদটির জন্যও কতগুলো যোগ্যতার খুব প্রয়োজন ছিল: পরিচারক অবশ্যই একজন উপযুক্ত লোকের মত আচরণ করবে।

৪. মণ্ডলীর কাজে অথবা অন্য কোন বিশ্বস্ত কাজে নিয়োগের পূর্বে অবশ্যই একজনকে তার কিছু পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আসা উচিত: প্রথমে তাদের বিশ্বস্ত হিসেবে প্রমাণিত হতে হবে।

৫. মণ্ডলীর উচ্চ পদে যাওয়ার জন্য নিচের পদে থাকা অবস্থায় তার সততা ও ন্যায্যতা কেমন ছিল তা যাচাই করা দরকার: তারা তাদের ভাল অবস্থানে নিতে পেড়েছে।

৬. এটা একজন লোককে বিশ্বাসে আরো দৃঢ় করবে, এছাড়া সততা ও ন্যায্যতা একজন লোককে ভয়যুক্ত করবে এবং নিজের ছায়া দেখে চমকে ওঠার জন্য প্রস্তুত করবে। দুষ্টেরা উড়ে যাবে, কিন্তু ধার্মিক সিংহের চেয়েও শক্তিশালী (হিতোপদেশ ২৮:১ পদ)।

১ তীমথিয় ৩:১৪-১৬ পদ

পৌল তীমথিকে নির্দিষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে এই অধ্যায় শেষ করেছেন। তিনি আশা করছেন খুব শীঘ্রই তিনি তাকে দেখতে আসবেন এবং সেই সময় তিনি তাঁর কাজে আরো নির্দেশনা এবং সহায়তা দিবেন; এবং তিনি দেখতে চান ইফিষে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস ভালভাবে রোপিত হয়েছে এবং তার শিকড় ভালভাবে মাটিতে প্রবেশ করেছে; সেজন্য তিনি তাঁকে সবিস্তারে লিখেছেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কম করে লিখলে সে আসল বিষয় থেকে অনেক দূরে থাকতো; যাতে তীমথি জানতে পারেন কিভাবে ঈশ্বরের পরিবারের সাথে ব্যবহার করতে হয়, একজন সুসমাচারের প্রচারক হিসেবে নিজেকে কিভাবে পরিচালনা করতে হয় এবং একজন শিষ্যর সহকর্মীর কিরূপ হতে হয়। দেখুন,

১. যারা ঈশ্বরের মণ্ডলীর দেখাশোনার কাজের দায়িত্ব পায় তাদের অবশ্যই দেখাতে হয় যে, তারা নিজেদের মধ্যে ভাল ব্যবহার করছে; অন্যথায় তারা ঈশ্বরের মণ্ডলীর নিন্দা করার সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং যে কাজের জন্য তাদের ডাকা হয়েছে সেই নামের দুর্নাম করবে। পরিচর্যাকারীরা নিজেরা ভাল হবে শুধুমাত্র তাদের উপাসনা কাজে ও প্রচার কাজে তা নয় তাদের আচরণেও ভাল হতে হবে: তাদের পদটি তাদের ভাল আচরণ বিধি ঠিক করবে এইজন্য যে, তারা যাতে তাদের ইচ্ছামত যে কোন ব্যবহার করতে না পারে। তীমথি অবশ্যই জানেন কিভাবে নিজের সাথে ভাল আচরণ করা যায়, শুধুমাত্র যে মণ্ডলীতে তিনি কাজ করছেন সেখানে নয় কিন্তু একজন সুসমাচারের প্রচারক হিসেবে এবং একজন প্রেরিতের সহকর্মী হিসেবে এবং তিনি অবশ্যই আরো জানেন কিভাবে অন্যান্য মণ্ডলীর সাথে ভাল ব্যবহার করতে হয়; যেখানে তিনি একটি আদর্শ হিসেবে কিছু বিষয় বন্ধ করার জন্য নিয়োগ পেয়েছেন। সেজন্য এটি শুধু ইফিষীয় মণ্ডলী নয়, সুতরাং এটি পবিত্র মণ্ডলী, যেটিকে তিনি ঈশ্বরের ঘর হিসেবে উল্লেখ করেছেন; যা জীবন্ত ঈশ্বরের মণ্ডলী। দেখুন,

১) ঈশ্বর হচ্ছেন জীবন্ত ঈশ্বর; তিনি জীবন-ঝর্ণা, এবং তিনি জীবন, তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস এবং সৃষ্টির জন্য যা কিছুর প্রয়োজন সব দিয়ে থাকেন; তার দ্বারাই আমরা জীবিত আছি ও চলাফেরা করছি এবং জীবন্ত প্রাণী হিসাবে চলছি (প্রেরিত ১৭ অধ্যায় ২৫, ২৮ পদ)।

২) মণ্ডলী হল ঈশ্বরের ঘর, তিনি সেখানে বাস করেন, এটি ঈশ্বরের পছন্দের স্থান বাস করা জন্য। “এটা আমার বিশ্রাম স্থান যেখানে আমি বাস করবো, কারণ আমার জন্য আমি এটা বেছে নিয়েছি।” সেখানে আমরা ঈশ্বরের ক্ষমতা ও গৌরব দেখতে পাই (গীতসংহিতা ৬৩:২ পদ)।

৩) এটা একটি মহা সমর্থন যে, এটা জীবন্ত ঈশ্বরের ঘর; সত্যিকারের ঈশ্বর মিথ্যা দেবদেবী, বধির ও প্রাণহীন মূর্তির সম্পূর্ণ বিপরীত।

৪) যেহেতু ঈশ্বরের মণ্ডলী হল সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি। এর মানে এই নয় যে, ঈশ্বরের বাক্যের কর্তৃত্ব ঐ মণ্ডলীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু ঈশ্বরের সত্য হল মণ্ডলীর স্তম্ভ এবং ভিত্তি; মণ্ডলী ঈশ্বরের বাক্যের ও খ্রীষ্টীয় মতবাদের বিশুদ্ধতা ধরে রাখে। স্বর্গের বৈশিষ্ট্য ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান মণ্ডলীর মাধ্যমে জানা যায় (ইফিষীয় ৩:১০ পদ)।

অন্যদিকে তীমথি হলেন একজন সুসমাচার প্রচারকদের; তিনি এবং অন্যান্য পরিচর্যাকারীরা এই সত্যের স্তম্ভ এবং ভিত্তিভূমির পরিচর্যাকারী। তাদের কাজ হল ব্যবস্থাপনা, রক্ষা করা এবং খ্রীষ্ট যীশুর সত্য মণ্ডলীতে প্রকাশ করা। শিষ্যদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, তারা দেখতে শক্ত খুঁটির মত হবে (গালাতীয় ২:৯ পদ)।

[১] সত্যের পক্ষে আমাদের অধ্যবসায়ী ও ন্যায়পরায়ণ হতে হবে: যেকোন মূল্যে আমাদের সত্য অর্জন করতে হবে; এই সত্য জয় করার কষ্ট অন্য কোন কিছু অর্জনের থেকে বড় করে দেখো না।

[২] আমাদের সত্যের প্রতি যত্নশীল হতে হবে ও তা রক্ষা করার শক্তি ঈশ্বরের কাছে চাইতে হবে। পবিত্র বাক্য বলে যে, “সত্যকে ক্রয় কর এবং কোন কিছুর বিনিময়ে তা বিক্রি করো না” (হিতোপদেশ ২৩:২৩ পদ) এবং “এর সাথে আপোষ করো না।”

[৩] আমাদের এটা প্রকাশ করতে হবে এবং নিরাপদ ও নির্ভেজাল অবস্থায় তা প্রচার করতে সাহায্য করতে হবে। যখন মণ্ডলী সত্য থেকে দূরে চলে যায় তখন আমরা তা রক্ষার পক্ষে থাকব; কারণ আমাদের কাছে সত্য মণ্ডলীর চেয়েও বড়। মণ্ডলী যদি সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি ভূমি নিয়মিত ধরে না রাখে আমরা তার সাথে নিয়মিত চলতে পারি ন।

৫) কিন্তু, সত্য কি যার স্তম্ভ ও ভিত্তি ভূমি হল মণ্ডলী ও মণ্ডলীর পরিচর্যাকারীরা? তিনি আমাদের বলছেন যে, রহস্যময় ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস (১৬ পদ)। কেমেরু জয়েন্স এর মতে, “সত্যের স্তম্ভ ও ভিত্তি ভূমি হল রহস্যময় মহান ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ বিশ্বাস”। তিনি বিশ্ময়কর ঈশ্বরকে স্তম্ভ বলেছেন। দেখুন,

(১) খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস একটি রহস্য; এই রহস্য কোন যুক্তির দ্বারা তৈরি নয় এবং প্রকৃতির আলোকেও তৈরি হয় নি এবং তা যুক্তির দ্বারা ব্যাখ্যাও করা যায় না; কারণ তা যুক্তির উর্ধ্বে; যদিও সেখানে কোন বিকল্প নেই। এটা রহস্য, দর্শন কিংবা অনুমান নয়; কিন্তু ধার্মিকতা, যা ধার্মিকতাকে উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত এবং অযিহূদীদের সমস্ত রহস্যের

উর্ধ্বে। এটা রহস্যের প্রকাশ যা বন্ধ কিংবা আবৃত নয়। এটা রহস্যকে বাধা দেয় না কারণ বর্তমানে এটা আংশিকভাবে প্রকাশিত। কিন্তু,

(২) ধার্মিকতার রহস্যময়তা কি? সেই রহস্য হল খ্রীষ্ট যীশু; এবং এখানে খ্রীষ্টকে জানার ৬টি বিষয় যা ধার্মিকতার রহস্য তৈরি করেছে।

[১] তিনি ঈশ্বর কিন্তু মানুষ হিসেবে প্রকাশিত: ঈশ্বর নিজে রক্ত-মাংসের মানুষ হিসেবে প্রকাশিত হলেন। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি ঈশ্বর, তিনি চিরন্তন বাক্য যা রক্ত-মাংস তৈরি করেছে এবং মানুষ রূপে তা প্রকাশিত হয়েছে। যখন ঈশ্বর মানুষ রূপে প্রকাশিত হয়েছেন; তখন তিনি নিজেকে তাঁর পুত্র রূপে প্রকাশ করতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করেছেন: বাক্যই মানুষ রূপে প্রকাশিত হলেন (যোহন ১:১৪ পদ)।

[২] তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা পরীক্ষিত হয়েছেন। এছাড়া তিনি পাপী হিসেবে তিরস্কৃত হয়েছেন; এবং খারাপ মানুষ হিসেবে তাঁকে মৃত্যুজনক শাস্তি দেওয়া হয়েছে; তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা আবার উত্থিত হয়েছেন এবং তাঁর সম্পর্কে বলা সকল বিষয় দ্বারা তিনি পরীক্ষিত হয়েছেন। তিনি আমাদের জন্য পাপী হয়েছেন এবং আমাদের অপরাধের শাস্তি তাঁকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তিনি পুনরায় উত্থিত হয়েছেন, তিনি আত্মাদের মধ্যে পরীক্ষিত হয়েছেন। এর মানে হল, তার আত্মত্যাগ যে গৃহীত হয়েছে তা তুলে ধরা। অতএত, তিনি উঠেছেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য; যেন তিনি আমাদের অপরাধ সকল দূর করতে পারেন (রোমীয় ৪:২৫ পদ)। তাঁকে মাংসিক দেহে হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু তিনি আত্মায় পুনরুত্থিত হয়েছেন (১ পিতর ৩:১৮ পদ)।

[৩] তাঁকে স্বর্গদূতের মত দেখা গেছে। তাঁরা তাঁর উপাসনা করেছে (ইব্রীয় ১:৬ পদ)। তাঁরা তাঁর মানব দেহ ধারণের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং প্রলোভনের সময়, তাঁর দুঃখ কষ্টের সময়, তাঁর মৃত্যুর সময়, তাঁর পুনরুত্থানের সময়, তাঁর স্বর্গে গমনের সময় তাঁরা উপস্থিত ছিলেন; এটা তাঁর জন্য একটি বড় সম্মান। এর মধ্য দিয়ে এটা দেখানো যে, স্বর্গ-রাজ্যে তাঁর কত বড় সম্মানের স্থান। স্বর্গদূতেরা তাঁর সেবা করেছে কারণ তিনি স্বর্গদূতদের প্রভু।

[৪] তিনি অযিহূদীদের কাছ সুসমাচার প্রচার করেছেন। এটা ধার্মিকতার একটি বিরাট অধ্যায়, যে খ্রীষ্ট অযিহূদীদের পাপের ক্ষমা ও পরিত্রাণ দানের জন্য উৎসর্গকৃত হয়েছিলেন; এছাড়া, পূর্বে যিহূদীদের জন্য নির্ধারিত ছিল, বর্তমানে সেই দেওয়াল ভেঙ্গে গেছে এবং অযিহূদীদের ভিতরে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। আমি অযিহূদীদের কাছে তোমাকে আলোস্বরূপ করেছি (প্রেরিত ১৩:৪৭)।

[৫] তিনি পৃথিবীতে গৃহীত হয়েছেন তাঁর প্রচার বৃথা যায় নি। অনেক অযিহূদী সুসমাচার গ্রহণ করেছে যা যিহূদীরা প্রত্যাখ্যান করেছিল। কে ভেবেছিল যে এই পৃথিবীয় যেখানে দুষ্ট মানুষে পরিপূর্ণ সেখানে লোকেরা ঈশ্বরের পুত্রের উপর বিশ্বাস করবে, তাদের ত্রাণকর্তা হিসেবে তাঁকে গ্রহণ করবে, যিনি নিজে যিরূশালেমে ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন? কিন্তু তাদের সকল চিন্তা ও কল্পনাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তিনি লোকদের কাছে গৃহীত হয়েছেন।

[৬] তাঁর স্বর্গে গমনের মাধ্যমে তিনি সম্মানের সাথে উর্ধ্বলোকে গৃহীত হয়েছেন। এই ধরণের কাজ তারা আগে করতো কারণ তখন তাদের বিশ্বাস ছিল পার্থিব বিষয়ের উপর। কিন্তু এটাকে শেষে ফেলা হয়েছে কারণ এটা ছিল তাঁর গৌরবের মুকুট, কারণ এটা শুধুমাত্র তার পুনরুত্থানকে বুঝায় না, কিন্তু এর মানে হল, তিনি যে ঈশ্বরের ডান পাশে বসেছেন এবং জীবিত আছেন; আমাদের জন্য সুপারিশ করছেন এবং তিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী। যারা স্বধর্ম ত্যাগ করেছে তিনি তাদের সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বলছেন, তাদের দ্বারা খ্রীষ্টের স্বর্গে গমন প্রত্যাখ্যাত হবে এবং তারা তাদের মন্দ কাজের দ্বারা খ্রীষ্টকে স্বর্গ থেকে নামিয়ে আনতে চায়। দেখুন, প্রথমত: যিনি রক্ত মাংসের মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন তিনি প্রভু ছিলেন। তিনি সত্যিকারে এবং সত্যের প্রভু ছিলেন, তিনি স্বভাবে প্রভু ছিলেন, এবং তিনি প্রভু শুধুমাত্র কাজের জন্য নয়, তাঁকে বিশ্বয়কর করে সৃষ্টি জন্যও।

দ্বিতীয়ত: ঈশ্বর রক্ত-মাংসের মানুষ হলেন, সত্যিকারের মানুষ হলেন। তিনি নিজেকে মানুষের মত করলেন (ইব্রীয় ২:১৪ পদ)। কি বিশ্বয়কর বিষয়, সমস্ত মানুষ পাপী হওয়ার পর তিনি রক্তমাংসে মানুষ হলেন এবং যদিও তিনি নিজে মাতৃগর্ভ থেকেই পবিত্র ছিলেন।

তৃতীয়ত: এর সকল শাখা ও প্রশাখায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি বিশ্বয়কর বিষয় যা খ্রীষ্টের মানব হিসেবে আগমন থেকে স্বর্গে গমন পর্যন্ত বিস্তৃত।

চতুর্থত: তাঁর মানুষ হওয়া একটি আশ্চর্য বিষয়, আমাদের সকলেরই তাঁকে ভক্তিশ্রদ্ধা করা উচিত এবং ধার্মিকভাবে বিশ্বাস করা দরকার এবং আগ্রহের সংগে এটাকে আবিষ্কার করা অথবা আমাদের এই বিষয়ে ইতিবাচক ব্যবহার ও দৃঢ় মনোভাব থাকা দরকার, এবং এছাড়াও পবিত্র বাক্য আমাদের মধ্যে প্রকাশ করা।

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ৪

পৌল এখানে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন:

১. খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ত্যাগ করা একটি মৃত্যুমুখী পাপ (১-৩ পদ);

২. তিনি খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের স্বাধীনতার বিষয় শিক্ষা দিয়েছেন (৪, ৫ পদ);

৩. তিনি তীমথিকে বিভিন্ন বিষয়ে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি যেন নিজেকে করেন, নিজের শিক্ষাকে সম্মান করেন এবং তাঁর লোকদের যত্ন নেন (৬ পদ)।

১ তীমথিয় ৪:১-৫ পদ

এখানে আমরা পরবর্তী সময়ের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের বিশ্বাস বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী দেখতে পাই যা তিনি একটি প্রত্যাশিত বিষয় এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের মধ্যে এমনটি নিশ্চিত ঘটবে বলে উল্লেখ করেন (২ থিষলনীকীয় ২ অধ্যায়)।

১. পূর্বের অধ্যায়ে আমরা ভাল দিয়ে শেষ করেছি; সুতরাং এই অধ্যায়ের শুরুতেই অনৈতিক বিষয় সংযোজন খুবই সুন্দর হয়েছে: পবিত্র আত্মা এই কথা বলছেন যে, পরবর্তী সময়ে অনেকেই বিশ্বাসের পথ থেকে সরে যাবে। যেখানে তিনি পুরাতন নিয়মের পবিত্র আত্মা এবং নতুন নিয়মের ভাববাদীদের পবিত্র আত্মা অথবা উভয়কে বুঝিয়েছেন। খ্রীষ্ট যীশু বিরোধীদের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী এবং যীশুও পক্ষের লোকদের মনে করিয়ে দিয়েছে যে, তিনি পবিত্র আত্মা থেকে এসেছিলেন। লোকেরা যে বিশ্বাস থেকে সরে যাবে সেই বিষয়ে খুলাখুলি ভাবে বলছেন এবং সত্যিকারের ঈশ্বরের উপাসনার বিষয়ও বলছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণী পরবর্তী সময়ে পূর্ণ হয়েছিল, যখন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেজন্য এটাকে পরবর্তী সময় বলা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মণ্ডলীতে অনৈতিকতা আরম্ভ হয়েছে। কিছু লোক বিশ্বাস থেকে সরে গেছে, অথবা, সেখানে কিছু লোক ধর্মান্তরিত হয়েছে। কিছু সংখ্যক, কিন্তু সকলে নয়; এই খারাপ সময়ে যৎসামন্য হলেও ঈশ্বরের অনুগ্রহ দরকার। ‘পবিত্র লোকদের কাছে যে বিশ্বাস চিরকালের জন্য সমর্পণ করা হয়েছে তার পক্ষে প্রাণপণ চেষ্টা করতে তোমাদের উৎসাহ দিয়ে কিছু লেখা আবশ্যক’ (যিহূদা ৩ পদ)। ‘প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করো না, বরং আত্মাগুলোকে পরীক্ষা করে দেখ, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কি না; কারণ অনেক ভণ্ড ভাববাদী পৃথিবীতে বের হয়েছে’ (১ যোহন ৪:১ পদ)। এখানে যা বলা হয়েছ তা হল অনুরাগী হও, কিন্তু যারা

আত্মাকে জাহির করে তাদের সবাইকে বিশ্বাস করো না। এখন লক্ষ্য করুন:

১) ধর্মান্তরের বড় নজির হল শয়তানের মতবাদের উপর মনোযোগ দেওয়া অথবা শয়তানকে জানা; আর সেটা হল ঐ সকল মতবাদ যা প্রেরিতদের ও স্বর্গদূতদের এবং অক্ষয় ঈশ্বর ও মরণশীল মানুষের মধ্যবর্তী দেবতাদের বিষয়ে। যেমন– যাকে শয়তান বলা হয় তার চক্রের মধ্যে থেকে তার উপাসনা করা। এখন এগুলো রোমান মণ্ডলী সরাসরি অনুমোদন করেছে এবং ধর্ম ত্যাগের এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ। যারা সাক্ষ্যমর হয়েছে সম্মান দেখানোর জন্য তাদের দেহের ধ্বংসাবশেষ মন্দিরের মধ্যে স্থাপন করেছে। বেদি নির্মাণ, ধুপ জ্বালানো, প্রতিকৃতি উৎসর্গ, মন্দির নির্মাণ, এবং মৃত ধর্মগুরুদের নামে উপাসনা এবং প্রশংসা-গান করা ইত্যাদি। এগুলো আসলে পরজাতীয়দের মতবাদ যা তারা তাদের পূর্বপুরুষ থেকে পেয়েছে।

২. সুযোগ সুবিধাদান ও প্রলোভিত করার মাধ্যমে তারা ধর্মান্তরিত ও প্রতারিত করতো।

(১) যারা মিথ্যা কথা বলে এবং শয়তানের চেলা ও তারা ভণ্ডামী করে এই কাজ করতো। তারা মিথা, জালিয়াতি ও আশ্চর্য কাজ জাহির করে তাদের প্রতারিত করতো (৫:২ পদ)। তারা ভণ্ড, খ্রীষ্টের সম্মান নিয়ে ব্যবসা করে এবং সেই সাথে তাঁর অভিষিক্ত সকল সেবা কাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে এবং তাঁর সকল নিয়ম-কানুন ভাংগে ও জাল করে। তারা ভণ্ডামী করে ও তাদের বিবেক শুকিয়ে গেছে এবং তারা তাদের প্রধান আদর্শ সততা ও নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছে। যদি একজন মানুষ তার বিবেককে দৃঢ় করতে না পারে তাহলে সে তার নৈতিকতা দ্বারা সজ্জিত হতে পারে না; সে তার ঐতিহ্যগত বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে পারে না। সে নম্রতা ও মমতা দ্বারা নিজেকে চালিত করতে পারে না এবং মণ্ডলীর পক্ষে প্রচারের সময় রাগ ও ক্রোধের পোশাক দ্বারা নিজেকে আবৃত করে।

(২) তাদের চরিত্রের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল তারা বিবাহ করতে নিষেধ করা। তারা পুরোহিতদের বিবাহ করতে নিষেধ করে এবং বিবাহের বিরুদ্ধে জোর প্রচার চালায় যদিও ঈশ্বর বিবাহের আদেশ দিয়েছেন। তারা মাংস খেতে নিষেধ করে এবং মানুষের বিবেকের স্বাধীনতা খর্ব করার জন্য তারা বিভিন্ন সময় ও ঋতুতে ধর্মকর্মে বিরত থাকতে বাধ্য করে।

৩. সমস্ত বিষয়য়াদি থেকে দেখা যায়:

(১) পরবর্তী সময়ে ধর্মান্তর আমাদের হতবাক করে না কারণ পবিত্র আত্মা এই বিষয়ে আগেই বলেছিলেন যে এটা ঘটবে।

(২) পবিত্র আত্মা নিজেই ঈশ্বর, অন্যথায় সে ভবিষ্যতে কি ঘটবে তা নিশ্চিত করে বলতে পারতেন না; রাগ, আবেগ ও লোভের উপর নির্ভরতার জন্য যা আমাদের কাছ অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত।

(৩) পবিত্র আত্মার ভবিষ্যদ্বাণী ও অবিশ্বাসীদের কথার মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। কারণ পবিত্র আত্মা সবসময় জোর দিয়ে বলে এবং অবিশ্বাসীর বক্তব্য সবসময় সন্দেহপূর্ণ ও অনিশ্চিত।

(৪) এভাবে চিন্তা করা সহজ যে, এই ধরনের সাধারণ বিরোধিতার সবগুলো বিবেচনার বিষয় না তবে কিছু সংখ্যক মাত্র।

(৫) আত্মার জাহির করা ভণ্ড ও প্রতারকদের জন্য খুব সাধারণ বিষয়। এর মধ্যে দিয়ে এটা খুব ভালভাবে অনুমান করা যায় যে, সকলেই তার দ্বারা প্রভাবিত হতো যে, পবিত্র আত্মা তাদের মধ্যে কাজ করছেন।

(৬) মানুষ যাতে বিশ্বাস থেকে সরে যেতে না পারে সেজন্য তাদের অবশ্যই শক্তিশালী করা ও তাদের বিকেবকে আগেই সীল করা হয়েছে এবং তাদেরকে পাশে টেনে নেওয়া হয়েছে।

(৭) লোকেদের বিশ্বাস থেকে সরে যাওয়ার চিহ্ন হল তারা ঈশ্বরের নিষেধকৃত কাজে যোগ দেয় যেমন: তারা প্রেরিত, স্বর্গদূত অথবা মন্দ আত্মার উপাসনা করে; এছাড়াও, ঈশ্বর যা আদেশ করেছেন তারা তা করতে নিষেধ করে যেমন: বিবাহ ও মাংস খাওয়া।

৪. তাদের লোক দেখানো রোজার বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। শিষ্যরা খ্রীষ্ট যীশুর উম্মতদের স্বাধীনতার বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন যা আমরা ঈশ্বরের দেওয়া সব সৃষ্টি ব্যবহার করে সুসমাচারের মধ্যে থেকেই আনন্দ উপভোগ করতে পারি। এটা হল, যেখানে ব্যবস্থার বিধানে শুচি ও অশুচি খাবারের বিষয়ে পার্থক্য করা হয়েছে (এই ধরনের ক্ষেত্রে কোন্ কোনটা খাওয়া যাবে এবং কোন্টা খাওয়া যাবে না); বর্তমানে এই ব্যবস্থার বাধা নিষেধ আর নেই এবং আমরা কোন কিছুকে শুচি বা অশুচি বলতে পারি না (প্রেরিত ১০:১৫ পদ)। এখানে দেখুন,

১) ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা থেকেই আমরা আমাদের সমস্ত খাবার পাই: আমরা এর সমস্ত কিছু তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি এবং তা তাঁর জন্যই ব্যবহার করা উচিত।

২) এই সকল সৃষ্টির পিছনে ঈশ্বরের বিশেষ উদ্দেশ্য হল যারা ঈশ্বরের সত্যকে জানে ও বিশ্বাস করে অর্থাৎ যারা সত্যিকারের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী যাদের ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি কুলের উপরে অধিকার দিয়েছেন যেখানে অন্য সকলের সাধারণ অধিকার আছে।

৩) ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তা ধন্যবাদের সংগে গ্রহণ করা উচিত। আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের অশেষ দানকে অস্বীকার করবো না এবং অকৃতজ্ঞের মত বলবো না যে, ঈশ্বর কিছুই সৃষ্টি করেন নি; এবং আমরা ধন্যবাদের সংগে ঈশ্বরের সকল সৃষ্টিকে গ্রহণ করবো এবং ঈশ্বরের সৃষ্টির ক্ষমতা সম্পর্কে জানব যা প্রচুর পরিমাণে আমাদের দিয়েছেন: ঈশ্বরের সকল সৃষ্টি সুন্দর এবং কোন কিছুকে অস্বীকার করা যাবে না (৪ পদ)। আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত মাংস ভোজনের ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে; তার মধ্যে যিহূদীদের যে সকল প্রাণীর মাংস অশুচি বলে খাওয়া নিষিদ্ধ ছিল; কিন্তু সেই সকল আমাদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য হালাল করা হয়েছে; কারণ ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি সুন্দর। দেখুন, ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি আমাদের কাছ আরো সুন্দর ও আনন্দের যখন আমরা তা ধন্যবাদের সংগে গ্রহণ করি। কারণ, সমস্ত খাবারই প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা পবিত্রিকৃত হয় (৫

পদ)। এটি একটি প্রত্যাশার বিষয় যে, আমাদের শান্তির জন্য পবিত্র করণের ব্যাপার আছে। এখন তারা আমাদের কাছে পবিত্রকৃত।

(১) ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শুধুমাত্র এর অনুমোদন বুঝায় না কিন্তু এ ব্যাপারে আমাদের ব্যবহারে স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। কিন্তু খাবারের ব্যাপারে আমাদের যে প্রতিজ্ঞা দিয়েছেন তা আমাদের জন্য বড় একটি সুবিধা সৃষ্টি করেছে। আমাদের শান্তির জন্য তিনি এগুলো পবিত্রভাবে ব্যহারের জন্য আমাদের দিয়েছেন।

(২) আমাদের মাংস ভোজন প্রার্থনার দ্বারা আশীর্বাদে পরিণত হয়। ঈশ্বরের বাক্য পাঠ ও প্রার্থনা অবশ্যই আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে থাকবে এবং তারপর বিশ্বাসে আমরা সবকিছু করবো। এখানে দেখুন,

[১] সমস্ত সৃষ্টি ঈশ্বরের কারণ তিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর বলছেন, ‘বনের সমস্ত প্রাণী আমার এবং মাঠের সমস্ত বন্য প্রাণীও আমার’ (গীতসংহিতা ১, ১০, ১১ অধ্যায়)।

[২] ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি সুন্দর: ঈশ্বর সমস্ত সৃষ্টির পরে দেখলেন সবকিছু ভাল হয়েছে এবং ঠিকঠাক মত চলছে, তিনি দেখলেন, তা উত্তম হয়েছে (আদিপুস্তক ১:৩১ পদ)।

[৩] ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টি আমাদের ভরণপোষণ করার জন্য সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ শুধু রুটিতেই বাঁচে না, কিন্তু ঈশ্বরের প্রত্যেকটি বাক্যের জন্যই বাঁচে (মথি ৪:৪ পদ) এবং এজন্য কোন কিছু অস্বীকার করা যাবে না।

[৪] এজন্য আমাদের প্রার্থনার মাধ্যমে তাঁর আশীর্বাদ চাওয়া দরকার এবং তাঁর সৃষ্টি পবিত্র করার জন্য প্রার্থনার মাধ্যমে গ্রহণ করা উচিত।

১ তীমথিয় ৪:৬-১৬ পদ

সাধু পৌলের দায়িত্ব ছিল তীমথিকে খ্রীষ্টীয় মানসিকতায় গড়ে তোলা এবং যিহূদী ভ্রান্ত শিক্ষকেরা যাতে বিশ্বাসীদের ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে তার ব্যবস্থা করা। দেখুন, যারা তাদের সেবার কাজে ধার্মিক তারাই উত্তম বিশ্বাসী; এর মানে এই নয় যে, তারা শুধু নতুন নতুন তথ্য শিক্ষা লাভ করবে; কিন্তু তারা যে সকল শিক্ষা পেয়েছে এবং শিষ্যদের কাছ থেকে শুনেছে সেগুলো মনে রেখে অবিশ্বাসীদের মধ্যে তা প্রচার করবে। যাহোক, ‘যদিও তুমি সেগুলো জান তারপরও আমি সেগুলো তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিতে অবহেলা করছি না’ (২ পিতর ১:১২ পদ)। ‘কোন কোন সময় আমি মনে করে দিয়ে তোমার খাঁটি বিশ্বাসকে আরো শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছি’ (২ পিতর ৩:১ পদ)। ‘কিন্তু যদিও তোমরা এ সব বিষয় একবারে জেনেছ, তবুও আমার বাসনা এই, যেন তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিই’ (যিহূদা ৫ পদ)। তুমি জান যে, শিষ্যরা এবং পরিচর্যাকারীরা বিশ্বাসীদের প্রকৃত শিক্ষাগুলো মনে করে দেওয়াকে তাদের প্রধান কাজ হিসেবে নিয়েছে; কারণ ঈশ্বরের বিষয়

আমরা খুব শীঘ্র ভুলে যাই এবং সহজে মনে রাখতে পারি না। বিশ্বাসে ও উত্তম শিক্ষায় তাদের বৃদ্ধির জন্য তোমাকে সেখানে রাখা হয়েছে। দেখুন,

১. এমন কি পরিচর্যাকারীর নিজেরও যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে জ্ঞানে বৃদ্ধি লাভ করতে হবে এবং তার প্রকৃত শিক্ষাও জানতে হবে; তারা অবশ্যই বিশ্বাসে বাক্যের শিক্ষা পেয়ে বেড়ে উঠবে।

২. পরিচর্যাকারীর শিক্ষা লাভের একটি উত্তম উপায় হল তাদেরকে অবিশ্বাসী ভাইদের মাঝে প্রচার কাজে নিযুক্ত করা কারণ আমরা যখন অন্যদের শিক্ষা দেই তার মধ্যে দিয়ে নিজে বেশি শিখি।

৩. যে সকল পরিচর্যাকারীরা অবিশ্বাসী ভাইদের শিক্ষা দেয় কিন্তু নিজেরা অবিশ্বাসীদের ন্যায় আচরণ করে তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী নয়।

১) এখানে ধার্মিকতার বিষয়ে তার ও অন্যদের উপর চাপ দেওয়া হয়েছে: ‘অপবিত্রতা ও পৌরাণিক গল্পকথা বাদ দাও’ (৫:৭ ও ৮ পদ); যিহূদী সংস্কৃতিতে ঐরকম অনেক গল্প ছিল এবং কিছু লোক ঐ সকল গল্প দ্বারা মণ্ডলী পূর্ণ করেছিল। কিন্তু এর পরিবর্তে তাদের মধ্যে ধার্মিকতার চর্চা করা প্রয়োজন। যারা ধার্মিক তারা অবশ্যই ধার্মিকতার মধ্যে চলবে। ধার্মিকতার প্রধান শর্ত হল তা চর্চা করা। শরীর চর্চা অল্প ফল দেয় অথবা অল্প সময় স্থায়ী হয়। মাংস খাওয়া ও বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা তার মত যারা সেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে কৃচ্ছ্রসাধন করে এবং নিজে থেকে এড়িয়ে চলে তথাপি এর ফল অল্প এবং তাদের অল্প হিসাব দিতে হবে। আমাদের কি লাভ হবে যদি আমরা দেহে কৃচ্ছ্রসাধন করিষ্থীয় কিন্তু পাপের কৃচ্ছ্রসাধন না করি? দেখুন,

১. ধার্মিকতার দ্বারা আমরা মহান দান পেতে পারি: এ দানগুলো আমরা সারা জীবন ব্যবহার করতে পারি; কারণ এর প্রতিজ্ঞা হল জীবন যা আমরা পাচ্ছি এবং ভবিষ্যতেও পাব।

২. প্রতিজ্ঞার উপরেই ধার্মিকতার ফল নির্ভরশীল: প্রতিজ্ঞা ধার্মিক লোকদের জন্য করা হয়েছে তাদেরকে জীবনের সংগে সংযুক্ত করার উদ্দেশ্যে যা এখানে পাচ্ছি এবং বিশেষত যা ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে। পুরাতন নিয়মের অধীনে প্রতিজ্ঞা ছিল মূলত: ক্ষণস্থায়ী আশীর্বাদ, কিন্তু নতুন নিয়মের অধীনে প্রতিজ্ঞা হল আত্মিক এবং অনন্তকালীন আশীর্বাদ। যদিও ঈশ্বরের লোকের জন্য এখন এখানে সামান্য ভাল জীবন রাখা হয়েছে; তথাপি তা তাদের জন্য ভবিষ্যতের জন্য আরও সুন্দর জীবন রাখা হয়েছে।

৩. শিষ্যদের সময়েও সেখানে অপবিত্রতা ও পৌরাণিক গল্পকথা প্রচলিত ছিল এবং সেখানে তীমথি ছিলেন একজন আশ্চর্য মানুষ যে ঈশ্বরের বাক্যের বাইরে যেতেন না এবং অপবিত্রতাকে ঘৃণা করেছেন।

৪. এটা যথেষ্ট নয় যে, আমরা অপবিত্রতা ও পৌরাণিক গল্পকে এড়িয়ে চলবো; কিন্তু আমাদের জীবনে অবশ্যই ধার্মিকতার চর্চা থাকতে হবে। আমরা শুধু মন্দ কাজ থেকে দূরে

থাকব না তা নয়, কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে ভাল কাজ অবশ্যই করবো (যিশাইয় ১:১৬ ও ১৭ পদ)।

৫. যারা সত্যিকারের ধার্মিক তারা অন্ততঃ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না; যারা দৈহিকভাবে ধার্মিকতার চর্চা করছে তাদের জন্য কি আসছে তা তাদের জানা দরকার, কারণ ধার্মিকতার জন্য ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা রয়েছে।

১) ধার্মিকতার পথে চলার জন্য এবং ধার্মিকতা চর্চা করার জন্য আমাদের যে উৎসাহ আছে তার সাথে যে সমস্যা ও নিরুৎসাহের বিষয় আছে যার মুখোমুখি আমরা হই তাতে আমরা হতবাক নই। তিনি বলেছেন, এর সমস্ত কিছুই এমন লাভজনক যে, অনন্ত জীবনের প্রতিজ্ঞা আমরা পেয়েছি (৮ পদ)। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে লাভ আমরা পাই তা কি ক্ষতিপূরণ করতে পারবে? যদি তা করতে না পারে তাহলে তা লাভ নয়। হ্যাঁ, আমরা নিশ্চিত এটা তা করতে পারবে। এখানে পৌল বিশ্বস্তভাবে বলছেন, সকল গ্রহণীয়তার অর্থ হল– ঈশ্বরের সেবায় এবং ধর্মীয় কাজে আমাদের পরিশ্রম ও ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা হবে যদি আমরা খ্রীষ্ট যীশুর জন্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকি। সুতরাং আমাদের শ্রম ও দুঃখ-কষ্ট, নিন্দা আমরা যা পাব তার তুলনায় কিছুই না কারণ আমরা জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছি (৫:১০ পদ)। দেখুন,

১. ধার্মিক লোকেরা অবশ্যই পরিশ্রম করবে এবং নিন্দা সহ্য করবে এবং ভাল কাজ করবে এবং সেই সাথে দুঃখ-কষ্ট প্রত্যাশা করবে: এই পৃথিবীয় আমাদের প্রত্যাশা হবে নির্যাতন ও সমস্যা এবং তা শুধু সাধারণ লোকদের জন্য নয়, পুরোহিতদের জন্য একই রকম।

২. যারা জীবন্ত ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করে তাঁর সেবা ও ধর্মীয় কাজের জন্য পরিশ্রম ও নিন্দা সহ্য করে তারা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হবে না। তাদেরকে উৎসাহ যোগাও যে, আমরা জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এইজন্য উৎসাহ যোগাতে হবে যে, আমাদের পরিশ্রমের মজুরিদাতা হলেন একজন জীবন্ত ঈশ্বর; যিনি নিজেই চিরজীবন্ত এবং যারা তাঁর সেবা করে তাদের জন্য তিনি জীবন্ত ঝর্ণা। খ্রীষ্টের জন্য আমাদের সমস্ত সেবা কাজে এবং দুঃখ-কষ্টে যা উৎসাহ যোগায় তা হল এই যে, তিনি সমস্ত মানুষের পরিত্রাণকর্তা।

(১) তিনি তাঁর ক্ষমতায় তাঁর লোককে রক্ষা করেন এবং জীবনের বৃদ্ধি দান করেন।

(২) তাঁর একটি সাধারণ মঙ্গল ইচ্ছা সকল মানুষের জন্য অনন্তকালীন পরিত্রাণ নিয়ে এসেছে; যতদূর সম্ভব এই যে, তার ইচ্ছা নেই যে, একজন মানুষও যেন ধ্বংস হয়; কিন্তু সকলেই তাঁর কাছ অনুশোচনা করতে আসবে। পাপী ধ্বংস হোক এটা তিনি চান না; অতএব, সকল মানুষের পরিত্রাণকর্তা চান না যে, কেউ হতাশ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়। এখন যদি তিনি সকল মানুষের পরিত্রাণকর্তা হয়ে থাকেন; তাহলে আমাদের নিশ্চিত জানা উচিত যে, যারা তাঁকে গ্রহণ করে এবং তাঁর সেবা করে তিনি তাদের পুরষ্কারদাতা হবেন। যদি সকল সৃষ্টির জন্য তাঁর এই ধরণের মঙ্গল ইচ্ছা থেকে থাকে তাহলে যারা তাঁর মধ্যে দিয়ে নতুন সৃষ্টি হয়েছে বা যাদের নতুন জন্ম হয়েছে তাদের তিনি মঙ্গল করবেন। তিনি সকল মানুষের পরিত্রাণকর্তা, কিন্তু বিশেষত যারা তা বিশ্বাস করে এবং তিনি তাদের

জন্য পরিত্রাণ সংরক্ষণ করছেন যারা বিশ্বাস করে যে, তিনি তাদের কাজের ও দুঃখ-কষ্টের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন। এখানে আমরা দেখি,

[১] একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর জীবন হল পরিশ্রম এবং দুঃখ কষ্টের। আমরা পরিশ্রম ও দুঃখ-কষ্ট করি।

[২] সুতরাং আমরা দুঃখকে প্রত্যাশা করতে পারি এবং আমরা যে তিরস্কার লাভ করিখ্রীষ্টীয় তা এই জীবনে আমাদের মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসে কারণ আমাদের কাজ হল বিশ্বাস এবং পরিশ্রম হচ্ছে ভালবাসা।

[৩] সত্যিকারের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর জীবন্ত ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখে। জীবন্ত ঈশ্বর ছাড়া মানুষ যদি অন্য কোন কিছুতে বিশ্বাস করে তবে তারা অভিশপ্ত হবে এবং যারা তাঁর উপরে বিশ্বাস করে তারা কখনও লজ্জিত হবে না। সেজন্য সব সময় তাঁর উপর আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে।

[৪] ঈশ্বর সকল মানুষের সাধারণ মুক্তিদাতা, সেহেতু তিনি তাদের একটি স্বাধীন দেশে রাখবেন; কিন্তু তিনি সত্যিকারের বিশ্বাসীদের বিশেষ মুক্তিদাতা; এটাকেই সাধারণ ও বিশেষ মুক্তি বলা হয়ে থাকে।

১. তিনি তীমথিকে একটি পরামর্শ দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করেছেন।

১) এগুলো তাদের নির্দেশ দাও এবং শিক্ষা দাও যা তিনি তাঁকে শিক্ষা দিয়ে ছিলেন। “তাদেরকে ধার্মিকতার চর্চা করে চলার জন্য আদেশ দাও, এর লাভ সম্বন্ধে তাদের শিক্ষা দাও; এবং এতে যদি তারা ঈশ্বরের সেবা করে তাহলে তারা একজনের সেবা করে যিনি তাদের বের করে আনতে সক্ষম।”

২) ধার্মিকতা ও বিচক্ষণতায় তাঁকে পরিচালিত করা যা সম্ভবত তাঁকে সম্মানিত করবে; তুমি যুবক বলে কেউ যেন তোমাকে তুচ্ছ না করে: “যুবক বলে কেউ যেন তোমাকে তিরস্কার না করে; তুমি যুবক বলে কাউকে তিরস্কার করার সুযোগ দিয়ো না।” মানুষের যুবক অবস্থা তিরস্কৃত হবার জন্য নয়, যদি না তারা যুবক বয়সের মন্দ কাজ ও পাপ দ্বারা নিজেকে তিরস্কৃত করে তেলে।

২. একটি ভাল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রভুর শিক্ষা নিশ্চিত কর: তুমি বিশ্বাসীদের কাছ দৃষ্টান্ত হও। দেখুন, যারা ঈশ্বরের বাক্য দ্বারা শিক্ষা দেয় তারা নিজের জীবন দিয়ে শিক্ষা দিক; অন্যথায় তারা যা অন্যদের সংগে নিয়ে গড়ে তুলেছে তা এক হাতে টেনে নামাবে: তারা অবশ্যই কথা ও কাজ উভয়ে দ্বারা দৃষ্টান্ত হবে। তাদের বক্তব্য অবশ্যই আত্মিক হতে হবে এবং তা একটি ভাল দৃষ্টান্ত হবে। তাদের কথাবার্তা হবে হৃদয়স্পর্শী এবং তা হবে একটি ভাল দৃষ্টান্ত। তারা ভালবাসায় অবশ্যই সকলের দৃষ্টান্ত হবে অথবা ‘ঈশ্বরকে এবং সমস্ত ভাল মানুষকে ভালবাসো, আত্মায় দৃষ্টান্ত হও।’ এটা হল আত্মিক মানুষিকতা ও আত্মিক উপাসনা; বিশ্বাসে তা হল খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের প্রকাশ এবং পবিত্রতা বা আত্মার বিশুদ্ধতা।

৩. তিনি তীমথিকে অধ্যয়নের দায়িত্ব দিচ্ছেন: ‘যতক্ষণ আমি না আসি, পড়াশোনায় মন দাও, পরামর্শ মেনে চল, তত্ত্ব জ্ঞান লাভ কর, এবং এই সকল বিষয়ের উপরে মনযোগ দাও’ (পদ ১৩)। যদিও তীমথির মধ্যে বিশেষ দান ছিল তথাপি তিনি এটাকে সাধারণ মনে করেছেন। অথবা হতে পারে এর দ্বারা তিনি জনসম্মুখে ঈশ্বরের বাক্য পাঠকে বুঝিয়েছেন; সে অবশ্যই পাঠ করবে ও পরামর্শ করবে; অর্থাৎ পাঠ ও ব্যাখ্যা করবে, যা পাঠ করেছে তা তাদের ব্যাখ্যা করে শোনাবে। তীমথি অবশ্যই তা ব্যাখ্যা করবে এবং লোকদের পরামর্শ আকারে এবং তাত্ত্বিকভাবে তা লোকদের বিতরণ করবে। সে তাদের অবশ্যই শিক্ষা দিবে, কি তাদের করণীয় এবং কি তাদের বিশ্বাস করতে হবে তা তাদের দেখিয়ে দেবে। দেখুন,

(১) প্রচারক যা নিজে শিখেছে এবং করার আদেশ পেয়েছে তা অন্যদের শিখাবে এবং করার জন্য আদেশ দিবে। তারা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা জানার জন্য লোকদের নির্দেশ দিবেন (মথি ২৮:২০ পদ)।

(২) প্রচারকদের কাজের একটি ভাল উপায় হল খ্রীষ্ট যীশুর শিক্ষা প্রচার ও চর্চা করার সময় তিরস্কারের ভয় না করা। এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই যে, যদি কোন পরিচর্যাকারী প্রচার না করার জন্য অথবা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষার চর্চা করার একজন ভাল দৃষ্টান্ত না হওয়ার জন্য তিরস্কৃত হয়ে থাকে; অথবা তারা যা প্রচার করে তার বিপরীত আচরণ করে; তাহলে পরিচর্যাকারীরা তাদের শিষ্যদের জন্য মডেল হতে পারবে না।

(৩) যারা উত্তম পরিচর্যাকারী তারা তাদের কাজ ভালভাবে শেষ করতে পারে তারপর তারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করার দিকে মনযোগী হয় কারণ তারা সম্ভবত তাদের মেধার যাচাই করতে চায়; এবং যারা তাদের কাজের প্রতি মনযোগী তারা অধ্যয়ন, পরামর্শ ও মতবাদের প্রতি মনযোগী হয়।

৪. তিনি অবহেলার বিষয়ে সতর্ক করার জন্য দায়িত্ব দেন: অবহেলা করা কোন দান নয় যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে (৫:১৪ পদ)। যদি লোকেরা অবহেলিত হয় তবে সেখানে যাদের পরিচর্যা করার কথা ছিল তারা তা করে নি বলে ঈশ্বর তাদেরকে সাহায্য করে থাকেন। এখান থেকে বুঝা যায় যে, সেই পরিচর্যা কাজ করার জন্য মনোনীত ছিলেন। এই মনোনয়ন যদি পূর্বের হয়, তবে তিনি সাধারণভাবে অভিষিক্ত হয়েছিল, যদি পরবর্তী সময়ের হয়, তবে তার জন্য তা একটি বিশেষ বিষয় ছিল। এখানে অভিষেকের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা হস্তার্পন দ্বারা করা হয়েছিল এবং তা মণ্ডলীর বৃদ্ধ নেতাদের হস্তার্পন দ্বারা করা হয়েছিল। দেখুন, তীমথি মানুষের দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন। তা ছিল একটি বিশেষ দান। পৌলের হস্তার্পনের ফলে সেই অভিষেক তীমথির মধ্যে প্রবাহিত হয়েছে। কিন্তু সে মণ্ডলীর বৃদ্ধ নেতাদের হস্তার্পনের মাধ্যমে কাজে বহাল হয়েছে।

১) আমরা এটা লক্ষ্য করতে পারি যে, পরিচর্যা কাজের পদ একটি দান; তা খ্রীষ্ট যীশু দান করেছেন; যখন তিনি স্বর্গে আরোহন করেছেন সেই সময় তিনি মানুষের জন্য এই দান ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করেছেন এবং তিনি কিছু শিষ্য, কিছু পুরোহিত ও কিছু শিক্ষক

নিয়োগ দিয়েছেন (ইফিষীয় ৪:৮, ১১ পদ); এবং এটা ছিল তাঁর মণ্ডলীর জন্য একটি মহান দান।

(২) পরিচর্যাকারীরা যে দান পেয়েছে তাকে অবহেলা করা উচিত নয়। যেখানে আমরা এই দানের দ্বারা সেবা কাজ বুঝতে পারি অথবা সেবা কাজের যোগ্যতা সম্বন্ধে বুঝতে পারি। এটাকে কেউ অবহেলা করবে না অথবা কারো অবহেলা করা উচিত নয়।

(১) যদিও তীমথির ক্ষেত্রে পরিচর্যা কাজের দানের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, তথাপি এটা মণ্ডলীর বৃদ্ধ নেতাদের হস্তার্পনের দ্বারা সেই যুগে সাধিত হয়েছিল। সেখানে কিছু সংখ্যক বৃদ্ধ নেতা ছিল: মণ্ডলী তাকে এইভাবে পরিচর্যা কাজের সুযোগ দিয়েছিল। আমি এখানে মনে করিন্থীয় মণ্ডলীর বৃদ্ধ নেতাদের দ্বারা অভিষিক্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ আছে। সুতরাং দেখা যায় না যে, তীমথিয়ের অভিষেকের বিষয় পৌল জানতেন। এটা সত্যি যে, তীমথির মাথায় প্রাচীনদের হস্তার্পনের মাধ্যমে বিশেষ দান তাঁর মধ্যে এসেছিল (২ তীমথি ১:৬ পদ)। যদি তিনি তার অভিষেকের বিষয় জানতেন তাহলে বৃদ্ধ নেতারা উপেক্ষিত হতো না, সেজন্য তা নির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, মণ্ডলীর বৃদ্ধ নেতারা অভিষেক দানের জন্য উত্তরাধিকার প্রাপ্ত।

২. এই কাজের জন্য তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছে, তিনি অবশ্যই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে এই কাজের জন্য নিয়োগ করবে: "এগুলোতে সম্পূর্ণ মনযোগ দাও যেন কাজের ফল তুমি দেখতে পাও।" সে একজন জ্ঞানী লোক তথাপি তাঁকে অবশ্যই ফলাফল অর্জন করেত হবে এবং এটা দেখানোর জন্য যে, তিনি জ্ঞানে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখুন,

(১) পরিচর্যাকারী অবশ্যই ধ্যানে সময় দিবে। তারা অবশ্যই কিভাবে কাজ করবে ও কি কথা বলা উচিত সে বিষয়ে বিবেচনাশীল হবে। তাদের উপরে যে মহান দায়িত্ব দেওয়া আছে সেই বিষয়ে তারা ধ্যান করবে; অমর আত্মার অর্থ এবং মূল্য সম্বন্ধে তারা অন্তত কিছু সময় ধ্যান করবে।

(২) পরিচর্যাকারীরা অবশ্যই এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ মনযোগী হবে এবং তারা মনে করবে এগুলো তাদের প্রধান কাজ ও প্রধান কারবার। নিজেকে এগুলোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে নিমজ্জিত রাখবে।

(৩) এর মানে হল সব কিছুতে তাদের কাজের ফল দেখা যাবে এবং সকল ব্যক্তির মধ্যেও ফল দেখা যাবে; এটা তাদের জন্য জ্ঞান ও অনুগ্রহের মধ্যে লাভের একটি পথ এবং অন্যদের জন্যও লাভ।

৩. তিনি তাঁকে খুব সতর্ক থাকার উপর জোর দিয়েছেন: "নিজের বিষয়ে ও তোমার শিক্ষার বিষয়ে সাবধান হও, এই সমস্ত বিষয়ে স্থির থাক; কেননা তা করলে তুমি নিজেকে এবং যারা তোমার কথা শুনে তাদেরকেও রক্ষা করতে পারবে।" দেখুন,

(১) পরিচর্যাকারীরা নিরাপত্তার কাজে যুক্ত হয়েছে যা এটাকে উত্তম কাজে পরিণত করেছে।

(২) পরিচর্যাকারীর প্রথম কাজ হল নিজেদের রক্ষা করা: “নিজেদের রক্ষা করা হল প্রথম কাজ, সুতরাং যারা প্রভুকে জেনেছে তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার”।

(৩) প্রচারের লক্ষ্য হবে যারা তাদের প্রচার শুনছে তাদের পরিত্রাণ এবং অতঃপর তাদের নিজের আত্মার পরিত্রাণ।

(৪) উভয় দিক দিয়ে এগুলোর শেষ উত্তর হল নিজেদের সতেজ করা।

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ৫

এখানে প্রেরিত পৌল তীমথিয়কে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা হল:

১. তিরস্কার করার উপায় সম্বন্ধে তীমথিকে নির্দেশ (১, ২ পদ)।

২. যুবতী ও বৃদ্ধ বিধবাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া (৩ থেকে ১৬ পদ)।

৩. প্রবীনদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া (১৭ থেকে ১৯ পদ)।

৪. লোকদের দোষ দেখিয়ে দেওয়া (২০ পদ)।

৫. অভিষেকের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান (২১, ২২ পদ)।

৬. তার স্বাস্থ্য বিষয়ে পরামর্শ (২৩ পদ)।

৭. এবং মানুষের পাপের ভিন্নমুখী পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন (২৪, ২৫ পদ)।

১ তীমথিয় ৫:১-২ পদ

এখানে পৌল তীমথিকে নির্দিষ্ট করে অন্যদের দোষ দেখিয়ে দেবার কিছু নিয়ম-কানুন দিচ্ছেন এবং তাঁর মধ্য দিয়ে অন্যান্য পরিচর্যাকারীদেরকেও একই নিয়ম দিচ্ছেন। পরিচর্যাকারীরা তাদের পদের জন্যই অন্যদেও দোষ দেখিয়ে দেবার ক্ষমতা পেয়েছে। এটি তাদের দায়িত্বের একটি অংশ; যদিও তা পরিচর্যা দায়িত্বের জন্য একটি নিরানন্দজনক কাজ, তথাপি তারা বাক্য প্রচার করছেন দোষ দেখিয়ে দেবার ও তিরস্কার করার জন্য (২ তীমথি ৪:২ পদ)। কোন দোষী ব্যক্তির জন্য আমাদের দোষ দেখিয়ে দেওয়া একটি কঠিন কাজ তাদের বয়স অনুসারে, যোগ্যতা অনুসারে, এবং অন্যান্য পরিস্থিতির জন্য। সুতরাং মণ্ডলীর প্রবীনদেরকে পিতার মত ব্যবহার করতে হবে; এই ধরণের পার্থক্য করার জন্য মমত্ববোধ থাকতে হয় (যিহূদা ২২ পদ)। এখন নিয়ম হল,

১. প্রবীনদের দোষ দেখিয়ে দেবার সময় খুব নম্রতার সাথে ব্যবহার করতে হয় কারণ তারা বয়সে প্রবীন এবং দায়িত্বেও প্রবীন। তাদের ধার্মিকতা এবং অবস্থানের জন্য তারা অবশ্যই শ্রদ্ধার পাত্র; অতএব তাদের সরাসরি কিংবা সাময়িক দণ্ডপ্রাপ্তদের ন্যায় দোষারোপ করা যাবে না। কিন্তু, যেহেতু তীমথি নিজে একজন সুসমাচার প্রচারক অবশ্যই তাদের পিতার মত দেখবে এবং সেটাই হবে তাদের জন্য পছন্দনীয় কাজ এবং এর মাধ্যমেই তাদের উপর জয়ী হবে।

২. যুবকদের অবশ্যই ভাইয়ের ন্যায় ভালবাসায় এবং নম্রতার সাথে দোষ দেখিয়ে দিতে হবে; তাদের তিক্ত করো না কারণ তাতে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি অথবা ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ভাল করার উদ্দেশ্য নিয়ে দোষ দেখিয়ে দিতে হবে। যারা দোষী বলে সাব্যস্ত হয়েছে তাদের সাথে নম্রতায় দোষ দেখিয়ে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

৩. বয়স্ক স্ত্রীলোকদের দোষ দেখিয়ে দেবার মত যদি কোন কারণ থাকে তবে তা করবে, কিন্তু তাদের সাথে মায়ের মত ব্যবহার করতে হবে। হোশেয় ২:২ পদে বলা হয়েছে, “তোমারা বিবাদ কর, তোমাদের মাতার সহিত বিবাদ কর...।”

৪. যুবতী স্ত্রীলোকদের সমস্ত খাঁটি অন্তরে বোনের মত ব্যবহার করে দোষ দেখিয়ে দিতে হবে। যদি তীমথি এই পৃথিবীয় রক্তমাংস ও এর পাপের উপর একজন তীব্র কৃচ্ছ্রসাধক মানুষ তারপরও প্রেরিত পৌল তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

১ তীমথিয় ৫:৩-১৬ পদ

এখানে সেই সকল বিধবাদের সর্ম্পকে নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে যারা মণ্ডলীর কর্মী এবং মণ্ডলী যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিয়েছে: বিধবাদের সম্মান কর, যারা সত্যিকার অর্থে বিধবা। তাদেরকে সম্মান কর, এজন্য তাদের ব্যবস্থা করা এবং তাদের দায়িত্বের কাজ দাও। সেই সময়ে মণ্ডলীর মধ্যে নানা ধরণের সেবার কাজের পদ ছিল যেখানে বিধবারা কাজ করতো এবং সেখানে তারা মণ্ডলীর পরিচারদের নির্দেশে অসুস্থ রোগী ও বৃদ্ধদের দেখাশোনা করতো। আমরা দেখতে পাই মণ্ডলী গঠনের শুরুতেই বিধবাদের দেখাশোনার দায়িত্ব মণ্ডলী নিয়েছিল (প্রেরিত ৬:১ পদ)। সেখানে তাদের মধ্যে কথা উঠেছিল যে, গরীব বিধবারা তাদের প্রত্যাহিক ভরণপোষণের ক্ষেত্রে অবহেলিত হচ্ছে। একটি সাধারণ নিয়ম হল যে, সকল বিধবারা বাস্তবিক পক্ষে গরীব তাদের ভক্তি ও নম্রতার সাথে দেখাশোনা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা।

১. এটা অনুমোদিত ছিল যে, যে সকল বিধবা ধার্মিক ও ভক্তিশীল তারা শুধুমাত্র মণ্ডলী থেকে তাদের ভরণপোষণ পাবে আর যারা আরাম আয়েশে দিন কাটাতে চায় মণ্ডলী তাদের ভরণপোষণ করবে না (৫, ৬ পদ)। তীমথিকে বাস্তবিক পক্ষে বিধবাদের তালিকা তৈরি করতে বলা হয়েছে যেন তাদের দেখাশোনার ব্যয়ভার মণ্ডলী বহন করতে পারে। পরিচর্যাকারীকে ঈশ্বরের কাজের জন্য পৃথক থাকতে হবে। এটা তাদের দায়িত্ব। তারা ঈশ্বরের কাজের জন্য বিশ্বাসে পৃথকীকৃত হয়েছে। ঈশ্বর কোন কোন সময় তাঁর লোকদের পরীক্ষায় ফেলেন, যেন তাদের নির্ভর করার মত আর কিছুই না থাকে, যেন তারা ঈশ্বরের উপরে আরো বেশি নির্ভর রাখতে পারে। ‘বিধবার জীবন নিঃসঙ্গতার জীবন, তাদেরকে আমার উপরে নির্ভর করতে দাও’ (যিরমিয় ৪৯:১১ পদ) এবং তারা আনন্দ করবে যে, তাদের নির্ভর করার মত একজন ঈশ্বর আছেন। আবার বলছি, যারা ঈশ্বরে নির্ভর করে

তারা যেন সব সময় উপাসনায় ব্যস্ত থাকে। যদি বিশ্বাসের দ্বারা ঈশ্বরের উপর আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তাহলে আমরা তাঁর গৌরব অবশ্যই করব এবং আমরা তাঁর পরিচালার বাইরে চলবো না। হান্না বাস্তবে একজন বিধবা ছিলেন যিনি মন্দির ছেড়ে কখনো বাইরে যেতেন না (লূক ২:৩৭ পদ); কিন্তু উপবাস ও প্রার্থনার মাধ্যমে দিবারাত্রি ঈশ্বরের সেবা করতেন। কিন্তু সে বাস্তবে তাদের মত বিধবা ছিল না যারা আরাম আয়েশে দিন কাটায় (৬ পদ) অথবা যাদের চরিত্র খারাপ। একজন যুবতী বিধবা বাস্তবে বিধবাদের তালিকায় পড়ে না এবং তার দায়িত্ব মণ্ডলী নিতে পারে না। কারণ সে আনন্দে থাকতে চায়, স্বামী বেঁচে থাকতে যেমন আনন্দ করতো; সে মণ্ডলীর বিধবার তালিকায় থাকে পারে না। যারা বিধবা হয়েও মৃতের জীবদশার ন্যায় আনন্দে দিন কাটায় তারা মূলত আত্মিকভাবে মৃত, তারা সীমা লঙ্গনকারী ও পাপী। এই পৃথিবীতে তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই এবং বেঁচে থাকার শেষ ইচ্ছাকে তারা জীবন্ত কবর দেয়।

২. আরেকটি নিয়ম তিনি দিয়েছেন, যে সকল বিধবার অত্মীয়-স্বজন স্বচ্ছল এবং তারা তার দেখাশোনা করতে পারে তাদের দায়িত্ব মণ্ডলীর নেবার দরকার নেই। এই বিষয়টি পৌল বার বার উল্লেখ করেছেন (৪ পদ): যদি কোন বিধবার সন্তান অথবা ভাগ্নে-ভাগ্নি, ভাতিজা-ভাতিজি থাকে তবে তাদেরকে তাদের অভিভাবকের কাছ রাখতে হবে এবং মণ্ডলী তাদের ভার বহন করবে না (১৬ পদ)। এটাকে বলা হয় নিজ বাড়ির ধার্মিকতা প্রদর্শন অথবা তাদের নিজের পরিবারের ধার্মিকতা প্রদর্শন। দেখুন, পিতামাতার প্রতি সন্তানদের ভক্তি শ্রদ্ধা তাদের দেখাশোনার সাথে জড়িত বলে এটাকে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য বলা হয়। এটা তাদের পিতামাতার পুরস্কার। সন্তানেরা পিতামাতার কাছ থেকে যে পরিমাণ আদর-যত্ন পেয়েছে এবং পিতামাতা তাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট পেয়েছে, সন্তানেরা সেই ঋণ পর্যাপ্ত পরিমাণে পরিশোধ করতে পারে না। কিন্তু তাদের তা করার জন্য গভীর অনুরাগী হতে হয়। এটা সন্তানের অবিচ্ছেদ্য দায়িত্ব, যদি তাদের পিতামাতার সে রকম প্রয়োজন না হয় তবে তারা সন্তানকে এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারে, কারণ এই চরম ক্ষমতা ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন; নিজের পরিবারের লোকেরা যে নিজের বিধবাদের দেখাশুনা করবে তা ঈশ্বরের কাছে ভাল এবং গ্রহণযোগ্য কাজ। ফরীশীরা শিক্ষা দিত যে, গরীব পিতামাতাকে ভরপোষণ করার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল মন্দিরে দান করা (মথি ২৫:৫ পদ)। কিন্তু ব্যবস্থায় বলা হয়েছে, এটা পোড়ানো উৎসর্গ অথবা যে কোন উৎসর্গ অপেক্ষা উত্তম কাজ এবং ভাল ও গ্রহণযোগ্য উৎসর্গ। তিনি এই কথা আবার বলছেন (৮ পদ), যদি তারা তাদের নিজের লোকের কোন ব্যবস্থা না করে, যদি কোন পুরুষ কিংবা নারী তার গরীব আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনা না করে, তারা প্রভুর উপর বিশ্বাস থেকে সরে গেছে; কারণ খ্রীষ্ট যীশু মোশির ব্যবস্থার পূর্ণতা দিয়েছেন এবং বিশেষ করে পঞ্চম ব্যবস্থার পূর্ণতা দিয়েছেন যেখানে বলা হয়েছে 'পিতামাতাকে সম্মান কর'। সুতরাং যারা বিশ্বাস ভঙ্গ করে তারা এই ব্যবস্থাও ভঙ্গ করে। এছাড়া, যারা তাদের স্ত্রী ও সন্তানের দেখাশোনা করে না; যা দিয়ে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারতো তা যদি তারা তাদের কামনার মোহে ব্যয় করে, তারা তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে এবং তারা অবিশ্বাসীদের চেয়েও খারাপ। এই ধরণের যত্ন নেবার একটি কারণ এই যে, যারা ধনী তারা তাদের গরীব

আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনা করবে এবং মণ্ডলীর বোঝা হবে না (১৬ পদ); এর মানে হল যারা বাস্তবিক পক্ষে বিধবা তাদের সেবার সুযোগ তৈরি করা। দেখুন, ভালবাসার অপব্যবহার সত্যিকারের ভালবাসাকে বাধাগ্রস্থ করে। তারা অবশ্যই ভালবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্য বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিচক্ষণ হবে যাতে এটা ভুল জায়গায় পতিত না হয় যাদের এর কোন প্রয়োজন নেই। অথচ সেখানে আরো অনেকে আছে যাদের ভালবাসা পাওয়ার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে।

৩. তিনি বিধবাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যায় বিধবাদের মণ্ডলীর সেবাদানের ব্যবস্থা করা যায়: বিধবাদের বয়স ষাট বছরের নিচে হবে না, অথবা, যারা স্বামী কর্তৃক তালাক প্রাপ্ত বা দু'জনেরই ছাড়াছাড়ি হয়েছে এবং আবার বিবাহ করেছে; তাকে অবশ্যই একজন পুরুষের স্ত্রী হতে হবে অর্থাৎ সে গৃহীনী ছিল, আতিথিয়তা ও ভালবাসার জন্য তার সুনাম আছে এবং তার ভাল কাজের সুনাম আছে। দেখুন, মূলত যখন তারা খারাপ অবস্থার মধ্যে পতিত হয়েছে তখন তাদের রক্ষার জন্য দেখাশোনা করা; কারণ তাদের যখন ভাল উপায় ছিল, তারা যেকোন ভাল কাজ করার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই ধরনের উত্তম কাজ ভাল রমনীরা সঠিকভাবে করে থাকে। সে যদি সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে (সন্তান হল ঈশ্বরের দেওয় সম্পদ) যা ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল; কিন্তু, যদি তার নিজের সন্তান না থাকে তথাপি তিনি সন্তান গ্রহণ করে থাকেন। যদি তিনি বিদেশীদের খাবার খাওয়ান এবং প্রেরিতদের পা ধুয়ে দেন; যদি তিনি ভাল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এবং উত্তম সেবাকরীদের আপ্যায়ন করার জন্য আগ্রহ দেখিয়ে থাকেন, যখন তারা সুসমাচার প্রচার যাত্রায় ব্যস্ত ছিল। বন্ধুদের পা ধোয়ানো তাদের আপ্যায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। যখন কারো সামর্থ থাকে সে যদি কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে সাহায্য করে থাকে তাহলে এখনও তাকে সেই সাহায্য করতে হবে। দেখুন, যারা করুণার আশা করছে, যখন তারা দিশেহারা, তখন তাদের করুণা করা এবং যখন তারা অভাবের মধ্যে আছে তখন তাদের অভাব পূরণ করা উচিত।

৪. তিনি তাদের সতর্ক করেছেন যেন যাদের কোন সুখ্যাতি নেই তাদের অনুমোদন করার সময় যেন অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় (১১ পদ): যুবতী বিধবাদের পরিচর্যা কাজ থেকে দূরে রাখতে বলা হয়েছে। যুবতী বিধবারা তাদের মণ্ডলীর সেবা কাজে অসচেতন হবে এবং নিয়ম মেনে চলার ক্ষেত্রে অমনযোগী হবে যখন তাদের তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। সুতরাং তারা বিয়ে করবে এবং তাদের প্রথম বিশ্বাস পরিত্যাগ করবে। প্রভুর প্রতি প্রথম ভালবাসা সম্পর্কে পড়ুন (প্রকাশিত বাক্য ২:৪ পদ)। এখানে প্রথম বিশ্বাসের যে কথা বলা হয়েছে তা হল, মণ্ডলীতে যুক্ত হওয়ার সময় তারা যে ভাল আচরণ করবে বলে কথা দিয়েছে সেই বিশ্বাসে তারা যেন অটল থাকে। অন্যদিকে অন্যান্য শিষ্যরাও যুবতী বিধবাদের বিবাহ করার পরামর্শ দিয়েছেন (১৪ পদ)। বিষয়টি সম্পর্কে ডক্টর হোয়াইটবাই ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, "যদি বিবাহ না করার এই বিশ্বাস মণ্ডলীর সাথে প্রতিজ্ঞা করা বুঝায়, তাহলে এটাকে তাদের প্রথম বিশ্বাস বলা যাবে না।" এছাড়া, তারা আদর্শ হতে শিখবে এবং তারা যদি আদর্শ হতে না শিক্ষা করে তবে তারা বকবক করতে শিখবে (১৩ পদ)।

দেখুন, এটা কদাচিৎ দেখা যায় যে, যারা ভদ্র তারা শুধুই ভদ্রই হয়, আর যারা বাজে বকতে শিখে তারা অন্যের ব্যাপারে মাথা ঘামায় এবং প্রতিবেশীদের সংগে খারাপ আচরণ করে এবং ভাইদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। যারা এই ধরণের মনের বিশুদ্ধতায় সিদ্ধিলাভ করতে পারে নি তারা মণ্ডলীর সেবা কাজ করতে পারে না; সেজন্য তাদের বিবাহ দিতে এবং তারা সন্তানের মা হতে পরামর্শ দিয়েছেন (১৪ পদ)। দেখুন, যদি গৃহকর্তা তার কাজে মন না দেয়, কিন্তু বকবক করে, তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের নিন্দা করার সুযোগ দেয়, খ্রীষ্টান নামের দুর্নাম করে যার অনেক দৃষ্টান্ত সেখানে ছিল (১৫ পদ)। এই স্থানে আমরা শিখি,

১. প্রথম যুগের মণ্ডলীতে বিধবাদের দেখাশোনা করার রেওয়াজ ছিল এবং তাদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা তৈরি করা হয়েছিল। আজকের দিনের মণ্ডলীগুলোর এই ভাল দৃষ্টান্তকে অনুসরণ করা উচিত যদি তাদের সেই সামর্থ থাকে।

২. মণ্ডলীর সেবা বিতরণের মধ্যে অথবা সাহায্য দানের সময় জনগণের মঙ্গলার্থে খুব গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা দরকার কার সেই সেবা বেশি দরকার এবং কে বেশি পাওয়ার যোগ্য। প্রাথমিক মণ্ডলীতে সেই সকল বিধবাদের সাহায্যের জন্য আনা হতো না যাদের আপন জনেরা তাদের দায়িত্ব নিতে পারে। অথবা যাদের ভাল কাজের সুনাম ছিল না এবং যারা আরাম আয়েশে থাকতে চাইত: কিন্তু যুবতী বিধবারা পরিতাজ্য এই জন্য যে, তারা খ্রীষ্ট যীশুর বিরুদ্ধে পাপ করে থাকে এবং তারা বিবাহ করবে।

৩. খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সুনামের জন্য এবং খ্রীষ্টান মণ্ডলীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে যাদের চরিত্র ভাল এবং আচরণ ভাল কেবলমাত্র তাদের মণ্ডলীর কাজে নিয়োগ করা হতো। যদিও নিচু প্রকৃতির অথবা যে মণ্ডলী থেকে দান গ্রহণ করে, যদি তারা ভাল আচরণ না করে, কিন্তু বাজে বকে এবং অন্যের বিষয়ে মাথ ঘামায় তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে শত্রু তৈরি করে এবং অন্যদের তিরস্কার করে।

৪. খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের উদ্দেশ্য হল মণ্ডলীর লোকদের রক্ষা করা, বিশেষত দরিদ্র বিধবা স্ত্রীলোকদের রক্ষা করা; মণ্ডলী তাদের দায়িত্ব নিবে না যারা নিজেরা তাদের রক্ষা করতে পারে, যদিও তারা বাস্তবে বিধবা: তাদের ধনী আত্মীয়-স্বজনেরা তাদের বোঝা মণ্ডলীর উপর চাপিয়ে দিতে লজ্জা বোধ করতো; কিন্তু যাদের সন্তানাদি না থাকে তবে সেই মণ্ডলী তাদের দেখাশুনা করার দায়িত্ব নেয়। আর যাদের নাতী-নাতনী আছে, যারা তাদের বিধবাদের রক্ষা করতে সমর্থ তারা তাদের বিধবাদের দেখাশুনা করবে।

১ তীমথিয় ৫:১৭-২৫ পদ

এখানে যে দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা হল:

পরিচর্যাকারীদের পাওনা সম্বন্ধে শিক্ষা। প্রবীনদের অবশ্যই সেবা-যত্ন নিতে হবে যাতে

তারা সম্মানের সাথে চলতে পারে (১৭ পদ)। যে প্রাচীনেরা উত্তমরূপে শাসন করেন, বিশেষত যাঁরা বাক্য প্রচার করার ও শিক্ষাদান করার জন্য পরিশ্রম করেন, তাঁরা দ্বিগুণ সমাদরের যোগ্য বলে গণিত হবেন; বিশেষত যারা বাক্য প্রচারক অথবা বাক্যের শিক্ষা দেয়, যারা অন্যদের তুলনায় অধিক পরিশ্রম করে তারা দ্বিগুণ পাপ্য। দেখুন, প্রবীন নেতারা মণ্ডলী শাসন করতো এবং ঠিক একই রকম ভাবে শাসন করার কাজ করতো যারা প্রভুর বাক্য প্রচার করতো ও শিক্ষা দিতো। তারা শুধুমাত্র প্রচার করতো না, তারা মণ্ডলীর শাসন কাজের সঙ্গেও জড়িত ছিল কারণ দু'টি কাজই একই লোকের দ্বারা সম্পাদন করা হতো। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল মণ্ডলীর শাসনের কাজে কিছু কিছু প্রবীন সাধারণ বিশ্বাসীকে শিষ্যরা নিয়োগ করতো, তারা শুধু শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করতো কিন্তু বাক্যের শিক্ষা বা প্রচার করতো না; তারা মণ্ডলীর পরিচালনা সম্পর্কে অবগত ছিল, কিন্তু তারা বাক্য শিক্ষা দেওয়া ও অভিষেক কাজের ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত ছিল না। তবুও এই সাধারণ প্রবীন পরিচর্যাকারীরা দ্বিগুণ সম্মাননা পাবে। তারা মণ্ডলীতে বাপ্তিস্ম দেবার ক্ষেত্রে সাহায্য করতো এবং মণ্ডলীর শাসন কার্যেও সাহায্য করতো। প্রথম যুগের মণ্ডলীতে একজন বাক্য প্রচার করতো এবং অন্যজন মণ্ডলীর শাসন কার্যে নিয়োজিত থাকত, কিন্তু শাসন ও প্রচার একই ব্যক্তির দ্বারাও সম্পাদিত হতো; তবে শুধুমাত্র কিছু সংখ্যক পরিচর্যাকারী বাক্য প্রচার ও শিক্ষা দেওয়ার কাজে অন্যদের চেয়ে বেশি সময় দিতো। এখানে আমরা পাচ্ছি,

১) একজন পরিচর্যাকারী দু'টি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতো, তার একটি হল মণ্ডলীর শাসন করা, অপরটি হল ঈশ্বরের বাক্য প্রচার ও শিক্ষাদান করা। শিষ্যদের সময়ে মণ্ডলীর প্রবীন নেতাদের এটাই ছিল প্রধান কাজ।

২) যারা আদর্শ নয় তাদেরও সম্মান দেখাও; কিন্তু এই পরিশ্রমের কাজে যারা জড়িত তারা দ্বিগুণ সম্মান, দ্বিগুণ মূল্য এবং দ্বিগুণ ব্যবস্থাপনা পাবে। তিনি সম্ভবত বিদেশী প্রচারকদের সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য এই উদৃতিটি শাস্ত্র থেকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু, বিশেষত এই ক্ষেত্রে, মোশির ব্যবস্থার সাথে এর গভীর সম্পর্ক প্রকাশ করে। "শস্য মাড়াই করার সময়ে বলদের মুখে জালতি বেঁধো না" (দ্বিতীয় বিবরণ ২৫:৪ পদ)। গম মাড়াই করার কাজে পশু ব্যবহার করা হয়, যেহেতু তারা এই কাজ করে সেহেতু তাদের সেখান থেকে খাওয়ার অনুমতি থাকে। সুতরাং তারা অধিক পরিশ্রম করে, তাই তারা তাদের অধিক খাবার খায়। সেজন্য মণ্ডলীর প্রবীনদের ঈশ্বরের বাক্য প্রচার ও শিক্ষার জন্য অধিক পরিশ্রম করতে দাও কারণ যে পরিশ্রম করে সে খাবার পাওয়ার যোগ্য (মথি ১০:১০ পদ)। আমরা এই ক্ষেত্রে শিখি যে,

(১) ঈশ্বর ব্যবস্থার অধীনে এবং এখন সুসমাচারের অধীনে তাঁর পরিচর্যাকারীদের ভালভাবে বেঁচে থাকার বিষয়ে যত্নশীল হয়েছেন। যেখানে ঈশ্বর বলদের যত্ন নেন, তিনি কি তার পরিচর্যাকারীদের যত্ন নিবেন না? বলদ শুধুমাত্র গম মাড়াই করার কাজে ব্যবহার হয়, যে গম শেষ হয়ে যাবে; কিন্তু পরিচর্যাকারীরা জীবন-রুটি ভাঙ্গে যা অনন্তকাল টিকে থাকবে।

(২) পরিচর্যাকারীদের সান্ত্বনাদায়ক পাওনা এই যে, ঈশ্বর তাদের জন্য অনুমোদন করেছেন

যে, যারা ঈশ্বরের বাক্য প্রচার করে তারা বাক্যের দ্বারাই জীবনোপায় পাবে (১ করিন্থীয় ৯:১৪ পদ)। সুতারং তা তাদের পাওনা এবং তাদের পরিশ্রমের পুরস্কার। যারা সেবার কাজ করতে এসে অভাবের মধ্যে থাকছে অথবা যাদের সঠিকভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না, ঈশ্বর নিজে তাদের এক দিন তা পূরণ করবেন।

পরিচর্যাকারীদের দোষ দেখিয়ে দেওয়া (১৯ পদ): দুই অথবা তিন জন স্বাক্ষীর সাক্ষ্য ছাড়া পরিচর্যাকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গ্রহণ করা যাবে না। যখন কোন পরিচর্যাকারীর বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ আসে সেখানে অবশ্যই এই পুস্তকের বিচার পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। দেখুন,

১) তাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই অভিযোগ থাকবে; তা অবশ্যই অনিশ্চিত প্রমাণহীন গুজব হবে না, তা অবশ্যই নিশ্চিত এবং লিখিত অভিযোগ হতে হবে। অন্যথায়, তার বিচার প্রক্রিয়ার তদন্ত করা চলবে না। বিষয়টি তদন্ত করার অধুনিক অনুশীলন প্রকৃয়া ব্যবহার করতে হবে। পৌলের পরামর্শ অনুযায়ী অবশ্যই একজন প্রবীন প্রবীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করবে।

২) দুই বা তিনজন বিশ্বস্ত লোকের সাক্ষ্য ছাড়া এই অভিযোগ গৃহীত হবে না। এই অভিযোগ অবশ্যই তাদের সামনে গ্রহণ করতে হবে। এটি একটি অভিযোগ বিধায় যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হবে তার সামনেই তা গ্রহণ করতে হবে, কারণ একজন পরিচর্যাকারীর সুনাম একটি বিশেষ গুণ ও নম্রতার বিষয়। এইজন্য অভিযোগকারীর সামনে কিছু করা হলে তার অভিযোগ যথাযথ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরা হবে, যাতে সে তিরস্কার করতে পারবে না যে, অনিশ্চিত বিষয়ে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে। "কিন্তু, যারা পাপ করে তাদেরকে সকলের সাক্ষাতে অনুযোগ কর; যেন অন্য সকলেও ভয় পায়" (২০ পদ)। অথবা যারা সকলের সামনে পাপ করে তাদের দোষ সকলের সামনে দেখিয়ে দিতে হবে। কারণ যারা পাপের বিপদের মধ্যে আছে, তাদের দ্বারা দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করার জন্য তাদের সকলের সামনে সতর্ক করা দরকার; যাতে অন্যেরা একই কাজ করতে ভয় পায়। দেখুন,

(১) মণ্ডলীর সাধারণ সদস্যদের আলোচিত অপরাধের জন্য জনসম্মুখেই তার দোষ দেখানো উচিত: যেহেতু তারা জনসম্মুখে অপরাধ করেছে এবং যেকোন কিছুর বিষয়ে পাপ করেছে, অথবা, সকলের কানে বিষয়টি পৌঁছেছে, সুতরাং তাদের মন্দতা সকলের সামনে রয়েছে এবং সকলের সামনেই তাদের বিচার হওয়া উচিত।

(২) সকলের সামনে দোষ দেখানোর পরিকল্পনা সকলের মঙ্গলের জন্য যাতে তারা ভয় পায় এবং এই পরিকল্পনা করা হয় দোষী ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য। সেহেতু, ব্যবস্থার আদেশ হল যে, যারা সাধারণ লোকদের সামনে অপরাধ করে জনসম্মুখে তার শাস্তি হওয়া উচিত; যেন সমস্ত সদস্যগণ শুনতে পায় এবং ভয় পায় এবং তারা এই ধরণের অপরাধ পুনরায় না করে।

পরিচর্যাকারীদের অভিষেক বিষয়ে পরামর্শ (২২ পদ): খুব তাড়াতাড়ি করে কারো উপর হস্তার্পণ করা উচিত নয়। এটি প্রচার কাজের জন্য বিশ্বাসীদের অভিষেককে বুঝায় যা

বেপরোয়া অথবা অবিবেচকের ন্যায় সম্পন্ন করা হয় না এবং তাদের বিশেষ দান ও অনুগ্রহের বিষয়ে তাদের অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পূর্বে তা সম্পন্ন করা উচিত নয়। কিছুটা এর দায় মুক্তি বুঝায়: "কারো উপরে হস্তার্পণ করতে তাড়াতাড়ি করো না; কারো উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিবে না যতক্ষণ না সে তার পাপ স্বীকার করে, অন্যথায় অন্যের পাপের ভাগী হবে; এজন্য যে, যারা মণ্ডলীর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া সহজ মনে করে তারা অন্যদের পাপের দিকে উৎসাহ দেয়; এবং এটা তাদের অন্যায়ের সমর্থন করার সামিল এবং এই কাজের মধ্যে দিয়ে তারা নিজেকে দোষী করে।" দেখুন, আমাদের সব সময় নিজেকে পাহারা দেওয়া খুবই প্রয়োজন যাতে আমরা নিজেকে অন্যের পাপের ভাগী না করি। "নিজেকে খাঁটি রাখ, শুধুমাত্র নিজের পছন্দের কাজ করা থেকে বিরত থেকে নয়, কিন্তু সত্যের পক্ষে থাকতে, অথবা কোন না কোন ভাবে অন্যদের অপকর্মের সহায়তা করা হবে।" এখানে,

১) বেপরোয়া ভাবে পরিচর্যাকারীদের অভিষেকের বিরুদ্ধে সতর্ক করা হয়েছে অথবা যারা মণ্ডলীর অভিষেক কমিটিতে আছে তাদের সতর্ক থাকতে হবে। হঠাৎ যে কোন মানুষের উপর হস্তার্পণ করা উচিত নয়।

২) যারা বেপরোয়া তারা যেকোন ভাবেই হোক অন্যের পাপের ভাগী হবে।

৩) আমরা অবশ্যই নিজেদের খাঁটি রাখব, যদি আমরা খাঁটি হই তবে ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাদের আরও খাঁটি করবে এবং খাঁটি রাখবে, কিন্তু আমাদের নিজের চেষ্টার দ্বারাই আমাদের খাঁটি থাকতে হবে।

আমাদেরকে ২৪, ২৫ পদে ক্ষমা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে: কিছু মানুষের পাপ বিচারের আগে থেকেই প্রকাশ পায় এবং অন্যদের কিছু পরে প্রকাশ পায়। দেখুন, একজন পরিচর্যাকারীর প্রচুর প্রজ্ঞার প্রয়োজন বিভিন্ন রকম উগ্রতা ও উগ্র ব্যক্তির সামনে নিজেকে সামলে রাখার জন্য। কিছু মানুষের পাপ খুব সহজ সরল এবং স্বাভাবিক এবং সেজন্য তাদের বিরুদ্ধে কোন গোপন অনুসন্ধান প্রয়োজন হয় না, যে ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে মণ্ডলীতে কোন অভিযোগ পাওয় যায় না; যাতে তাদের মণ্ডলীর কমিটির সামনে বিচার করা যায়। এমন অনেকে আছে যাদের খারাপ কাজ শেষে প্রকাশ পায়: অর্থাৎ, তাদের খারাপ কাজ সহজে প্রকাশ পায় না; কিন্তু কিছু অনুসন্ধান করলে তা বেড়িয়ে আসে; অথবা, কোন কোন লোক তিরস্কারের পরেও তাদের মন্দ কাজগুলো নিয়মিত করতে থাকে; তারা তিরস্কারের পরও সংশোধিত হয় না। এই ক্ষেত্রে তাদের ক্ষমা করতে হয় না। তবে তারা যদি অনুশোচনা করে ও অনুশোচনার স্বাক্ষ্য-প্রমাণ থাকে তবে তাদের ক্ষমা করা উচিত। অন্যদিকে যাদের ভাল কাজ দেখা যায় না, তাদের অসততাও গোপন থাকে না। অতএব, এটা খুব সহজে উপলব্ধি করা যায় যে, কে ক্ষমা পাবে এবং কে পাবে না। দেখুন,

১) গোপন ও প্রকাশিত পাপ আছে; কিছু লোকের পাপ আগ থেকেই প্রকাশ পায় যেন বিচার করা যায় এবং কিছু লোকের পাপ পরে প্রকাশ পায়।

২) পাপী অবশ্যই মণ্ডলীর দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিচারিত হবে।

৩) মণ্ডলীর তিরস্কারের ফলাফল হবে ভিন্ন রকম; কেউ কেউ নম্রতা দেখাবে এবং অনুশোচনা করবে, সুতরাং তাদের ভাল কাজ সকলের মাঝে ফুটে উঠবে।

৪) সংশোধন অযোগ্য পাপ গোপন থাকবে না, কারণ ঈশ্বর সকল গোপন বিষয় প্রকাশ করার জন্য আলোতে আনবেন এবং সকল হৃদয়ের জন্য পরামর্শ দিবেন।

তীমথিকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা হল:

১. এখানে তাকে তার দায়িত্বের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন কারণ তা একটি মহৎ দায়িত্ব: “আমি ঈশ্বরের, খ্রীষ্ট যীশুর ও মনোনীত স্বর্গদূতদের সাক্ষাতে তোমাকে এই দৃঢ় আদেশ দিচ্ছি, তুমি পূর্বধারণা ছাড়া এসব বিধি পালন কর, পক্ষপাতের বশে কিছুই করো না” (৫:২১ পদ)। দেখুন, পরিচর্যাকারীদের ব্যাপারে পক্ষপাত করার সুযোগ থাকলে সেই ব্যক্তির সম্মান নিয়ে খেলা করা হয় অথবা একজনের চেয়ে অন্যজনকে বেশি ভালবেসে অধার্মিকতার পরিচয় দেওয়া হয়। পৌল তীমথিকে দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তিনি সমস্ত কিছু ভালবাসার সাথে ও ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট যীশুর সামনে করেন। তিনি অবশ্যই পক্ষপাতের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করবেন। পরিচর্যাকারী অবশ্যই ঈশ্বরকে তার কাজের হিসাব দিবেন এবং খ্রীষ্ট যীশুকেও দিবেন এবং তাকে যে সকল দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল সে সকল বিষয় সে কিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে তা জানাবেন। সে তাদের কাছ ঋণী থাকবে যদি বিশ্বস্ত ভাবে কাজ না করে পরিচর্যা কাজে পক্ষপাত্বিত করে থাকে।

২. তিনি তার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে বলেছেন: শুধুমাত্র বেশি বেশি জল পান করো না। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তীমথি একজন ইন্দ্রিয়ের আনন্দের কৃচ্ছ্রসাধক ছিলেন। তিনি জল পান করতেন এবং তিনি শারীরিকভাবে শক্ত সামর্থ ছিলেন না এবং সেজন্য পৌল তাঁর পাকস্থলির সুস্থতা এবং তার শারীরিক উন্নতির জন্য সামন্য আঙ্গুর-রস পানের পরামর্শ দিয়েছেন। দেখুন, এটা সামান্য আঙ্গুর-রস পান, কারণ পরিচর্যাকারী অবশ্যই বেশি বেশি আঙ্গুর-রস পান করবে না। যতদূর সম্ভব দেহের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য খাবে কিন্তু মনোরঞ্জনের জন্য নয় কারণ ঈশ্বর আঙ্গুর-রস তৈরি করেছেন যেন মানুষের হৃদয় তা পান করে আনন্দিত হয়। লক্ষ্য করুন,

(১) ঈশ্বরের ইচ্ছা মানুষ তার দেহের বিষয়ে প্রয়োজনীয় যত্ন নিবে। যেন আমরা দেহকে আমাদের কর্তা বানাতে না চাই অথবা আমাদের দাস; কিন্তু এটাকে এমনভাবে উপযুক্ত করতে চাই যেন ঈশ্বরের সেবায় তা আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করে।

(২) যারা পেটের পীড়ায় ভোগছে সেই রকম অসুস্থ ও দুর্বল রোগীদের জন্য আঙ্গুর-রস খুবই উপযুক্ত এবং যারা দুর্বল শরীর নিয়ে কাজ করে তাদের জন্যও। যদি মদ্যপান করতে দাও তাহলে তারা ধ্বংস হবে এবং যাদের আঙ্গুর-রস খেতে দিবে তারা শক্তিশালী হৃদয়ের অধিকারী হবে (হিতোপদেশ ৩১:৬ পদ)।

(৩) আমাদের কাজে সাহায্য করার জন্য ও উপকারের জন্য আঙ্গুর-রস পান করতে দেওয়া উচিত, বাধা দানের জন্য নয়।

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের প্রথম পত্র

অধ্যায় ৬

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল যে সব বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন তা হলঃ

১. একজন চাকরের দায়িত্ব সম্পর্কে (১, ২ পদ);

২. ভণ্ড শিক্ষক সম্বন্ধে (৩-৫ পদ),

৩. ধার্মিকতা এবং ছলনা সম্বন্ধে (৬-১০ পদ),

৪. তীমথি যা অগ্রাহ্য করবে এবং যা অনুসরণ করবে (১১-১২ পদ),

৫. মহৎ দায়িত সম্বন্ধে (১৩-১৬ পদ);

৬. ধনীদের দায়িত্ব (১৭-১৯ পদ), এবং সর্বশেষে তীমথিকে দায়িত্ব দান সম্পর্কে (২০-২১)।

১ তীমথিয় ৬:১-৫ পদ

১. এখানে একজন দাসের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে। প্রেরিত পৌল মণ্ডলীর সম্বন্ধে বলছেন যে, মণ্ডলীর সদস্যদের মধ্যকার যে সম্পর্ক তা আসলে পারিবারিক সম্পর্ক কারণ আমরা একই পরিবারের লোক। পরিচর্যাকারীরা তাদের সেবা করার জন্য বাধ্যতার জোয়াল কাধে নিয়েছে, অলসতার জন্য নয়। যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস জোয়াল কাধে নেওয়াকে অনুমোদন করে তাহলে এর নিচে তাদের সবসময় থাকা উচিত; কারণ সুসমাচার কোন সাধারণ আইনের সামনে অথবা কোন সমোঝতার সামনে এর বাধ্যতা বাদ নেয় নি। তারা তাদের মনিবকে অবশ্যই সম্মান করবে; তাকে সকল বিষয়ে সম্মানিত করবে; সবদিক দিয়ে সম্মান, ধর্মাচারী, সন্তুষ্টি ও বাধ্যতা সকল মনিব তার চাকরের কাছ থেকে প্রত্যাশা করে। তারা যেন না ভাবে যে, তাদের দিয়ে তাই করানো হচ্ছে যার যোগ্য তারা নয়। কিন্তু তাদের মনিবেরা যেন সেই পরিমাণ সম্মান তাদের কাছ থেকে আশা করে যা তাদের দ্বারা পূর্ণ করা সম্ভব, এবং যাতে তাদের দ্বারা ঈশ্বরের নাম নিন্দিত না হয়। যদি চাকরেরা খারাপ ধারনাকে অনুকরণ করতে শুরু করে তাহলে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এমনভাবে বৃদ্ধি পাবে যেখানে চাকরেরা তাদের মনিবের অবাধ্য হবে; এবং যীশুও শিক্ষা তাদের সুবিধা মত ব্যবহার করবে, তা তাদেরকে অধিকতর খারাপ পরিচর্যাকারী হিসাবে পরিচিত করে তোলবে। দেখুন, যদি ধর্ম-শিক্ষক তাদের সাথে মন্দ আচরণ করে তাহলে খ্রীষ্ট যীশুর নাম এবং তার শিক্ষা তাদের কাছে ঠাট্টার পাত্র হবে যারা সেই নামকে ঠাট্টা-বিদ্রোপ করার

সুযোগ খুঁজে। আমরা কেন নিজেকে ভালভাবে পরিচালনা করবো? কারণ এতে আমরা ঠাট্টা-বিদ্রুপের সুযোগ বন্ধ করতে পারব। অথবা ধরে নিতে পারি যে, মনিব একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী এবং তার চাকরও একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী তাহলে তাদের কোন অজুহাত গ্রহণ করা হবে না কারণ খ্রীষ্ট যীশুতে তারা বাঁধা নয় কিংবা মুক্তও নয়? না, কোন ভাবেই না, খ্রীষ্ট সামাজিক আইন বাতিল করতে আসেন নি, কিন্তু তা শক্তিশালী করতে এসেছেন। যাদের মনিবের প্রতি বিশ্বাস আছে তারা তাদের ঘৃণা করো না, কেননা তারা তাদের বিশ্বাসী ভাই; এইজন্য বিশ্বাসী ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক শুধু আত্মিক উন্নতির জন্য, পার্থিব কোন সুবিধার জন্য নয়। সেজন্য তাদের সেবা কর কারণ তারা বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত। তারা নিজেদের বিষয়ে ভাবে যে, তারা তাদের সেবা কাজে অধিকতর বাধ্য কারণ খ্রীষ্টান বিশ্বাস এবং ভালবাসা ভাল কাজ করতে নির্দেশ দেয় এবং তারা যেখানেই কাজ করুক না কেন সব জায়গায় তারা ভাল কাজ করবে। দেখুন, আমাদের নিজের লোকের মঙ্গল করাটা আমাদের জন্য একটি মহা উৎসাহের ব্যাপার কারণ তারা বিশ্বস্ত এবং অনুরক্ত এবং আমাদের লাভক্ষতির অংশীদার। এটি আমাদের খ্রীষ্টীয় কাজ। আবার বলছি, মনিব এবং চাকর হল ভাই-ভাই সম্পর্ক এবং লাভক্ষতির অংশীদার। খ্রীষ্ট যীশুর জন্য সেখানে কোন বাঁধন নেই কিংবা সম্পূর্ণ স্বাধীনতাও নেই কারণ তোমরা সকলে খ্রীষ্ট যীশুতে এক (গালাতীয় ৩:২৮ পদ)। তীমথি এই বিষয়গুলো শিক্ষাদান ও ব্যাখ্যা করার জন্য নিয়োগ প্রাপ্ত। পরিচর্যাকারীরা শুধু সবার কাজের বিষয় প্রচার করবে না তাদের সুসম্পর্কের বিষয়ও প্রচার করবে।

২. পৌল এখানে তীমথিকে সতর্ক করছেন তাদের সম্পর্কে যারা খ্রীষ্টীয় মতবাদকে কলুষিত করেছে এবং এটাকে আলোচনার পাত্র, বিতর্ক এবং দ্বন্দ্ব বিবাদের বিষয় করেছে। যদি কেউ অন্য রকম শিক্ষা দেয় (৫:৩-৫ পদ), বাস্তব সম্মত শিক্ষা না দেয়, ধার্মিকতা উন্নতির জন্য যদি শিক্ষা ও ব্যাখ্যা না দেয়, যদি সে ঈশ্বরের বাক্যের গভীর বিষয়ে মনোযোগী না হয়, বাক্য সরাসরি আত্মাকে সুস্থ করার মনোভাবে প্রচার না করে, তবে সে এগুলোতে মনোযোগী না হবে, এমন কি, আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর বাক্যের মনোযোগী হবে না। দেখুন, খ্রীষ্ট যীশুর বাক্য ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হতে আমাদের কোন বাঁধা নেই। কিন্তু তাদের জন্য আমাদের অবশ্যই ছলনাবিহীন কথাবার্তা বলতে হবে ও তাদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং ধার্মিকতা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে। দেখুন, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা হল একটি ধার্মিকতার শিক্ষা। এর একটি সরাসরি কাজ হল মানুষকে ধার্মিক করা। সুতরাং সে যীশু খ্রীষ্টের বাক্য অনুযায়ী গর্ব করার দিকে গুরুত্ব দেয় না (৫:৪ পদ); যারা বিতর্কিত, অবহেলিত, এবং মণ্ডলীর সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করে তারা কিছুই জানে না। দেখুন, সমাজের মধ্যে তারাই গর্ব করে যারা কিছুই জানে না, কারণ তারা নিজেকেই সম্পূর্ণভাবে জানে না, কিন্তু তারা শুধু প্রশ্ন করতে জানে। যারা খ্রীষ্ট যীশুর শিক্ষা চর্চা থেকে সরে যায়, তারা বিতর্কে পড়ে যায় এবং যা তাদের জীবন ও ধর্মীয় ক্ষমতাকে হরণ করে। তারা যুক্তি তর্কে জড়ায় এবং বাক্যে আঁচড় লাগায়, যা মণ্ডলীতে তাদের খারাপ ব্যবহার করতে শেখায় এবং ঘৃণা, দলাদলি, মিছিল এবং মন্দ কাজে উৎসাহ যোগায়। যখন কোন লোক খ্রীষ্ট যীশুর বাক্য এবং তাঁর শিক্ষা দ্বারা পরিপূর্ণ না হয়, তখন

তারা তাদের নিজের মতবাদ দ্বারা পূর্ণ হবে এবং চালিত হবে এবং তারা তাদের নিজের তৈরি বাক্য দ্বারা চলবে; যা মানুষের জ্ঞানের শিক্ষা এবং তা পবিত্র স্বর্গদূতের দেওয়া শিক্ষা নয় (১ করিন্থীয় ২:১৩ পদ)। তারা সমস্ত রকমের ঝগড়া বিবাদের বীজ মণ্ডলীতে বপন করে। এখানে জানা যায় যে, খারাপ লোকেরা খারাপ মনের মানুষ হয় (৫:৫ পদ); তাদের অভিযোগ সব মিথ্যা, সেখানে কোন সত্য বিষয় নেই। দেখুন, খারাপ মনের মানুষ সত্যহীন দরিদ্র। মানুষের মন খারাপ হয় কারণ তারা খ্রীষ্টের মত সত্যে কঠোর নয়। ধরুন, ধার্মিকতা লাভের জন্য তাদের সাধারণ বিষয়ের প্রতি আগ্রহের ক্ষেত্রে বাঁধা তৈরি করা। এই সকল বিষয় থেকে নিজেকে তুলে নেবার জন্য তীমথিকে সতর্ক করা হয়েছে। আমরা দেখি,

১) আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর বাক্য পরিপূর্ণ ভাবে মণ্ডলীর ক্ষত সারাতে কিংবা মন্দ প্রতিহত করতে সক্ষম এবং পাশাপাশি তা বিবেকের ক্ষতও সারাতে পারে। কারণ খ্রীষ্ট যীশুর শিক্ষাদানের জিহ্বা আছে এবং তার বিপক্ষের সামনে তিনি ভাষা যোগাতে সক্ষম (যিশাইয় ১:৪ পদ)। খ্রীষ্ট যীশুর বাক্য উত্তম উপায় মণ্ডলীর মধ্যে কলহ বিরোধ প্রতিহত করতে। কারণ যারা খ্রীষ্ট যীশুর উপরে বিশ্বাস করে নি তারা তাঁর বাক্যের কর্তৃত্ব সম্পর্কে অভিযোগ করবে। এটা কখনো ভালভাবে মণ্ডলীতে আসতে পারে না যখন কোন মানুষ তার কথাকে খ্রীষ্টের কথার সমতুল্য জ্ঞান করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও বড় মনে করে।

২) এছাড়া, তারা কিভাবে ভিন্ন রকম শিক্ষা দেয় এবং তারা সম্পূর্ণ বাক্যে গুরুত্ব দেয় না, তারা কিছুই না জেনে গর্ব বোধ করে। কারণ গর্ব ও অবজ্ঞা এক সাথে চলে।

৩) পৌল তাদের জন্য একটি বিষয় ঠিক করেছেন যারা খ্রীষ্ট যীশুর বাক্যে গুরুত্ব দেয় না এবং ধার্মিকতায় ও প্রেরিত পৌলের শিক্ষায়ও গুরুত্ব দেয় না। তিনি তাদের অহংকারী ও নির্বোধ বলেছেন এবং অন্য কথায় তারা ঈশ্বরের বাক্য ভালভাবে জানে না।

৩. যারা ঈশ্বরের বাক্য বিকৃতি করতে চায় ও সেই সম্পর্কে তর্কবিতর্ক করে তাদের সম্পর্কে আমাদের সকলেই সাবধান থাকা উচিত। যারা ঈশ্বরের বাক্যের বিষয়ে প্রশ্ন উঠায় তারা তা হিংসা, বিরোধিতা, মন্দ লাভের আশায়, এসব কাজ করে থাকে। যখন কেউ ঈশ্বরের বাক্যের কোন বিশেষ অংশে বিশ্বাস করা থেকে সরে যায় তখন তারা বাক্যের অন্যান্য অংশগুলোর সাথে একমত হবে না, এমনকি তারা নিজেরা অথবা অন্য কারো দ্বারা বাক্যের মনগড়া শিক্ষ অবিস্কার করবে। এই বিষয়ে তাদের সাথে চিরকাল দ্বন্দ্ব ও বিরোধ চলবে এবং তা হিংসারও জন্ম দিবে। যখন দেখবে যে অন্যরা তাদের শিক্ষা গ্রহণ করছে না তখন তারা তা নিজের জন্য গ্রহণ করবে। তাদের শিক্ষার ফলে তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রতি ঈর্ষা ও ঘৃণার উদ্রেগ করবে; এখানে এটাকে ভ্রান্ত শিক্ষা বলে। তারপর তারা মিথ্যা অভিযোগ করতে থাকবে।

৪. এই ধরণের লোকেরা খারাপ মনের মানুষ হয় এবং অন্যদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দিতে থাকে। তারা সত্যহীন এবং বিশেষত এই ধরনের আচরণের উদ্দেশ্য হল লাভবান হওয়া।

৫. একজন উত্তম পরিচর্যাকারী ও খ্রীষ্টান নিজেকে এই সকল বিষয় থেকে দূরে রাখবে, যেমন: “এগুলো থেকে বেড়িয়ে এসো, হে আমার লোক সকল, এবং তোমরা আলাদা হও” ঈশ্বর বলছেন: এই সকল বিষয় থেকে নিজেকে আলাদা কর।

১ তীমথিয় ৬:৬-১২ পদ

উল্লেখিত অনিয়মের জন্য কিছুটা হলেও ধর্মের নিন্দাবাদ হয় এবং সেই সব ভণ্ড শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তিগত লাভের জন্য নিজেদের পরিচালিত করে।

১. উত্তম সন্তুষ্টি ও মন্দ লালসাকে দেখিয়ে দেওয়ার সুযোগ নাও।

১) উত্তম সন্তুষ্টি (৫ অধ্যায় ৬-৮ পদ)। এই পৃথিবীতে কোন কোন ক্ষেত্রে খ্রীষ্টীয় কাজ করা একটি লাভজনক পেশা হয়ে দাঁড়ায়। যদিও তারা এটাকে প্রকাশ্যে মানতে চায় না, কিন্তু এটা সন্দেহাতীত ভাবে সত্যি যে, এই পৃথিবীতে খ্রীষ্টীয় কাজ একটি মন্দ ব্যবস্যা তথাপি যদিও যারা এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদের চোখে এটি সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা। যারা এটাকে ব্যবস্যা বানিয়েছে, তারা নিশ্চিতভাবেই এই পৃথিবীয় নিজেদেরকেই সেবা করছে, কিন্তু পরিশেষে তারা অবশ্যই হতাশ হবে এবং তারা দুঃখজনক পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবে। কিন্তু যারা মনে করে এটা তাদের আহ্বান এবং ধর্মকাজকে ব্যবস্যা বানায় তাই তারা এটাকে লাভজনক আহ্বান হিসেবেই গ্রহণ করে।

২) তিনি যে সত্য স্থাপন করেছেন তা হলো ধার্মিকতার সাথে সন্তুষ্টি মহা সাফল্যের ব্যাপার। ধার্মিকতা একটি যোগ্যতা; এই যোগ্যতা যদি একজন লোকের এই পৃথিবীয় সামান্যতমও থাকে, তথাপি যদি এই ধার্মিকতায় নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে তবে তার আর কোন কিছুর আশা করার প্রয়োজন নেই। সবকিছুর সাথে তার ধার্মিকতা মহা সাফল্য লাভ করবে। একজন ধার্মিক লোকের সামান্যতম ধার্মিকতা অনেক অধার্মিক ধনী লোকের চেয়ে বেশি কিছু (গীতসংহিতা ৩৭:১৬ পদ)। আমরা পড়েছি, ধার্মিকতা সন্তুষ্টির জন্ম দেয়; ধার্মিকতা নিজেই একটি মহা সাফল্য; এটা সবার জন্য লাভজনক এবং যেখানে সত্যিকারের ধার্মিকতা আছে সেখানে অবশ্যই সন্তুষ্টি থাকবে। যারা তাদের ধার্মিকতার দ্বারা সন্তুষ্টির উচ্চ শিখরে উঠতে পেরেছে তারাই এই পৃথিবীয় সবচেয়ে সুখী মানুষ। ধার্মিকতা থেকে সন্তুষ্টি আসে, অর্থাৎ এটি খ্রীষ্টান সন্তুষ্টির একটি মহা সাফল্য; এটা পৃথিবীর বড় সম্পদ। যে ধার্মিক সে অবশ্যই পরজগতেও সুখী হবে। যদি সে নিজেকে তার অবস্থার মধ্যে সন্তুষ্টি দিয়ে সাজিয়ে থাকে তাহলে এই পৃথিবীয় তার যথেষ্ট আছে। এখানে আমরা দেখতে পাই যে,

[১] এটি একটি খ্রীষ্টীয় সাফল্য; ধার্মিকতার ফলে এই সন্তুষ্টি আসে, এটা সাফল্যের একটি সত্যিকার পথ; হ্যাঁ, এটা নিজেই সাফল্য।

[২] একটি খ্রীষ্টীয় সাফল্য মহা সাফল্য; এটি পৃথিবীর কোন ছোটখাট লাভের সাথে তুলনা করা যায় না।

[৩] ধার্মিকতা ও সন্তুষ্টি দু'টি চিরকালীন সহচর। সকল ধার্মিক লোকেরা পৌলের কাছ থেকে তা শিখেছে, তারা যত কিছুই বর্ণনা করুক সেখানে সন্তুষ্টি থাকতে হবে (ফিলিপিয় ৪:১১ পদ)। ঈশ্বর যা তাদের জন্য মঞ্জুর করছেন তারা তাতেই সন্তুষ্ট কারণ তাদের মঙ্গলের জন্যই ঈশ্বর তা দিয়েছেন। আমাদের সকলকে তারপর ধার্মিকতার ও সন্তুষ্টিও সাথে টিকে থাকতে দাও।

এর কারণ তিনি দেখিয়েছেন, আমরা পৃথিবীতে কিছুই নিয়ে আসি নি এবং এটি নিশ্চিত যে, আমরা কিছু সাথে নিয়ে যেতে পারব না (৫:৭ পদ)। কেন আমরা ছোট্ট বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকব এটা তার একটি কারণ।

২. কারণ আমরা যা কিছু পেয়েছি তার জন্য আমরা ঋণী, কারণ আমরা উলঙ্গ অবস্থায় এই পৃথিবীয় এসেছি। শুরু থেকেই আমাদের যা কিছু আছে তার সবকিছুর যোগানদাতা হলেন ঈশ্বর এবং আমরা তাঁর কাছ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি তা দিয়ে থাকেন যখন তিনি খুশি থাকেন। আমাদের সত্ত্বা, আমাদের দেহ, আমাদের জীবন ছিল যখন আমরা পৃথিবীতে এসেছি; যদিও আমরা উলঙ্গভাবে ও কিছুই নিয়ে আসি নি, তথাপি আমাদের সত্ত্বা ও জীবন সব সময় আমাদের সংগে আছে তাহলে আমরা কি কৃতজ্ঞ হব না; যদিও আমাদের সবকিছু নেই যা আমাদের থাকা উচিৎ ছিল। আমরা কিছুই পৃথিবীতে সাথে নিয়ে আসি নি, তথাপি ঈশ্বর সব যুগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি আমাদের যত্ন নিচ্ছেন, আমাদের জীবনের অদ্যবধি পর্যন্ত তিনি খাবার দিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য, যখন আমাদের দূরবস্থার শেষ হয়, তখন আমরা জন্ম দিনের চেয়ে বেশি দরিদ্র হই না, যেদিন পৃথিবীতে এসেছিলাম; এবং এখনও আমরা তাঁর উপর নির্ভরশীল; সেইজন্য, আমাদের জীবনের তীর্থ যাত্রার শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে হবে।

৩. এই পৃথিবীর বাইরে আমরা কিছু নিয়ে যেতে পারি না। হাজারো সম্পদ থাকলেও একজন ধনী লোক এক টুকরো কাপড়, একটি কফিন বাক্স এবং একটি কবর ছাড়া আর কিছুই সংগে নিতে পারে না। সেজন্য কেন আমরা বেশি লোভ করবো? কেন আমরা অল্পতে তুষ্ট থাকব না; কারণ, আমাদের যা কিছু আছে তার সবকিছুকে অবশ্যই পিছনে রেখে চলে যেতে হবে? (হিতোপদেশ ৫:১৫, ১৬ পদ)।

এখানে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, খাবার ও পড়নের পোশাক থাকলেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত (৫:৮ পদ); অর্থাৎ আমাদের খাবার-দাবার, ও পোশাক-পরিচ্ছদ জীবিকার জন্য দরকার আর তা থাকলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকব। দেখুন, যদি ঈশ্বর জীবনের প্রয়োজনীয় সব কিছু যোগান দিয়ে থাকেন তবে আমাদের তার জন্য সন্তুষ্টি প্রকাশ করা উচিত; যদিও আমাদের গহনা কিংবা সোনাদানার প্রাচুর্য নেই। যদি অল্পতে সন্তুষ্টির অভ্যাস করা হয় তাহলে অল্প অনুগ্রহের সন্তুষ্ট থাকবে। যদিও আমাদের দামী দামী খাবার ও দামী দামী

পোশাক নেই, যদি সাধারণ খাবার ও পোশাকের সুযোগ থাকে তাহলে আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। আগুরের প্রার্থনা ছিল, 'আমাকে অধিক দারিদ্র কিংবা অধিক ধনী করো না, আমাকে আমার প্রয়োজনীয় খাবার সবসময় দাও' (হিতোপদেশ ৩০:৮ পদ)। এখানে আমরা দেখতে পাই,

[১] এই সকল বিষয়ে আমাদের বেশি আশা করা মুর্খতা ছাড়া কিছুই না; যখন আমরা পৃথিবীতে আসার সময় কিছু সংগে আনি নি কিংবা কিছু নিয়েও যেতে পারবো না। যখন মৃত্যু এসে তাদের সুখ সমৃদ্ধির সব কেড়ে নিবে তখন পৃথিবীবাসীরা কি করবে; তারা অবশ্যই এগুলো থেকে চির বিদায় নিবে যা তারা সবসময় ভোগ করতে ব্যস্ত ছিল? তারা দরিদ্র মীখার মত বলবে, 'তুমি আমার সমস্ত দেবতাদের নিয়ে গিয়েছ, এখন আমার আর কি আছে?' (বিচারকর্তৃকগণ ১৮:২৪ পদ)।

[২] জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা একজন সত্যিকারের খ্রীষ্টীয় প্রত্যাশা করতে পারে এবং এগুলোসহ সে টিকে থাকবে এবং সন্তুষ্টির প্রকাশ করবে; তবে তার প্রত্যাশা তৃপ্তিহীন হওয়া উচিত নয়। তার একটি ছোট্ট প্রত্যাশা যদি ছোট হয় তবে এই জীবনের সামান্য শান্তি ও আরাম তাকে সেবা দিবে এবং তা তাকে আনন্দের আশা জাগাবে।

লোভ লালসা: যারা ধনী হতে চায় তারা প্রলোভনে ও পাপে পতিত হবে (৫:৯ পদ)। এখানে এই কথা বলা হয় নি যে, যারা ধনী আছে, কিন্তু বলেছে, যারা ধনী হতে চায়, এর মানে হল তাদের সুখ শান্তি পার্থিব ধন সম্পদের উপর নির্ভরশীল, যা তাদের পক্ষান্তরে লোভী করে তোলে এবং এই সম্পদ আহরণের জন্য তারা লোভ-লালসা করবে এবং নিয়ম ভাঙ্গবে। এই ধরনের লোকেরা প্রলোভন, পাপ ও অমার্জনীয় অপরাধে পতিত হয়, কারণ যখন শয়তান বুঝতে পারে তাদের লোভ তাদের পরিচালনা করছে, তখন সে শীঘ্রই তাদের যথাযথভাবে বড়শিতে আটকাবে। সে জানে কিভাবে খাঁজকাটা সোনা তারপর তার সামনে রেখে তাদেরকে বোকামী ও বেদনাদায়ক লালসায় পতিত করতে হয়। দেখুন,

প্রেরিত পৌল বুঝাতে চেয়েছেন যে,

[১] তাদের মধ্যে অনেকে ধনী থাকবে যারা এর দ্বারাই সমস্ত বিষয়ের সমাধান করবে তাদের তৃপ্তির জন্য কোন কিছুর অভাব হবে না।

[২] এরা পাপের হাত থেকে রক্ষা পাবে না যার ফলে তারা চিরতরে ধ্বংস হবে এবং তারা প্রলোভিত হবে ও পাপে পতিত হবে।

[৩] পার্থিব বিষয়ের লোভ-লালসা বোকামী ও বেদনাদায়ক যার জন্য লোকেরা ধ্বংস হয় ও দোষী বলে গণ্য হয়।

[৪] এটা আমাদেরকে পার্থিব জিনিসের প্রতি আমাদের যে, মাংসিক লোভ সেই সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। লোভ-লালসা করা আমাদের জন্য বোকামীর কাজ, এইজন্য আমাদের জীবনে লোভ-লালসা থাকলে ভবিষ্যতে আমরা লজ্জিত হবো এবং দুঃখ পাব। সেজন্য

আমাদের লালসা থেকে দূরে থাকতে হবে কারণ তা আমাদের জীবনে দুঃখ-কষ্ট বয়ে নিয়ে আসবে। এগুলো মানুষকে ধ্বংস করে ও ঈশ্বরের সামনে তাদের দোষী করে।

শিষ্যগণ প্রমাণ করেছিল যে, সমস্ত মন্দের মূল হল অর্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভ (৫:১০ পদ)। অর্থের প্রতি ভালবাসা মানুষকে কোন্ পাপে না ফেলে? বিশেষত যীশু খ্রীষ্টে যে বিশ্বাস তা অস্বীকার করার এটাই হল মূল কারণ। এই অর্থের প্রতি লোভ করেই অনেকে বিশ্বাস থেকে সরে গেছে। তারা নিজেদের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে পরিচয় বাদ দিয়েছে এবং তারা নিজেদের অনেক দুঃখজনক বিষয়ের সাথে যুক্ত করেছে। দেখুন,

১. সমস্ত মন্দের মূল কি, অর্থের প্রতি অতিরিক্ত লোভঃ যে সব লোকদের অর্থ আছে তারা যেন এটাকে না ভালবাসে, কিন্তু তারা যদি এটাকে অধিকভাবে ভালবাসে তবে তা তাদের সমস্ত রকম পাপের পথে ঠেলে দিবে।

২. লোভী ব্যক্তি তার বিশ্বাস থেকে সরে যাবে যদি এটা তার অর্থ উপার্জনের উপায় হয়: যখন কিছু লোক লোভে পতিত হয়েছে তারা বিশ্বাস থেকে সরে গেছে। দীমা বর্তমান পৃথিবীকে ভালবেসে বিশ্বাস থেকে সরে গেছে (২ তীমথিয় ৪:১০ পদ), কারণ খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী থাকার চেয়ে তার কাছে পৃথিবীটা বেশি প্রিয় ছিল। দেখুন, যারা বিশ্বাস থেকে সরে যায় তারা নানা রকম দুঃখের সাথে যুক্ত হয়। যারা ঈশ্বর থেকে সরে যায় তারা নিজেদের জন্য দুঃখ সঞ্চয় করে।

এখানে পৌল তীমথিকে সতর্ক করেছেন এবং তিনি তাঁকে ঈশ্বরের পথে স্থির রাখতে ও তাঁর কাজে স্থির থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন; নির্দিষ্ট করে মূলত একজন প্রচারক হিসেবে ঈশ্বরের উপর বিশ্বস্ত থাকতে পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তাঁকে একজন ঈশ্বরের মানুষ হিসেবে পরিচয় করে দিয়েছেন। প্রচারকেরা ঈশ্বরের মানুষ তাই সবকিছুতেই তাদের নিজেকে যথাযথ ভাবে পরিচালিত করতে হয়; তারা ঈশ্বরের কাজে নিয়োগ প্রাপ্ত লোক এবং এই কাজকে সম্মান দেখানোর জন্য অধিক অনুরাগী হওয়া প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মে ভাববাদীদের ঈশ্বরের লোক বলে ডাকা হয়েছে।

১) তিনি তীমথিকে অর্থের প্রতি লোভের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন যা অনেককে ধ্বংস করে ছিল: তিনি বলেছেন যে, ‘ঐসব থেকে পালাও’। এই লোভ যে কোন লোককে অসুস্থ করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের লোকের অন্তর পার্থিব এই সকলের উর্ধ্বে থাকে। ঈশ্বরের লোকেরা ঈশ্বরের বিষয়ে ভাবে এবং উর্ধ্বের বিষয় নিয়ে চিন্তা করে।

২) একজন প্রচারক পৃথিবীকে ভালবাসোবে না, কিন্তু আত্মিক বিষয় সকল দিয়ে নিজেকে সাজাবে এবং সে নিজেকে যা ভাল তার দিকে পরিচালিত করবে। সে ধার্মিকতা, বিশ্বাস, ধৈর্য, নম্রতাকে অনুসরণ করবে। লোকের সাথে কথোপকথনের সময় তার মধ্যে ধার্মিকতা, ঈশ্বরের জন্য ভালবাসা, বিশ্বাস ও মানুষের জন্য ভালবাসা প্রকাশ পাবে। এগুলোই হবে তার কাছে জীবন্ত আদর্শ। যারা বিশ্বাস ও ভালবাসার আদর্শ দ্বারা নিজেকে ধার্মিকতায় ও বিশ্বস্ততায় পরিচালিত করে তারা মানুষের করা তিরস্কার ও নিন্দা সহ্য করার জন্য প্রয়োজন

ধৈর্য ও নম্রতা প্রকাশ করতে পারে। দেখুন, একজন ঈশ্বরের মানুষের জন্য পার্থিব বিষয় থেকে পালিয়ে যাওয়াই যথেষ্ট নয়, কিন্তু এর বিপরীতে কোনটি ভাল সেটি অবশ্যই তাদের অনুসরণ করা উচিত। অন্যথায়, কোন্‌টি ঈশ্বরের পরম উৎকৃষ্ট পথ এবং মানুষকে যে ধার্মিকতা অনুযায়ী পথ চলা প্রয়োজন তা তাদের জন্য বুঝে ওঠা কঠিন হবে। যারা এই উত্তমতার পথে চলতে পারে তারা ঈশ্বরের কাছ গ্রহণযোগ্য হয় এবং তারা মানুষের মাঝে পরীক্ষিত লোক হিসাবে প্রমাণিত হয়।

৩) সে নিজেকে একজন সৈনিক হিসেবে গড়ার জন্য সনির্বন্ধ মিনতি করবে: ‘উত্তমের জন্য যুদ্ধ কর, বিশ্বাসের জন্য যুদ্ধ কর।’ লক্ষ্য করুন, যারা স্বর্গে যাবে তাদের চলার পথে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। সেখানে অবশ্যই দুর্নীতি ও প্রলোভনের সাথে এবং অন্ধকার জগতের রাজার সাথে দ্বন্ধ যুদ্ধ হবে। দেখুন, এটা একটি উত্তম যুদ্ধ, এটা একটি উত্তম মল্লযুদ্ধ, এবং এর একটি ভাল উদ্দেশ্য আছে। এটি বিশ্বাসের যুদ্ধ; আমরা মানুষের বিরুদ্ধে কোন যুদ্ধ করছি না কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্র রক্তমাংসের তৈরি নয় (২ করিন্থীয় ১০:৩, ৪ পদ)। সে অনন্ত জীবন পাওয়ার জন্য মিনতি করবে। দেখুন,

(১) আমাদের এই আত্মিক যুদ্ধের পুরস্কার মাথার তাজস্বরূপ অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি এবং উত্তম যুদ্ধ উত্তম বিশ্বাসের জন্য।

(২) এই প্রতিশ্রুতি অবশ্যই আমরা ধরে রাখব তাদের জন্য যাদের এর ঘাটতি কিংবা হারানোর ভয় আছে। ‘শক্ত করে ধরে রাখ, এবং সতর্কভাবে ধরে রাখ যেন না হারায়।’ তোমার যা আছে তা শক্ত করে ধরে রাখ যেন কেউ তোমার জয়ের মুকুট কেড়ে না নেয় (প্রকাশিত বাক্য ৩:১১ পদ)।

(৩) আমরা যুদ্ধের জন্য আহুত এবং অনন্ত জীবন শক্ত করে ধরে রাখার জন্যও আহুত।

(৪) তীমথি এবং অন্য সকল বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারীরা তাদের সামনে এমন উদাহরণ সৃষ্টি করুক যে, এটি একটি ভাল পরিচর্যা কারণ তারা যেন স্বীকার করে ও উত্তম বিশ্বাসে যুক্ত হয় এবং অনন্ত জীবন শক্ত করে ধরে রাখে। তাদের নিজেদের আহ্বান ও পরিচর্যা তাদের এই কাজ করতে বাধ্য করবে।

১ তীমথিয় ৬:১৩-২১ পদ

এখানে পৌল তীমথিকে তাঁর দায়িত্ব কলঙ্কহীন ও অনিন্দনীয় (তার সমস্ত কাজে, বিশ্বস্ত সাড়াদান, এবং তাঁর কাছ থেকে সকল ধরনের প্রত্যাশিত সেবা) হিসেবে ধরে রাখার জন্য সতর্ক করছেন। সে তার নিজের পরিচর্যা কাজে অধিক অত্মনিয়োগ করবে যাতে তার কোন কাজে মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া কিংবা মিথ্যার দ্বারা কলুষিত হতে না হয়।

তিনি তাকে একটি গুরু দায়িত্ব দিয়েছেন: ‘আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে তোমাকে যে দায়িত্ব

দিচ্ছি তা পালন কর।’ তিনি তাঁকে দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তিনি এই দায়িত্ব পালন করে। তিনি যেন ঈশ্বরের সামনে বিশ্বস্ত থাকেন শেষ দিনে যাঁর চোখ আমাদের সকলের উপরে থাকবে, যিনি জানেন আমরা কে এবং আমরা কি করছি। ঈশ্বর, যিনি সব কিছু পরিচালনা করেন তিনি জীবন্ত এবং জীবন-ঝর্ণা। এই বিশ্বাস আমাদের ঈশ্বরের কাজে সক্রিয় করবে যাতে আমরা সেই ঈশ্বরের সেবা করিন্থীয় যিনি সবকিছু পরিচালনা করেন। তিনি তাকে খ্রীষ্ট যীশুর সম্মুখে দায়িত্ব দিয়েছেন যেন তিনি এক জন বিশেষ মানুষ হিসেবে খ্রীষ্টের সুসমাচারের প্রচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেখুন, খ্রীষ্ট শুধুমাত্র উৎসর্গ হিসেবে মৃত্যুবরণ করেন নি, কিন্তু নিহত হয়েছিলেন; এবং তিনি আদর্শ স্বাক্ষী হয়েছিলেন যখন তাঁকে বন্দি অবস্থায় পিলাত জেরা করছিল। বলা হয়েছে, (যোহন ১৮:৩৬, ৩৭ পদ) ‘আমার রাজ্য এই পৃথিবীর নয়: আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষী দিতে এসেছি।’ তিনি উত্তম সাক্ষ্য পিলাতের সামনে দিয়েছিলেন, ‘আমার রাজ্য এই পৃথিবীর নয়।’ তাঁর সকল অনুসারীদের বিশেষ করে পরিচর্যাকারী ও সাধারণ বিশ্বাসী উভয়কে এই পৃথিবীর মায়া থেকে মুক্ত থাকার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন।

তিনি তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি নিজেই তাঁকে গঠন করেছেন: ‘তিনি অনেক সাক্ষীর সামনে উত্তম স্বীকারোক্তি দিয়েছেন’ (৫:১২ পদ)। তিনি যখন প্রবীন নেতাদের হস্তার্পণ দ্বারা অভিষেক পেয়েছেন সেই সময় এই দায়িত্ব তার প্রতি অর্পন করা হয়েছে। এই দায়িত্ব এখনও তার উপরে সক্রিয়ভাবে কার্যকর এবং তিনি অবশ্যই এজন্য বেঁচে আছেন এবং সেজন্যই তিনি সেবার কাজে পরিচালিত হচ্ছেন।

তিনি তাঁকে খ্রীষ্ট যীশুর দ্বিতীয় আগমন সম্বন্ধে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন: ‘প্রভু খ্রীষ্ট যীশুর দ্বিতীয় আগমন না হওয়া পর্যন্ত এই আজ্ঞা ধরে রাখ’; এটি ধরে রাখ যতক্ষণ তুমি বেঁচে আছ, যতক্ষণ পর্যন্ত খ্রীষ্ট এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না দেয়। তাঁর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত এর প্রতি দৃষ্টি রাখ, যখন আমরা তাঁর কাজে আমাদের সমস্ত দান দেব তখন আমরা বিশ্বস্ত বলে গণ্য হব (লূক ১৬:২ পদ)। দেখুন, প্রভু খ্রীষ্ট যীশু দেখা দেবেন– তিনি গৌরবের সঙ্গে দেখা দেবেন এবং এটি সেই দিনের মত হবে না যে দিন তিনি নম্রতা প্রকাশ করেছিলেন। একজন পরিচর্যাকারীর সকল কাজের সময় তার একটি চক্ষু দিয়ে প্রভু খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের দিকে চেয়ে থাকা দরকার এবং যতক্ষণ তিনি দেখা না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত অক্ষত এবং নিষ্কলুষ ভাবে এই আজ্ঞা পালন করা দরকার। খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের কথা উল্লেখ করার অর্থ হল খ্রীষ্টকে ভালবাসা, পৌল এটা বলতে ভালবাসেন, তাঁর সম্বন্ধে বলতে ভালবাসেন যিনি দেখা দিবেন। খ্রীষ্ট যীশুর আগমন নিশ্চিত বিষয়; কিন্তু এর সময় ও কারণ সম্বন্ধে জানা আমাদের জরুরী বিষয় নয়, যা পিতা-ঈশ্বর তাঁর নিজের হাতে রেখেছেন। দেখুন,

খ্রীষ্ট যীশু ও পিতা-ঈশ্বরকে জানতে এখানে প্রেরিত পৌল মহান বিষয় সম্বন্ধে বলেছেন,

(১) ঈশ্বর একমাত্র শক্তিশালী; পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা তাঁর মধ্য থেকে বের হয়ে আসে এবং তাঁর উপরে নির্ভরশীল। পৃথিবীর সকল ক্ষমতা ঈশ্বর প্রদত্ত (রোমীয় ১৩:১ পদ)। তিনি

একমাত্র ক্ষমতাবান যা চিরন্তন ও সর্বময় এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন।

(২) তিনি আশীর্বাদ পূর্ণ এবং একমাত্র ক্ষমতাবান, চুড়ান্তভাবে সুখী এবং কোন কিছু তাঁর সুখকে কমাতে পারে না।

(৩) তিনি রাজাদের রাজা এবং প্রভুদের প্রভু। পৃথিবীর সমস্ত রাজারা তাঁর কাছ থেকে ক্ষমতা পেয়েছে। তিনি তাদের রাজ মুকুট পরিয়েছেন, এবং তারা তা তাঁর অধীনে ধরে রেখেছেন এবং তাদের উপরে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্ব আছে। এটি খ্রীষ্ট যীশুর উপাধি (প্রকাশিত বাক্য ১৪:১৬ পদ) তাঁর পোশাক ও উরুর উপর তাঁর নাম লেখা আছে; এজন্য পৃথিবীর রাজাদের উপরে তাঁর নাম।

(৪) তিনিই শুধু অমর। তিনি একমাত্র তাঁর নিজের মধ্যে অমর। তিনি অমর কারণ তিনি জীবন ঝর্ণা। স্বর্গদূত ও পবিত্র আত্মা অমরত্বের জন্য তাঁর ভিতর থেকে বেড়িয়ে আসে।

(৫) তিনি আলোতে বাস করেন, তা এমন আলো যা কোন মানুষ সহ্য করতে পারে না; কিন্তু যাদের দ্বারা তিনি সন্তুষ্ট হয়েছেন তারা ছাড়া অন্য কোন মানুষ স্বর্গে যেতে পারে না এবং তার রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

(৬) তিনি অদৃশ্য: তাঁকে কোন মানুষ কখনও দেখে নি এবং দেখতে পারে না। এটি অসম্ভব যে, মৃত্যুর অধীন চোখ স্বর্গের উজ্জ্বলতার গৌরব দেখতে পারে না। কোন মানুষ ঈশ্বরকে দেখতে পারে না এবং দেখলে বাঁচতে পারে না।

ঈশ্বরের গৌরবময় গুণাবলী সম্বন্ধে উল্লেখ করার পর তিনি তাঁর গুণকীর্তন করে শেষ করেছেন: চিরকাল তাঁর সম্মান ও শক্তির গৌরব হোক। আমিন। ঈশ্বর সব শক্তি ও সম্মান নিজের হাতে রাখেন, আমাদের দায়িত্ব হলো তাঁর সমস্ত শক্তি ও সম্মান স্বীকার করা।

১. আমরা যখন একমাত্র অনুগ্রহকারী ও সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করিষ্থীয় তখন আমরা মন্দ পথে পরিচালিত হই। আমাদের মন্দতা প্রকাশিত হয় যখন আমরা ঈশ্বরের সঠিক মর্যাদা দিই না এবং তাঁর বিরোধিতা করে।

২. আমরা যে, তাঁর সৃষ্টি সেটা বুঝাতে তিনি আমাদের উপর তাঁর মহান প্রসন্নতা দেখিয়েছেন। এরপরও আমরা এমন কি যে, অনুগ্রহে পূর্ণ রাজাদের রাজা ও প্রভুদের প্রভু ঈশ্বর আমাদের অনুসন্ধান করেন?

৩. তারা ভাগ্যবান যারা সেই মহান ঈশ্বর ও অনুগ্রহকারী ক্ষমতাধরের সাথে বাস করার অনুমতি পেয়েছে। সাবার রাণী রাজা সোলায়মানকে বলেছেন, আপনার লোকেরা সুখী, আপনার সেই সকল দাসেরা সুখী যারা সবসময় আপনার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে (১ রাজাবলি ১০:৮ পদ)। তারাই সবচেয়ে বেশি সুখী যারা রাজাদের রাজার সামনে দাঁড়াবার অনুমতি পায়।

৪. আমাদের মহান ঈশ্বরকে ভালবাসতে, ভক্তি করতে এবং প্রশংসা করতে দাও। কারণ হে

প্রভু, তাদের কোন ভয় নেই এবং কারণ তারা তোমার নামের গৌরব করে? কারণ একমাত্র তুমিই পবিত্র (প্রকাশিত বাক্য ১৫:৪ পদ)।

প্রেরিত পৌল ধনীদের জন্যও শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত করেছেন (৫:১৭-১৯ পদ)।

তীমথি অবশ্যই তাদের সতর্ক করছেন যারা ধনী তাদের প্রলোভনে পড়ার এবং পাপে পড়ার ভয় আছে তাদের অর্থ সম্পদের জন্যে।

(১) তিনি অবশ্যই তাদেরকে মন্দ পথ থেকে ফিরে আসার জন্য সতর্ক করবেন। ধনী লোকের মধ্যে সহজে পাপ প্রবেশ করে। তাদের সতর্ক করুন যারা উঁচু মনের নয় অথবা তারা নিজেদেরকে সবার উপরে মনে করে যা আসলে একটি খারাপ স্বভাব এবং তারা তাদের সম্পদের গর্বে ফুলেফেঁপে উঠে।

(২) তিনি তাদের সম্পদের উপর মিথ্যা ভরসার বিষয়ে সতর্ক করবেন। ‘তাদের সতর্ক কর যে, তারা অবশ্যই অনিশ্চিত অর্থে ধনী হবে না।’ এই পৃথিবীতে অর্থের চেয়ে বেশি অনিশ্চিত কিছু নেই। অনেকেরই একদিন ধন-সম্পদ অনেক ছিল এবং পরের দিন তাদের আর কিছুই ছিল না। ধন-সম্পদের পাখা গজিয়েছে এবং তারা যেন স্বর্গদূতের মত উড়ে চলে গেছে (হিতোপদেশ ২৩:৫ পদ)।

(৩) তিনি তাদের জীবন্ত ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রাখার নির্দেশ দিবে এবং তাঁকে তাদের আশা-ভরসা করার পরামর্শ দিবেন যিনি তাদের আনন্দের জন্য সবকিছু দিয়েছেন। যারা ধনী হয়েছে তারা অবশ্যই জানবে যে, ঈশ্বর তাদের ধনী করেছেন এবং তাদের ধনের মাধ্যমে আনন্দ করতে দিয়েছেন। কারণ অনেকের অর্থ আছে কিন্তু তারা আনন্দ করতে জানে না এবং তাদের খরচ করার মত মন নেই।

(৪) তিনি তাদের নির্দেশনা দিবেন যেন তারা তাদের যাকিছু আছে তা দিয়ে ভাল কাজ করে। যাতে তারা ভাল কাজ দ্বারা ধনী হয়। যারা সত্যিকারের ধনী তারা ভাল কাজেও সবার চেয়ে ধনী। তারা তাদের সম্পদের ভাগ অন্যদের নিতে প্রস্তুত এবং অন্যদের দৃষ্টিতে তা আনে। ‘করতে হবে সেজন্য শুধুমাত্র করো না, ইচ্ছা প্রনোদিত হয়ে করো, কারণ ঈশ্বর হৃষ্টচিত্ত দাতাকে ভালবাসে।’

(৫) তিনি তাদের অবশ্যই পরকালের জন্য চিন্তা করার নির্দেশনা দিবেন এবং তাদের প্রস্তুত করবেন তার জন্য যা ভাল কাজের দ্বারা পাওয়া যায়। তিনি তাদের শেষ বিচার দিনের জন্য একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাবেন যাতে তারা অনন্ত জীবন পায়।

এখানে আমরা দেখতে পাই–

১. সেবকারীরা অবশ্যই ধনীদের ভয় করবে না; তাদের হয়তো অনেক ধন থাকবে, তারা তাদের শিক্ষা দিবে এবং তাদের সতর্ক করবে।

২. তারা অবশ্যই তাদের মন্দ কাজের বিরুদ্ধে এবং তাদের ধনের উপর মিথ্যা বিশ্বাস

সম্বন্ধে সতর্ক করবে। যাতে তারা গর্বিত মানুষ হবে না কিংবা অনিশ্চিত ধন সম্পদের উপর নির্ভর করবে না। তাদের শান্তি ও সেবার কাজে উসাহিত করবে যাতে তারা উত্তম কাজ করে।

৩. এটা ধনীদের আগত দিনের জন্য প্রস্তুত করার উপায় যাতে শেষ বিচারের দিনে তারা অনন্ত জীবন পায়। ভাল কাজের ফলে আমরা শেষ বিচার দিনে গৌরব, সম্মান, অমরত্ব ও অনন্ত জীবন পাব (রোমীয় ২:৭ পদ)।

৪. তীমথিকে সতর্ক করার মধ্যে একজন পরিচর্যাকারীর জন্য শিক্ষা আছে: 'তোমাকে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা বিশ্বস্তভাবে রক্ষা কর।' প্রত্যেক পরিচর্যাকারী এর সদস্য এবং তার বিশ্বস্ততা রক্ষা করার এটি একটি দপ্তর যা সে রক্ষা করছে। ঈশ্বরের সত্য ও ঈশ্বরের আদেশ তাদেরকে পবিত্র রাখবে এবং অর্থহীন কথাবার্তা এবং মানুষের গল্পকথা মুক্ত রাখবে; এসব গল্পকথাকে প্রেরিত পৌল মানুষের বক্‌বকানী ও বুদ্ধির বৈকল্য বলে ডেকেছেন। যারা এরকম করে তারা প্রায়শই ঈশ্বরের সত্যকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু প্রেরিত পৌল তীমথিকে ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের শিক্ষা দিতে বলেছেন কারণ তা তাদের বিশ্বাসের বৃদ্ধি করতে সাহায্য করবে। কিছু মানুষ আছে যারা গর্ব করে তাদের শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞান নিয়ে যাকে মিথ্যা হিসেবে বলা হয়েছে, যার দ্বারা তাদের আদর্শ নষ্ট হয়েছে এবং তারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস থেকে সরে গেছে। আমরা সুসমাচারের সত্যকে কেন রক্ষা করতে চাই এটি তার একটি বড় কারণ এবং এর দ্বারা জীবন ও মৃত্যুর সমস্যার সমাধান করি। দেখুন,

[১] পরিচর্যাকারীদের খুব গভীর ভাবে তাদের বিশ্বাস রক্ষা করতে হবে। তাদের যে বিশ্বস্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা রক্ষা করতে হবে, কারণ এটা তাদের উপরে একটি গুরু দায়িত্ব। 'হে তীমথি তোমাকে বিশ্বাসে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা রক্ষা কর'; যেভাবে তিনি বলেছেন, "আমি পুনরায় তোমাকে সতর্ক না করে শেষ করতে পারছি না, তুমি যা কিছু কর, তা বিশ্বস্তার সাথে করো"।

[২] পরিচর্যাকারীরা বাজে কথাবার্তা এড়িয়ে চলবে, যদি তারা তা না করে তাহলে তারা তাদের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে পারবে না, কারণ তারা মিথ্যা ও অপবিত্র কাজে সময় দিতে থাকবে।

[৩] যে বিজ্ঞান সুসমাচারের সত্যকে অস্বীকার করে, মিথ্যা বানায় তা আসল বিজ্ঞান নয়; কারণ বিজ্ঞান যদি সত্যিই বিজ্ঞান হয় তবে সুসমাচার দ্বারাই তার প্রমাণ হবে এবং মাত্র সেরকম বিজ্ঞানে মনোনিবেশ করতে হবে।

[৪] যারা এই ধরনের বিজ্ঞান ভালবাসে তাদের বিশ্বাস নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। যারা বিশ্বাস থেকে যুক্তি দিতে বেশি পছন্দ করে তারা বিশ্বাস ভঙ্গের বিপদে পড়বে।

পৌল প্রার্থনা ও আশীর্বাদ দিয়ে পত্রটি শেষ করেছেন: 'প্রভুর অনুগ্রহ তোমাদের উপরে

থাকুক। আমেন।’ দেখুন, এটি ছোট্ট প্রার্থনা, তথাপি আমাদের বন্ধুদের জন্য তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ অনুগ্রহ গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সমস্ত কিছু লাভজনক। অনুগ্রহ খুবই দরকারী, তথাপি এটি গৌরবের শুরু যেখানে ঈশ্বর অনুগ্রহ করেন। তিনি গৌরব দান করবেন এবং কোন ভাল কিছুই তার কাছ থেকে লুকাবেন না যে সৎ পথে চলে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক। আমেন।

তীমথির প্রতি প্ররিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

ভূমিকা

তীমথির প্রতি প্রেরিত পৌল তাঁর এই দ্বিতীয় পত্রটি লিখেছেন রোম থেকে। সে সময় তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন এবং তাঁর জীবন ছিল বিপদসঙ্কুল। তাঁর এই কথা থেকে এর প্রমাণ পাওয়া যায়: *কেননা এখন আমাকে ঢালন-উৎসর্গর মত ঢেলে দেওয়া হচ্ছে এবং আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হয়েছে*, ২ তীমথিয় ৪:৬। আপাতদৃষ্টিতে আমরা বুঝতে পারি যে, তিনি এই পৃথিবী থেকে তাঁর প্রস্থানের কথা বুঝিয়েছেন, যা খুব শীঘ্রই ঘটতে চলেছিল। বিশেষভাবে আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি যদি আমরা তাঁর প্রতি নির্যাতনকারীদের আক্রোশ ও প্রতিহিংসা মূলক মনোভাবের বিষয়টি বিবেচনা করি। তাঁকে যখন সম্রাট নীরোর সামনে নেওয়া হয়েছিল, সে সম্পর্কে তিনি বলেছেন, *আমার প্রথম বার আত্মপক্ষ সমর্থন কালে কেউ আমার পক্ষে উপস্থিত হয় নি*, ২ তীমথিয় ৪:১৬। অনুলিখনকারীরা এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এটাই তাঁর লেখা শেষ পত্র। এই সময়টিতে তীমথি কোথায় অবস্থান করছিলেন সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। এই পত্রের বিষয়বস্তু তীমথির প্রতি লেখা প্রথম পত্রটির বিষয়বস্তু থেকে ভিন্ন। এখানে তীমথিকে একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে নির্দেশনা না দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন যাপন প্রণালী এবং আচরণ সম্পর্কে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তীমথির প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ১

ভূমিকার পর (পদ ১,২) আমরা দেখি:-

ক. তীমথির প্রতি পৌলের আন্তরিক ভালবাসা, পদ ৩-৫।

খ. তীমথির প্রতি পৌলের বিভিন্ন উপায়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনা জ্ঞাপন, পদ ৬-১৪।

গ. অন্যান্যদের পাশাপাশি পৌল ফুগিল্ল ও হর্মগিনি এর কথা উল্লেখ করেছেন এবং অনীষিফর এর কথা বলে শেষ করেছেন, পদ ১৫-১৮।

২ তীমথিয় ১:১-৫ পদ

এখানে আমরা দেখতে পাই:-

ক. পত্রটিতে পৌলের নিজ পরিচয় প্রদান, যেখানে তিনি নিজেকে ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুর প্রেরিত বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, তিনি নিজে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা এবং অনুগ্রহের বলে তিনি প্রেরিত হিসেবে দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। খ্রীষ্ট যীশুতে জীবনের প্রতিজ্ঞা অনুসারে, তথা সুসমাচারের বাক্য অনুসারে তিনি এই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সুসমাচার যীশু খ্রীষ্টে জীবনের প্রতিজ্ঞা। এই জীবন আমাদের লক্ষ্য এবং খ্রীষ্ট হলেন আমাদের পথ, যোহন ১৪:৪। অনন্ত জীবনকে আমাদের জন্য প্রতিজ্ঞা হিসেবে স্থাপন করা হয়েছে এবং যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত সাক্ষ্য দানকারী হওয়ার মধ্য দিয়ে সেই প্রতিজ্ঞা আমাদের জন্য সুনিশ্চিত হয়ে ওঠে। কারণ ঈশ্বরের যত প্রতিজ্ঞা, তাঁর জন্যেই সবসময় 'হ্যাঁ, হয়, সেজন্য তাঁর দ্বারা 'আমেন'ও হয়, ২ করিন্থীয় ১:২০। তিনি তীমথিকে প্রিয় সন্তান নামে ডেকেছেন। পৌল পৌল তীমথির জন্য তাঁর অন্তরের উষ্ণতম ভালবাসা অনুভব করেছেন। কারণ একাধারে তিনি যেমন তীমথির জীবন পরিবর্তনের জন্য মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ঠিক তেমনি তীমথি একজন বাধ্য পুত্রের মতই পৌলের সাথে সাথে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. পৌল ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুতে একজন প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি মানুষের সুসমাচার গ্রহণ করেন নি, বা তার শিক্ষাও লাভ করেন নি। বরং তিনি সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন (গালাতীয় ১:১২), সে কারণে প্রেরিত হিসেবে তাঁর অভিষেক লাভ মানুষের ইচ্ছাতে হয় নি, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। এর আগের পত্রে তিনি বলেছেন

যে, তা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের নির্দেশে ঘটেছে। আর এখানে তিনি বলছেন তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঘটেছে। বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং তাঁকে একজন প্রেরিত হিসেবে মনোনীত করেছেন।

২. এখানে আমরা দেখি জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা এবং ঈশ্বরে সেই জীবন আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়া। *যে সত্য সেই অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত, যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না, সেই ঈশ্বর অনেক কাল আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন*, তীত ১:২। এই প্রতিজ্ঞা যে বিনামূল্যে লাভ করা সম্ভব এবং এর প্রাপ্তি যে সুনিশ্চিত সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে।

৩. অন্য যে কোন প্রতিজ্ঞার মত এই প্রতিজ্ঞার এসেছে প্রভু যীশুও দ্বারা তাঁর মধ্য দিয়ে। খ্রীষ্টের ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়েই সমস্ত প্রতিজ্ঞার উৎপত্তি। এ কারণে আমরা নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টের এই প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করতে পারি।

৪. পৌলের প্রিয় সন্তান তীমথি নিজেও যে অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, তা আসে আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে। আর এ কারণেই তাঁদের একজন অপর জনের মতই সমানভাবে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের ধারক ও প্রদানকারী। তাঁরা উভয়েই অনুগ্রহের আকর।

৫. যারা ধার্মিক ও পবিত্র, তারাই এই অনুগ্রহ লাভ করতে চাইবেন এবং আমাদের নিজেদের জন্য ও আমাদের প্রিয়জনদের জন্য আমাদের চাওয়ার মত সর্বোত্তম বস্তু হচ্ছে এই জীবনের প্রতিজ্ঞা। এতে করে আমরা প্রয়োজনের মুহূর্তে সেই অনুগ্রহ লাভ করতে পারব এবং আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হব, সেই সাথে আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে আমাদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে।

খ. তীমথির বিশ্বাস ও পবিত্রতার জন্য ঈশ্বরের প্রতি পৌলের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন। তিনি ঈশ্বরকে এই বলে ধন্যবাদ দিচ্ছেন যে, তাঁর প্রার্থনায় তীমথির কথা ঈশ্বর শ্রবণ করেছেন। লক্ষ্য করুন, আমরা যে কোন ভাল কাজই করিন্থীয় না কেন, এবং আমাদের বন্ধুদের জন্য আমরা যত ভালভাবেই দায়িত্ব পালন করিন্থীয় না কেন, তার জন্য অবশ্যই ঈশ্বর গৌরবের দাবীদার এবং তাঁকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে হবে। তিনিই আমাদের অন্তরে সেই চেতনা জাগিয়ে তোলেন যেন আমরা আমাদের প্রার্থনায় তাদের কথা স্মরণ করিন্থীয় এবং এই সকল আবেদন রাখি। পৌল প্রচুর প্রার্থনা করতেন। তিনি দিনে ও রাতে সব সময় প্রার্থনা করতেন। তিনি তাঁর প্রার্থনায় সব সময় তাঁর বন্ধুদের বা তাঁর প্রিয়জনদের কথা স্মরণে রাখতেন। তিনি উত্তম পরিচর্যাকারীদের জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করতেন। এ কারণেই তিনি তীমথির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং তিনি দিনরাত অবিরত তাঁর কথা প্রার্থনায় স্মরণ করেছিলেন। তিনি অবিরতভাবে, অর্থাৎ কোন বিরতি না নিয়ে একনাগাড়ে তীমথির জন্য প্রার্থনা করে গেছেন। আমরা যেভাবে প্রার্থনার সময় অন্যদের কথা বলতে মাঝে মাঝে ভুলে যাই, সেভাবে কখনোই পৌল তাঁর প্রিয় মানুষগুলোর কথা প্রার্থনায় স্মরণ করতে ভোলেন নি। পৌল তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে শিখেছিলেন কী করে ঈশ্বরের

কাছে খাঁটি ও অকৃত্রিম হৃদয় নিয়ে প্রার্থনা করতে হয়। এটি পৌলের জন্য অত্যন্ত আনন্দের একটি বিষয় ছিল যে, তিনি ঈশ্বরের মনোনীত গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং যারা ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ করত তাদেরই বংশে তিনি জন্ম নিয়েছিলেন। এ কারণে তিনিও শৈশব থেকে অকৃত্রিম ভক্তি ও পবিত্রতা নিয়ে ঈশ্বরের পরিচর্যা করেছেন। তিনি ঈশ্বরের পরিচর্যা ও তাঁর সেবার জন্য যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তা তিনি নির্ভুলভাবে পালন করেছেন এবং তিনি তা তাঁর প্রতিদিনকার কাজে পরিণত করেছিলেন, প্রেরিত ২৪:১৬। তীমথিকে দেখার জন্য তিনি প্রবলভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। এর কারণ ছিল তীমথির প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহ। তাঁদের শেষ বিদায়ের সময় তীমথির চোখে জল দেখেছিলেন। তিনি তীমথিকে প্রিয় সন্তান নামে ডেকেছেন। পৌল তীমথির জন্য তাঁর অন্তরের উষ্ণতম ভালবাসা অনুভব করেছেন। কারণ একাধারে তিনি যেমন তীমথির জীবন পরিবর্তনের জন্য মাধ্যম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন, ঠিক তেমনি তীমথি একজন বাধ্য পুত্রের মতই পৌলের সাথে সাথে ঘুরে সুসমাচার প্রচার করেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. পৌল ঈশ্বরের ইচ্ছায় খ্রীষ্ট যীশুতে একজন প্রেরিত হয়েছিলেন। তিনি মানুষের সুসমাচার গ্রহণ করেন নি, বা তার শিক্ষাও লাভ করেন নি। বরং তিনি সরাসরি যীশু খ্রীষ্টের প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন (গালাতীয় ১:১২), সে কারণে প্রেরিত হিসেবে তাঁর অভিষেক লাভ মানুষের ইচ্ছাতে হয় নি, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই হয়েছে। এর আগের পত্রে তিনি বলেছেন যে, তা আমাদের ত্রাণকর্তা ঈশ্বরের নির্দেশে ঘটেছে। আর এখানে তিনি বলছেন তা ঈশ্বরের ইচ্ছাতে ঘটেছে। বস্তুত ঈশ্বর স্বয়ং তাঁকে একজন প্রেরিত হিসেবে মনোনীত করেছেন।

২. এখানে আমরা দেখি জীবনের জন্য প্রতিজ্ঞা এবং ঈশ্বরে সেই জীবন আশীর্বাদপ্রাপ্ত হওয়া। *যে সত্য সেই অনন্ত জীবনের আশাযুক্ত, যিনি কখনও মিথ্যা বলেন না, সেই ঈশ্বর অনেক কাল আগে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন*, তীত ১:২। এই প্রতিজ্ঞা যে বিনামূল্যে লাভ সম্ভব এবং এর প্রাপ্তি যে সুনিশ্চিত সে বিষয়ে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে।

৩. অন্য যে কোন প্রতিজ্ঞার মত এই প্রতিজ্ঞার এসেছে প্রভু যীশুও দ্বারা তাঁর মধ্য দিয়ে। খ্রীষ্টের ঈশ্বরের অনুগ্রহের মধ্য দিয়েই সমস্ত প্রতিজ্ঞার উৎপত্তি। এ কারণে আমরা নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টের এই প্রতিজ্ঞার উপরে নির্ভর করতে পারি।

৪. পৌলের প্রিয় সন্তান তীমথি নিজেও যে অনুগ্রহ, করুণা ও শান্তি লাভ করতে চেয়েছিলেন, তা আসে আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছ থেকে। আর এ কারণেই তাঁদের একজন অপর জনের মতই সমানভাবে আশীর্বাদ ও অনুগ্রহের ধারক ও প্রদানকারী। তাঁরা উভয়েই অনুগ্রহের আকর।

৫. যারা ধার্মিক ও পবিত্র, তারাই এই অনুগ্রহ লাভ করতে চাইবেন এবং আমাদের নিজেদের জন্য ও আমাদের প্রিয়জনদের জন্য আমাদের চাওয়ার মত সর্বোত্তম বস্তু হচ্ছে এই জীবনের প্রতিজ্ঞা। এতে করে আমরা প্রয়োজনের মুহূর্তে সেই অনুগ্রহ লাভ করতে

পারব এবং আমাদের পাপের ক্ষমা লাভ করতে সক্ষম হব, সেই সাথে আমাদের পিতা ঈশ্বর ও প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে আমাদের শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হবে।

৬. পৌলের প্রিয় সন্তান তীমথি নিজের কথা ঈশ্বর শ্রবণ করেছেন। লক্ষ্য করুন, আমরা যে কোন ভাল কাজই করিন্থীয় না কে ও পবিত্রতায় পথ চলতে শুরু করে, তখন তা সেই অভিভাবকদের জন্য অত্যন্ত স্বস্তির বিষয় হয়ে ওঠে (৩ যোহন ১:৪): *আমার সন্তানেরা সত্যে চলে, এই কথা শুনলে যে আনন্দ হয়, তার চেয়ে বড় কোন আনন্দ আমার নেই*। পৌল তাঁর বন্ধুদের সম্পর্কে অত্যন্ত ইতিবাচক ধারণা পোষণ করতেন এবং তিনি সব সময় তাদের জন্য যেটি সবচেয়ে ভাল হবে সেটি করার জন্য চেষ্টা করতেন। তিনি বিশেষভাবে তীমথিকে নিয়ে খুব বেশি আশাবাদী ছিলেন, কারণ *আমার কাছে এমন আর কেউ নেই যে, তীমথিয়ের মত করে প্রকৃতভাবে তোমাদের বিষয় চিন্তা করে*, ফিলিপীয় ২:২০। লক্ষ্য করুন:-

১) প্রেরিত পৌলের বক্তব্য অনুসারে আমাদের উচিত খাঁটি ও অকৃত্রিম হৃদয় নিয়ে ঈশ্বরের পরিচর্যা ও সেবা করা, যেমনটা আমাদের পূর্বপুরুষেরা করেছেন। এজন্য আমাদের উচিত খাঁটি অন্তরে বিশ্বাসের পূর্ণ নিশ্চয়তায় ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হওয়া, কারণ আমাদের অন্তরকে রক্ত ছিটিয়ে মন্দ থেকে মুক্ত করা হয়েছে, ইব্রীয় ১০:২২।

২) আমাদের প্রার্থনার মাঝে অবিরতভাবে আমাদের বন্ধুদের কথা স্মরণ করতে হবে, বিশেষ করে যারা খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী। পৌল দিনে ও রাতে সব সময় তাঁর প্রিয় সন্তান তীমথির কথা তাঁর প্রার্থনায় স্মরণ করতেন।

৩) প্রকৃত বিশ্বাসীদের মধ্যে যে বিশ্বাস অবস্থান করে তা একান্তভাবে অকৃত্রিম। সেখানে কোন মিথ্যাচার নেই, কোন ভণ্ডামি নেই। এই বিশ্বাস পরীক্ষার সময় বিশ্বাসীদেরকে শক্তি যোগাবে এবং তা তাদের মাঝে এক জীবন্ত আদর্শ হিসেবে অবস্থান করে। পৌলের ধন্যবাদ প্রদানের উপলক্ষ্য ছিল এটাই যে, তীমথি তাঁর মা উনীকী এবং তাঁর নানী লোয়ীর বিশ্বাস উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছিলেন। আমরা যখন এ ধরনের দৃষ্টান্ত দেখব তখন আমাদেরও এমন বিশ্বাস ধারণ করার জন্য উৎসাহিত হওয়া উচিত। যখনই আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহের চিহ্ন দেখব তখনই আমাদের উচিত হবে আনন্দ করা, যেমনটা করেছিলেন বার্ণবা, প্রেরিত ১১:২৩,২৪। আমরা পিতার কাছ থেকে যে আদেশ পেয়েছি, তোমার সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তেমনি সত্যের পথে চলছে দেখতে পেয়ে আমি অতিশয় আনন্দিত হয়েছি, ২ যোহন ১:৪।

২ তীমথিয় ১:৬-১৪ পদ

এখানে আমরা দেখি, পৌল তীমথিকে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দান করছেন (পদ ৬): *আমি তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি*। যারা অত্যন্ত ধার্মিক

ও পবিত্র জীবন যাপন করেন তাদেরকেও অনেক সময় নানা দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। ২ পিতর ৩:১ পদে বলা হয়েছে, *তোমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তোমাদের সরল চিত্তকে জাগিয়ে তুলছি*।

ক. পৌল তীমথিকে উৎসাহ দিচ্ছেন যেন তাঁর ভেতরে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ দান রয়েছে তা তীমথি প্রজ্বলিত রাখেন। কয়লার আগুন যেভাবে অবিরাম জ্বলতে থাকে, সেভাবে এই দান প্রজ্বলিত রাখতে হবে। ঈশ্বর তাঁকে যত অনুগ্রহ ও অনুগ্রহ দান করেছেন তার সবগুলোর ক্ষেত্রেই এই কথা বলা হয়েছে। এই সকল দান তীমথিকে একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে যোগ্য করে তুলেছে এবং পবিত্র আত্মার বিশেষ দানে সমৃদ্ধ করেছে। সে কারণে তাকে অবশ্যই এই সকল দানে নিজেকে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে এবং এই দানগুলো চর্চা করতে হবে। যদি এই দানগুলোকে চর্চা করা না হয় তাহলে কখনোই তা আমাদের মধ্যে বৃদ্ধি পাবে না। অনুগ্রহের দান ব্যবহার করতে হবে এবং এভাবেই তা বৃদ্ধি করতে হবে। যার আছে তাকে আরও দেওয়া হবে, মথি ২৫:২৯। তাকে এই দানগুলো কাজে লাগানোর জন্য সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করতে হবে, কারণ এটিই অনুগ্রহের দান সমূহের প্রসার ঘটানোর সর্বোত্তম উপায়। ঈশ্বর যে দানই তীমথির মাঝে দিয়ে থাকুন না কেন, তীমথি যদি তা প্রজ্বলিত না রাখেন তাহলে তা এক সময় বিলীন হয়ে যাবে। তাছাড়া আমরা দেখতে পাই যে, প্রেরিত পৌলের হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে এই দান তাঁর মাঝে দেখা দিয়েছিল, যা মূলত অভিষেক হিসেবে অভিহিত করা যায়, ১ তীমথিয় ৪:১৪। সম্ভবত তীমথি পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষেক লাভ করেছিলেন এবং ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ দান লাভ করেছিলেন, যা প্রেরিত পৌলের হস্তার্পণের মধ্য দিয়ে তাঁর মাঝে সঞ্চারিত হয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে, খ্রীষ্টের প্রেরিত ব্যতীত আর কারও পবিত্র আত্মার অভিষেক দানের ক্ষমতা ছিল না। পরবর্তীতে তীমথি তাঁর পরিচর্যা কাজে ব্যাপকভাবে সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। লক্ষ্য করুন:-

১. আমাদের অনুগ্রহ দানের বৃদ্ধির পথে সবচেয়ে বড় বাধা হচ্ছে অহেতুক ভীতি। এ কারণে পৌল তীমথিকে এ ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে বলছেন: ঈশ্বর *আমাদেরকে ভীরুতার আত্মা দেন নি*, পদ ৭। এই অন্তর্নিহিত ভীরুতার কারণেই সেই দাস তার মনিবের তালন্তটি মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছিল, তা দিয়ে ব্যবসা করে সে তা বৃদ্ধি করার কোন চেষ্টাই করে নি, মথি ২৫:২৫। এখন ঈশ্বর এ কারণেই আমাদেরকে ভীরুতার আত্মার বিরুদ্ধে শক্তি দান করেছেন এবং ভয় না করার জন্য আমাদেরকে উৎসাহ দিচ্ছেন। মানুষের মুখাপেক্ষা করে ভীত হওয়া আমাদের উচিত নয়। আমাদের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে সমস্ত বিপদের আশঙ্কা থাকতে পারে সেগুলোর কথা ভেবে ভয় পাওয়া আমাদের উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদেরকে ভীরুতার আত্মা থেকে উদ্ধার করেছেন এবং তিনি আমাদেরকে *শক্তির, ভালবাসার ও সুবুদ্ধির আত্মা দিয়েছেন*। শক্তি আত্মা, অর্থাৎ যে কোন সমস্যা ও বিপদের মুখোমুখি হওয়া ও তা অতিক্রম করার মত সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসার আত্মা, যা আমাদেরকে যে কোন প্রতিকূলতা ভেঙ্গে সামনে নিয়ে যাবে, যেভাবে যাকোব রাহেলের জন্য সব ধরনের পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করেছিলেন। ঈশ্বরের ভালবাসার আত্মা আমাদেরকে মানুষের প্রতি ভীতি থেকে মুক্ত করবে এবং মানুষ আমাদের প্রতি যতই

আঘাত হানুক না কেন তা আমাদের কাছে সহনীয় করে তুলবে। সুবুদ্ধির আত্মা, বা অন্তরের ও মনের স্থিরতা, আমাদের নিজেদের ভেতরে এক শান্ত ও সমাহিত অনুভূতি। আমরা অনেক সময় আমাদের কাজে ও চলার পথে আমাদের নিজেদের কল্পনা প্রসূত নানা বিষয় নিয়ে হতাশ হয়ে পড়ি। সুবুদ্ধির আত্মা আমাদের অন্তরকে শান্ত করে তোলে এবং আমাদের কল্পনা দূর করে দিয়ে এমন চিন্তা তৈরি করে যা আমাদেরকে যে কোন হতাশা ও সমস্যার সহজ সমাধান এনে দেয়।

২. ঈশ্বর তাঁর পরিচর্যাকারীদেরকে যে আত্মা দান করেন তা কোন ভীরুতার আত্মা নয়, বরং তা অসম সাহসের আত্মা। এই আত্মা শক্তির আত্মা, কারণ তারা তাঁর নামে কথা বলেন, যিনি এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের উপরে, স্বর্গ ও পৃথিবীর উভয়ের উপরে সর্ব শক্তিমান। এটি ভালবাসার আত্মা, কারণ পরিচর্যাকারীদের সকল কাজে ও পরিচর্যায় অবশ্যই ঈশ্বরের প্রতি ও মানুষের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে হবে। এটি সুবুদ্ধির আত্মা, কারণ তারা সত্যের বাক্য উচ্চারণ করেন এবং তাদের অন্তর থাকে ধীরস্থির।

খ. তিনি তীমথিকে অত্যাচার ও নির্যাতনের জন্য প্রস্তুত হতে এবং এর মাঝেও নিজেকে স্থির রাখতে উৎসাহ দিচ্ছেন: "*আমাদের প্রভুর সম্বন্ধে সাক্ষ্যের বিষয়ে এবং তাঁর বন্দী যে আমি, আমার বিষয়ে তুমি লজ্জিত হয়ো না*। তোমাকে যে সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য এবং সুসমাচার প্রচার করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, সেই দায়িত্ব নিয়ে কখনো লজ্জাবোধ কোরো না।" এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. খ্রীষ্টের সুসমাচার এমন এক মহান সত্য যার জন্য আমাদের কখনো লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। যারা খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করেন তাদের জন্যও আমাদের কখনো লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। পৌল যদিও এখন কারাগারে বন্দী রয়েছেন, তথাপি তাঁর জন্য তীমথির কোনভাবেই লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। তাঁর নিজের যেমন খ্রীষ্টের জন্য নির্যাতিত হওয়া নিয়ে ভয় করা উচিত নয়, তেমনি যারা খ্রীষ্টের জন্য এখন নির্যাতিত হচ্ছে ও কষ্টভোগ করছে, তাদেরকে স্বীকার করে নিতেও কোন ধরনের ভীতি বা লজ্জা থাকা উচিত নয়।

(১) সুসমাচার হচ্ছে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য। এই সুসমাচারের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর নিজের সাক্ষ্য আমাদের কাছে প্রকাশ করেছেন। আর এই সুসমাচারের প্রতি স্বীকৃতি জানিয়ে আমরা তাঁর কাছে ও তাঁরই জন্য আমাদের সাক্ষ্য বহন করি।

(২) পৌল ছিলেন প্রভুতে বন্দী, প্রভুর বন্দী, ইফিষীয় ৪:১। প্রভু যীশুও জন্যই তিনি কারাগারের ভেতরে শেকল দ্বারা বন্দী হয়েছিলেন।

(৩) আমাদের প্রভু বা তাঁতে বন্দী পরিচর্যাকারীরা কারও জন্যই আমাদের লজ্জিত হওয়ার কোন কারণ নেই। যে কোন এক জনের জন্য যদি আমরা লজ্জিত হই তাহলে ঈশ্বরের আমাদেরকে স্বীকৃতি জানাতে লজ্জিত হবেন। *কিন্তু ঈশ্বরের শক্তি অনুসারে সুসমাচারের জন্য আমার সঙ্গে দুঃখভোগ স্বীকার কর;* এর অর্থ হচ্ছে, সুসমাচারের কারণে কষ্টভোগ

করার জন্য আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে, সেই কষ্টভোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, এই পৃথিবীর যত ঈশ্বর ভক্ত পবিত্র লোক কষ্টভোগ করেছেন তাদের সাথে সহভাগিতায় মিলে কষ্টভোগ করতে ইচ্ছুক থাকতে হবে। আমাদের সুসমাচারের জন্য দুঃখভোগের সহভাগী হতে হবে। এভাবেও বলা যায় যে, সুসমাচারকে সাথে করে আমাদের দুঃখভোগ করতে হবে। যারা এভাবে সুসমাচারের জন্য দুঃখভোগ করবে তারা হয়ে উঠবে সকল ঈশ্বরভক্ত পবিত্র লোকদের সহভাগী। যারা সুসমাচারের জন্য দুঃখভোগ করে তাদের জন্য শুধু দুঃখ প্রকাশ বা সহানুভূতি প্রদর্শন করলেই চলবে না, বরং সেই সাথে তাদেরকে অবশ্যই সেই কষ্টভোগকারীদের সাথে কষ্টভোগ করতে হবে এবং তাদের দুঃখের সহভাগী হতে হবে। যে ব্যক্তি সুসমাচারের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণ পেতে চায়, কিন্তু তার জন্য কষ্টভোগ করতে চায় না, সে কখনো পরিত্রাণ লাভ করতে পারে না। লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] তখনই আমরা সঠিকভাবে অন্যদের সাথে সহভাগিতা কষ্টভোগ করতে পারি, যখন আমরা সেই কষ্টভোগ করার মত শক্তি ও সামর্থ আমাদের পিতা ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণ করি: ঈশ্বরের *শক্তি অনুসারে সুসমাচারের জন্য আমার সঙ্গে দুঃখভোগ স্বীকার কর*।

[২] সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদেরকে, বিশেষ করে তাদের মধ্য থেকে খ্রীষ্টীয় পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই সুসমাচারের জন্য দুঃখভোগ করতে হবে।

[৩] ঈশ্বরের শক্তি অনুসারে অবশিষ্ট সকল মানুষকে সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করতে হবে, ১ করিন্থীয় ১০:১৩।

২. ঈশ্বর ও সুসমাচারের কথা উল্লেখ করে পৌল বিশেষভাবে এ বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলতে চাইছেন যে, সুসমাচার বা সুসমাচারের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের জন্য কত মহা মহা কাজ সাধন করেছেন, পদ ৯,১০। কষ্টভোগ করার ক্ষেত্রে তীমথিকে উৎসাহ দানের জন্য তিনি দুটি বিষয় বিবেচনা করতে বলেছেন:-

(১) যে সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করতে তাকে আহ্বান জানানো হয়েছে সেই সুসমাচারের বৈশিষ্ট্য এবং এর গৌরবময় ও অনুগ্রহপূর্ণ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য। সাধারণত পৌল যখনই খ্রীষ্টের কথা এবং খ্রীষ্টের সুসমাচারের কথা উল্লেখ করেন, তখনই তিনি এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বক্তব্য রাখেন যার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। তিনি আমাদেরকে এই কথাগুলো বলছেন যেন আমরা খ্রীষ্ট ও তাঁর সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করা থেকে পিছিয়ে না আসি। লক্ষ্য করুন:-

[১] সুসমাচারের লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের পরিত্রাণ প্রদান করা: *তিনি আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন*। যাঁর জন্য আমরা পরিত্রাণ লাভ করেছি তাঁর জন্য কষ্টভোগ করতে আমাদের এতটুকু দ্বিধা করার কোন অবকাশ নেই। তিনি আমাদের প্রত্যেককে পরিত্রাণ করতে শুরু করেছেন এবং তিনি তাঁর নিরূপিত সময়ে সেই কাজ শেষ করবেন; কারণ ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে আহ্বান জানাবেন তাঁর কাছে আসার জন্য (রোমীয় ৪:১৭)। এ কারণেই পৌল বিশেষভাবে বলেছেন, *তিনিই আমাদেরকে পরিত্রাণ দিয়েছেন*।

[২] সুসমাচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদেরকে পবিত্রীকৃত করা: *তিনিই আমাদেরকে পবিত্র আহ্বানে আহ্বান করেছেন*। তিনি আমাদেরকে পবিত্র হওয়ার জন্য আহ্বান করেছেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস এক মহান আহ্বান, এক পবিত্র আহ্বান। আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন, আমাদেরকে এই আহ্বান জানানো হয়েছে। লক্ষ্য করুন, যত মানুষ অনন্ত জীবনের পরিত্রাণ লাভ করবেন, তারা সকলেই পবিত্রীকৃত হয়েছেন। সুসমাচারের আহ্বান অত্যন্ত কার্যকর এক আহ্বান, যা আমাদের মধ্যকার পবিত্রতাকে উজ্জীবিত করে তোলে এবং যাদেরকে আহ্বান করা হয়েছে তাদেরকে পবিত্র করে তোলে।

[৩] এই পরিত্রাণের উৎস হচ্ছে যীশু খ্রীষ্টে ঈশ্বরের বিনামূল্যে দত্ত অনুগ্রহ ও অনন্তকালীন পরিকল্পনা। যদি আমরা তা নিজেদের যোগ্যতায় অর্জন করতাম তাহলে সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করা আমাদের জন্য কঠিন ছিল। কিন্তু আমরা এই পরিত্রাণ লাভ করেছি একান্তভাবে বিনা মূল্যে, আমাদের কোন কাজের পুরস্কার হিসেবে নয়। আর তাই সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করতে আমাদের মোটেও দ্বিধা থাকা উচিত নয়। বলা হয়েছে যে, পৃথিবী সৃষ্টির আগে থেকেই এই অনুগ্রহ আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের এই পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য চিরকাল স্থায়ী। এই পরিত্রাণ আমরা লাভ করিন্থীয় প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে, কারণ ঈশ্বরের কাছ থেকে পাপী মানুষের প্রতি সমস্ত অনুগ্রহ দান আসে একমাত্র যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে।

[৪] সুসমাচার হচ্ছে এই উদ্দেশ্য ও অনুগ্রহের প্রকাশ: *এখন আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশুর আর্বিভাবের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হল*, যিনি অনন্ত কাল ধরে পিতা ঈশ্বরের ক্রোড়ে অবস্থান করছিলেন এবং তিনি উপযুক্তভাবে তাঁর সমস্ত মহিমামণ্ডিত উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সাধন করেছেন। তাঁর আগমনের মধ্য দিয়ে এই মহিমান্বিত পরিকল্পনা আমাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। যেখানে খ্রীষ্ট নিজে এই কষ্ট ভোগ করেছেন, সেখানে আমাদের কি এই কষ্টভোগ করতে এতটুকু দ্বিধা করা উচিত?

[৫] খ্রীষ্টের সুসমাচারের মধ্য দিয়ে মৃত্যু দূরীভূত হয়েছে: তিনি মৃত্যুকে শক্তিহীন করেছেন। তিনি শুধু যে মৃত্যুকে দুর্বল করে তুলেছেন তাই শুধু নয়, সেই সাথে তিনি আমাদের উপরে মৃত্যুর সমস্ত শক্তি অকার্যকর করেছেন। আমাদের পাপ তুলে নেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি মৃত্যুকে পরাজিত করেছেন। কারণ মৃত্যুর হুল হচ্ছে পাপ, ১ করিন্থীয় ১৫:৫৬। মৃত্যু এখন সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। মৃত্যু এখন আর আমাদের শত্রু নয়, বর আমাদের মিত্রে পরিণত হয়েছে। এটি এমন একটি দরজা যা আমাদেরকে এই সমস্যাবহুল, প্রতিকূল ও পাপপূর্ণ পৃথিবী থেকে এক নতুন, শান্তিময় ও পবিত্রতায় পৃথিবীয় নিয়ে যায়। মৃত্যুর শক্তি খর্ব করায় এখন আর তা তাদের উপরে জয়লাভ করতে পারে না যারা সুসমাচারের বিশ্বাস। বরং বিশ্বাসীরাই এখন মৃত্যুর উপরে জয়লাভ করছেন। মৃত্যু, তোমার হুল কোথায়? মৃত্যু, তোমার জয় কোথায়, ১ করিন্থীয় ১৫:৫৫।

[৬] তিনি সুসমাচারের *মধ্য দিয়ে জীবন ও অমরত্বকে আলোতে এনেছেন*। এর আগে কোন প্রত্যাদেশের মধ্য দিয়েই যে পৃথিবীকে আমরা এতটা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি নি,

সেই পৃথিবীকে তিনি এখন সম্পূর্ণভাবে আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। সেই পৃথিবীর সকল সুখ, আনন্দ ও শান্তির প্রকৃত রূপ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়েছে। আমরা এখন প্রত্যেকে কোন পর্দার আড়ালে না থেকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত অবস্থায় সেই পৃথিবীকে উজ্জ্বল আলোতে দেখতে পাচ্ছি। জীবন ও অমরত্বের সুসমাচার আমাদের সামনে সেই পৃথিবীতে প্রকাশ করেছে, আমাদের চোখের সামনে তা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এখন আমরা খোলা চোখেই তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা নিজ নিজ অনন্ত জীবন লাভের মধ্য দিয়ে গৌরব, সম্মান ও অমরত্ব লাভের জন্য আরও বেশি উজ্জীবিত হব।

(২) ঈশ্বর ভক্ত প্রেরিত পৌলের দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন, পদ ১১,১২। তিনি সুসমাচার প্রচার করার জন্য নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং বিশেষভাবে অযিহূদীদের কাছে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই তাঁকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর এই দায়িত্বই তাঁর কাছে কষ্টভোগ করার মত যথেষ্ট কারণ ছিল। সেক্ষেত্রে কেন তীমথিও তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কষ্টভোগ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করবেন না? সুসমাচারের জন্য কষ্টভোগ করতে গিয়ে কোন মানুষেরই ভীত বা লজ্জিত হওয়া উচিত নয়। পৌল বলছেন, *এই কারণে এত দুঃখভোগও করছি; তবুও আমি লজ্জিত নই, কেননা যাঁর উপর বিশ্বাস করেছি, তাঁকে জানি এবং দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করছি যে, আমি তাঁর কাছে যা গচ্ছিত রেখেছি, তিনি সেই দিনের জন্য তা রক্ষা করতে সমর্থ*। লক্ষ্য করুন:-

[১] অনেক সময় পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম কাজটি করতে গিয়ে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তিটিকেই সবচেয়ে বেশি কষ্টভোগ করতে হয়: *এই কারণে এত দুঃখভোগও করছি*। এর অর্থ হচ্ছে, আমার প্রচারের জন্য এবং সুসমাচারের সাথে নিজেকে সংযুক্ত রাখার জন্য।

[২] তাদের লজ্জিত হওয়া উচিত নয়, কারণ যে কারণে তারা দুঃখভোগ করবেন, তা তাদেরকে সম্মানিত করবে। কিন্তু যারা এই দুঃখভোগ করতে চাইবে না, তারা নিজেরাই নিজেদের লজ্জার আবরণে ঢাকা পড়বে।

[৩] যারা খ্রীষ্টে নির্ভর করে তারা জানে যে, তারা কার উপরে নির্ভর করেছে। প্রেরিত পিতর বিজয়ের এক পবিত্র আনন্দে ও উল্লাসে উদ্ভাসিত হয়ে বলেছেন যে, “আমি এক দৃঢ় ভিত্তি ও ভূমির উপরে দাঁড়িয়ে আছি। আমি জানি যে, আমি সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজনের কাছে আমার সমস্ত নির্ভরতা সমর্পণ করেছি।” খ্রীষ্টের কাছে আমাদের কী সমর্পণ করা প্রয়োজন? আমাদের আত্মার পরিত্রাণ এবং স্বর্গীয় রাজ্যে এই আত্মার চিরস্থায়ী সংরক্ষণ। এজন্য বলা যায়, আমরা তাঁর কাছে যা কিছু গচ্ছিত রাখি না কেন তা কখনোই বিনষ্ট হবে না, বরং তা চিরকালের জন্য নিরাপদে সংরক্ষিত থাকবে। এমন এক দিন আসছে যখন আমাদের আত্মাকে বিচারের সামনে দাঁড় করানো হবে: “হে আত্মা সকল! তোমাদের কাছে একটি করে আত্মা দেওয়া হয়েছিল, সেই আত্মাকে তোমরা কী করেছ? তোমরা সেই আত্মা কার কাছে উৎসর্গ করেছ? ঈশ্বরের কাছে? না কি শয়তানের কাছে? কীভাবে তোমরা এই আত্মাকে কাজে লাগিয়েছিলে? পাপের কাজে, না কি খ্রীষ্টের কাজে?” এমনই একটি দিন সামনে আসছে এবং সেই দিনটি হবে সকলের জন্যই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি দিন। সেই

দিনে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ধনাধ্যক্ষতার হিসাব দিতে হবে (লূক ১৬:২), আমাদের নিজ নিজ আত্মার হিসাব দিতে হবে। যদি আমরা কার্যকর ও বাধ্য বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিজেদেরকে সমর্পিত রাখি, আমাদের আত্মা বাধ্যতায় তাঁর কাছে সমর্পণ করি, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি তা রক্ষা করবেন এবং শেষ দিনে আমাদের জন্য তা সান্ত্বনার বিষয় হয়ে উঠবে।

গ. পৌল তীমথিকে নিরাময় শিক্ষার আদর্শ হিসেবে ধরে রাখার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন, পদ ১৩।

১. পৌল যা বলতে চেয়েছেন তা হচ্ছে, নিরাময় শিক্ষার একটি কাঠামো ধরে রাখা। এটি সংক্ষিপ্ত কাঠামো, একটি ক্যাটেকিজম, পবিত্র শাস্ত্র অনুসারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের প্রাথমিক আদর্শের একটি বিমূর্ত রূপ, সঠিক পদ্ধতিতে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসের এক সারসংক্ষিপ্ত রূপ, যা আমরা শিক্ষার প্রয়োজনেই পবিত্র শাস্ত্র থেকে আহরণ করব। অথবা আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে চিন্তা করলে নিরাময় শিক্ষার আদর্শ বলতে সমগ্র পবিত্র শাস্ত্রকেই বোঝানো হয়েছে।

২. পৌল সেই শিক্ষা ধরে রাখতে বলেছেন। তিনি সেই শিক্ষায় তীমথিকে স্থির থাকতে বলেছেন। খ্রীষ্ট-বিশ্বাসকে কলুষিত করে এমন যে কোন মিথ্যা শিক্ষা বা ভ্রান্ত ধারণা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে দৃঢ় অবস্থান ধারণ করতে হবে। পৌল নিজে তীমথিকে যে সকল শিক্ষা দিয়েছেন সে সকল শিক্ষা মনে রাখার ও ধরে রাখার জন্য তিনি তাঁকে বিশেষভাবে নির্দেশনা দিয়েছেন। পৌল স্বর্গীয় আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত ছিলেন। আর পবিত্র শাস্ত্র, কিংবা পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত ব্যক্তিদের মুখের কথা পালন করা ও ধারণ করা আমাদের কর্তব্য। এই নিরাময় শিক্ষাকে কখনো মিথ্যাচারে অভিযুক্ত করা যায় না, তীত ২:৮। কিন্তু কীভাবে আমরা তা ধরে রাখতে পারি? বিশ্বাস ও ভালবাসার মধ্য দিয়ে। এর অর্থ হচ্ছে, আমাদেরকে অবশ্যই বিশ্বস্ততার বাক্যের মধ্য দিয়ে এর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করতে হবে এবং নির্দ্বিধায় তা স্বাগত জানাতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই শুদ্ধ ও পবিত্র অন্তর নিয়ে এই শিক্ষা ধারণ করতে হবে। এই শিক্ষা আমাদের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। বিশ্বাস ও ভালবাসা অবশ্যই এক সাথে চলতে হবে। শুধুমাত্র নিরাময় শিক্ষার উপরে বিশ্বাস করলে ও স্বীকৃতি জানালেই চলবে না, বরং সেই সাথে আমাদের অবশ্যই তা ভালবাসতে হবে। এই শিক্ষার সত্যতাকে বিশ্বাস করার পাশাপাশি এর মঙ্গলময়তার প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই ভালবাসা বা ভালবাসার মধ্য দিয়ে পবিত্র শাস্ত্রের নিরাময় শিক্ষাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। আমাদেরকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে সত্যকে প্রকাশ করতে হবে, ইফিষীয় ৪:১৫। খ্রীষ্টে আমরা যে বিশ্বাস ও ভালবাসা পাই তা অবশ্যই তা আমাদের জীবন দ্বারা প্রয়োগ করতে হবে, যার ভিত্তি নিরূপিত হবে যীশু খ্রীষ্টতে, যার মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আমাদের সাথে কথা বলেন এবং আমরা ঈশ্বরের সাথে কথা বলি। তীমথিকে অবশ্যই একজন পরিচর্যাকারী হিসেবে নিরাময় শিক্ষার আদর্শ ধরে রাখতে হবে, যেন এর দ্বারা অন্যেরা উপকৃত হয়। এখানে বলা হয়েছে নিরাময় শিক্ষা। এর অর্থ হচ্ছে, ঈশ্বরের বাক্যের নিরাময় বা সুস্থ করার গুণ রয়েছে। তিনি তাঁর বাক্য আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন, যে বাক্য আমাদেরকে সুস্থ করেছে। এই একই ভাবধারা থেকে বলা

হয়েছে, আমাদের কাছে যে সকল উত্তম বিষয় প্রতিজ্ঞা করা হয়েছিল সেগুলো পবিত্র আত্মা আমাদের মাঝে সাধন করবেন, যিনি আমাদের মাঝে বসবাস করেন। উত্তম বিষয় হচ্ছে নিরাময় শিক্ষার আদর্শ, খ্রীষ্টান মতবাদ। এই মতবাদ বা শিক্ষা তীমথি তাঁর বাপ্তিস্মের মধ্য দিয়ে এবং খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হিসেবে তাঁর শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে লাভ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি যখন পরিচর্যাকারী হিসেবে অভিষেক লাভ করেন তখনও তাঁর মধ্যে এই শিক্ষার আদর্শ গ্রথিত হয়। লক্ষ্য করুন:-

(১) খ্রীষ্টীয় শিক্ষা হচ্ছে এমন এক সম্পদ যা আমাদের কাছে বিশ্বাস করে দেওয়া হয়েছে। সার্বজনীনভাবে প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে তা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিশেষভাবে পরিচর্যাকারীদের জন্য তা ধরে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই শিক্ষা অতি উত্তম এবং অমূল্য এক সম্পদ। আমাদের জন্য এর সুফল এক কথায় অবর্ণনীয়। এটিকে পৃথিবীর যে কোন ধন রত্ন বা অর্থ সম্পদের চেয়ে অধিক মূল্যবান বলে অভিহিত করা যায়, কারণ তা আমাদের কাছে খ্রীষ্টের অনাবিষ্কৃত ধন প্রকাশ করে, ইফিষীয় ৩:৮। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে এই নিরাময় শিক্ষাকে খাঁটি ও অক্ষুণ্ন অবস্থায় সংরক্ষিত রাখা এবং আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম হিসেবে যারা আসবে তাদের কাছে এই শিক্ষা হস্তান্তর করা। আমাদের অবশ্যই এই শিক্ষা অত্যন্ত যত্নের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে এবং কেউ যেন এই শিক্ষাকে এতটুকু কলুষিত করতে না পারে, এর আদর্শ ক্ষুণ্ন করতে না পারে এবং মিথ্যাচারের মাধ্যমে এর শক্তি খর্ব করতে না পারে সে ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা ও শক্তি না থাকলে আমাদের পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব নয়। কাজেই আমাদের উচিত হবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করা যেন তিনি আমাদেরকে সেই শক্তি দান করেন।

(২) প্রত্যেক উত্তম পরিচর্যাকারী ও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীর মধ্যে পবিত্র আত্মা অবস্থান করেন। তারাই তাঁর মন্দির । তিনি তাদেরকে সেই ক্ষমতা ও শক্তি দান করেছেন যেন তাঁরা সুসমাচারকে খাঁটি ও নিষ্কলুষ রাখতে পারেন। তথাপি তাদের উচিত হবে নিজেদেরকে আরও যোগ্য করে তোলার চেষ্টা করা যেন তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে এই উত্তম শিক্ষা ও আদর্শকে সমুন্নত রাখতে পারেন। এর কারণ হল, পবিত্র আত্মা কখনো মানুষের নিজস্ব প্রচেষ্টাকে নির্বাপিত করেন না, বরং মানুষের প্রচেষ্টা ও পবিত্র আত্মার শক্তি এক সাথে কাজ করে।

২ তীমথিয় ১:১৫-১৮ পদ

নিজেকে দৃঢ় অবস্থানে ধরে রাখার জন্য তীমথিকে পরামর্শ দেওয়ার পর এখন পৌল তাঁকে যা বলতে চলেছেন তা হচ্ছে:-

ক. তিনি যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে অনেকের ভ্রষ্টতার কথা বলছেন, পদ ১৫। আপাতদৃষ্টিতে আমরা দেখতে পাই যে, মণ্ডলীর সবচেয়ে উত্তম ও ধার্মিকতার যুগে এমন অনেকেই ছিল

যারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস ধারণ করেছিল, কিন্তু আবার তা থেকে তারা সরেও এসেছিল। শুধু তাই নয়, এ ধরনের মানুষের সংখ্যা ছিল প্রচুর। তিনি বলছেন না যে, তারা খ্রীষ্টের শিক্ষা থেকে সরে এসেছিল, কিন্তু তারা স্বয়ং খ্রীষ্টের কাছ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিয়েছিল। তারা তাঁর প্রতি নিজেদের পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল এবং তাঁর দুর্দশার সময় তাঁকে ত্যাগ করেছিল। কাজেই অনেক মানুষ যে পৌলের প্রতিও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, এতে আর অবাক হওয়ার কী আছে? প্রত্যেক পরিচর্যাকারীর জন্যই এই পরিণতি যেন অবধারিত, যোহন ৬:৬৬।

খ. তিনি একজন ব্যক্তির নাম বলছেন, যে তাঁর সাথে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করেছিল। তার নাম অনীষিফর: *কেননা তিনি বার বার আমার প্রাণ জুড়িয়েছেন এবং আমার শিকল হেতু লজ্জিত হন নি*, পদ ১৬। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. পৌলের প্রতি অনীষিফর কী ধরনের দয়া দেখিয়েছিলেন: তিনি পৌলের প্রাণ জুড়িয়েছিলেন। মাঝে মাঝেই অনীষিফর তাঁর চিঠি, বিভিন্ন পরামর্শ এবং সান্ত্বনা দানের মধ্য দিয়ে পৌলকে স্বস্তি দিয়েছেন। পৌল যে বন্দী অবস্থায় ছিলেন, শেকলে আবদ্ধ ছিলেন, তা নিয়ে অনীষিফরের কোন ধরনের লজ্জাবোধ ছিল না। তিনি যে যন্ত্রণা ও অপমান ভোগ করছিলেন, তা নিয়ে অনীষিফরের কোন অস্বস্তি ছিল না। তিনি একবার বা দু'বার পৌলের প্রতি এই সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নি, বরং তিনি বার বার পৌলকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা দিয়েছেন। পৌল যখন ইফিষে তাঁর বন্ধুদের মাঝে অবস্থান করেছেন সে সময়ই শুধু নয়, বরং রোমে তাঁর বন্দীদশাতেও অনীষিফর এসেছিলেন এবং সেখানে তিনি পৌলের পরিচর্যা করেছেন। তিনি রোমে এসে যত্নপূর্বক পৌলের অনুসন্ধান করেছিলেন এবং তাঁকে খুঁজে বের করেছিলেন, পদ ১৭। লক্ষ্য করুন, একজন ভাল মানুষ সব সময়ই ভাল কাজ করার সুযোগ খুঁজবেন এবং যদি কোন সুযোগ তার সামনে আসে তাহলে তিনি কখনো তা হাতছাড়া করবেন না। ইফিষে তিনি পৌলের পরিচর্যা করেছিলেন এবং তাঁর প্রতি সদয় হয়েছিলেন। তীমথি এ কথা জানতেন।

২. কীভাবে পৌল অনীষিফরকে প্রতিদান দিলেন, পদ ১৬-১৮। যে ব্যক্তি কোন ভাববাদীকে আতিথেয়তা প্রদান করে সে ভাববাদীর কাছ থেকে আশীর্বাদ লাভ করে। পৌল প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনীষিফরকে প্রতিদান দিয়েছিলেন: *প্রভু তাঁকে এই বর দিন, যেন সেদিন তিনি প্রভুর কাছ থেকে করুণা পান*। সম্ভবত এই পত্রটি যখন লেখা হয় তখন অনীষিফর তাঁর বাড়ি থেকে দূরে ছিলেন এবং তিনি সে সময় পৌলের সাথে ছিলেন। সে কারণে পৌল প্রার্থনা করেছেন যেন তিনি যত দিন বাইরে থাকবেন তত দিন যেন প্রভু অনীষিফরের পরিবারকে আশীর্বাদ করেন। যদিও অনেকে মনে করে থাকেন যে, পত্রটি লেখার সময় অনীষিফর মারা গিয়েছিলেন এবং সে কারণে পৌল তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করে প্রার্থনা করছিলেন, তথাপি তা অযৌক্তিক; কারণ তাদের এই যুক্তি মৃত ব্যক্তিদের জন্য প্রার্থনা করার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করে। কিন্তু এ কথার আসলেই কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না যে, অনীষিফর সে সময় মারা গিয়েছিলেন। অনিশ্চিত কোন বিষয়ের উপরে নির্ভর করে পবিত্র শাস্ত্রের কোন বাক্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

গ. তিনি অনীষিফরের জন্য এবং তাঁর পরিবারের জন্য প্রার্থনা করেছেন: *যেন সেদিন তিনি প্রভুর কাছ থেকে করুণা পান*, যেদিন মৃত্যু ও বিচারের শেষ দিনটি আসবে, যখন খ্রীষ্ট তাঁর নিজের প্রতি করা তাঁর সকল অনুসারীদের ভাল কাজগুলোকে বিবেচনায় আনবেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. মৃত্যু ও বিচারের দিন এক ভয়ঙ্কর দিন এবং সেই দিনটিকেই তাৎপর্যপূর্ণভাবে “সেদিন” বলা হয়েছে।

২. সেই দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ লাভ করার চেয়ে বড় আর কোন প্রত্যাশা থাকতে পারে না খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্য। যারা ঈশ্বরভক্ত লোকদের জন্য কোন মমতা দেখায় নি তাদের বিচার করার সময় কোন মমতা দেখানো হবে না।

৩. সেই দিনে ধার্মিক ও উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের দয়া ও করুণার প্রয়োজন হবে: তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া অনুসন্ধান করবে, যাকোব ২১।

৪. আমাদের যদি করুণা ও দয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে এখনই তা আমাদের ঈশ্বরের কাছে যাচঞ্ঞা করা উচিত।

৫. একমাত্র প্রভু ঈশ্বরের কাছ থেকেই আমরা দয়া ও ক্ষমা পেতে পারি। প্রভু যদি আমাদেরকে দয়া না করেন, আমাদের উপরে করুণা বর্ষণ না করেন, তাহলে মানুষ ও স্বর্গদূতের দয়া ও সহানুভূতি আমাদের কোন কাজেই আসবে না।

৬. দয়া ও করুণার জন্য আমাদের অবশ্যই প্রভুর কাছে তা যাচঞ্ঞা করতে হবে, যিনি করুণার ধারক ও প্রদানকারী। যেহেতু প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের প্রতি ঈশ্বরের সমস্ত ক্রোধ প্রশমন করেছেন, সে কারণে ঈশ্বর আমাদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করবেন। আমাদেরকে অনুগ্রহের সিংহাসনের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে, যেন আমরা দয়া লাভ করিহ্বীয় এবং প্রয়োজনের সময়ে যেন আমাদের সাহায্যার্থে আমরা সেই অনুগ্রহ লাভ করি।

৭. আমাদের নিজেদের বা আমাদের বন্ধুদের বা প্রিয়জনদের জন্য আমরা সর্বোত্তম যে বস্তুটি চাইতে পারি তা হচ্ছে, প্রভু যেন তাদেরকে এমনভাবে আশীর্বাদ করেন যাতে করে সেই দিনে তারা অপরিসীম অনুগ্রহের অধিকারী হয়। তারা যেন এই পৃথিবী অতিক্রম করে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে পারে এবং চিরকালের জন্য সেই নতুন পৃথিবীতে বাস করতে পারে। আমরা আশীর্বাদ করতে পারি যেন তারা খ্রীষ্টের বিচার আসনের সামনে উপস্থিত হতে পারে এবং সেখান থেকে বিজয়ীর বেশে বেরিয়ে আসতে পারে। প্রভু আমাদের প্রত্যেককে সেই অনুগ্রহ দান করুন যেন শেষ বিচারের সেই দিনে আমরা প্রভুর করুণা ও দয়া লাভ করতে পারি।

তীমথির প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ২

এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল তীমথিকে নানা ধরনের দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান করেছেন, যা পৃথিবীর সকল পরিচর্যাকারী ও খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের জন্যই অত্যন্ত উপযোগী, কারণ এই সকল শিক্ষা যীশু খ্রীষ্টকে অনুসরণকারী প্রত্যেক বিশ্বাসীদের জন্য উপযুক্ত।

ক. পৌল তীমথিকে তাঁর কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহ দান করেছেন এবং কোথায় কোথায় তাঁর সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে সে ব্যাপারে পরামর্শ দিয়েছেন, পদ ১।

খ. তাঁকে পরিচর্যা কাজের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারী তৈরি করে রেখে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেন তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাঁর পরিচর্যা কাজের পদটিও শূন্য হয়ে না যায়, পদ ২।

গ. তিনি তীমথিকে এই পরিচর্যা কাজে একজন সৈনিক ও একজন কৃষকের মত করে অবিরতভাবে সেবা ও শ্রম দানের জন্য আত্মনিয়োগ করতে উৎসাহ দিয়েছেন। সেই সাথে তিনি তাঁকে তাঁর সকল দুঃখভোগের মাঝেও এর পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছেন, পদ ৩-১৫।

ঘ. তীমথিকে অবশ্যই অশালীন ও অসার কথাবার্তা ত্যাগ করতে হবে (পদ ১৬-১৮), কারণ সেসব কথা অত্যন্ত ঘৃণ্য ও মন্দ কাজ সাধনকারী, পদ ১৬-১৮।

ঙ. তিনি ঈশ্বরের ভিত্তি সম্পর্কে কথা বলেছেন, যার অস্তিত্ব সুনিশ্চিত, পদ ১৯-২১।

চ. তাঁকে যা অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে – যুবক বয়সের অভিলাষ এবং মূর্খতা ও অপরিপক্ক প্রশ্ন। সেই সাথে তিনি কী করবেন সে ব্যাপারেও তাঁকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, পদ ২২-২৬।

২ তীমথিয় ২:১-৭ পদ

এখানে পৌল তীমথিকে তাঁর কাজে ধীর ও স্থির থাকার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেছেন: তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান হও, পদ ১। লক্ষ্য করুন, যারা ঈশ্বরের জন্য কাজ করবেন তাদের নিজেদেরকে অবশ্যই সেই কাজে উৎসাহিত করতে হবে এবং সেই কাজের জন্য শক্তিশালী করে তুলতে হবে। যীশু খ্রীষ্টে যে অনুগ্রহ আমরা পাই তাতে শক্তিশালী হয়ে ওঠার ঠিক বিপরীত বলতে আমরা বুঝি সেই অনুগ্রহে দুর্বল হয়ে পড়া।

যেখানে সত্যিকারের অনুগ্রহ রয়েছে, সেখানেই অনুগ্রহের শক্তিমত্তাকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য প্রয়োজন রয়েছে প্রচেষ্টা ও শ্রমের। আমাদের পরীক্ষা ও প্রলোভন সামনে যত বাড়বে, তত বেশি আমাদের এই অনুগ্রহে আরও বেশি করে শক্তিশালী হয়ে উঠতে হবে এবং নিজেদেরকে যোগ্য প্রমাণ করতে হবে। আমাদের বিশ্বাস যত শক্তিশালী হবে, আমাদের অন্তরের প্রত্যয়ও তত দৃঢ় হবে এবং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের প্রতি আমাদের ভালবাসাও তত বেশি শক্তিশালী হবে। কিংবা এখানে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলা যায় যে, আমাদের নিজেদের শক্তিতে শক্তিশালী হওয়ার বিপরীত দিকটি এখানে বোঝানো হয়েছে। আমাদের উচিত নিজেদেরকে শক্তিশালী করে তোলা, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেদের উপর নির্ভর করে নয়। বরং আমাদের অবশ্যই যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহকে অন্তরে ধারণ করে সেই অনুগ্রহের শক্তিতে নিজেদেরকে বলীয়ান করে তুলতে হবে। এর সাথে আমরা তুলনা করতে পারি ইফিষীয় ৬:১০ পদ: *তোমরা প্রভুতে ও তাঁর শক্তির পরাক্রমে বলবান* হও। যখন পিতর খ্রীষ্টের জন্য মৃত্যুবরণ করার শপথ করেছিলেন, সে সময় তিনি তাঁর নিজের শক্তিতে শক্তিশালী হয়েছিলেন। যদি তিনি যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের শক্তিতে শক্তিশালী হতেন, তাহলে তিনি তাঁর কথা রাখতে পারতেন। লক্ষ্য করে দেখুন:-

১. এখানেই যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের উপস্থিতি স্বমহিমায় পরিলক্ষিত হয়। কারণ মোশি কর্তৃক ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছিল, কিন্তু অনুগ্রহ ও সত্য আসে একমাত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে, যোহন ১:১৭। আমাদের সকলের জন্য তাঁর কাছে যথেষ্ট অনুগ্রহ রয়েছে।

২. আমাদেরকে অবশ্যই এই অনুগ্রহে শক্তিশালী হতে হবে। আমাদের নিজেদের শক্তিতে নয়, আমাদের নিজেদের যোগ্যতায় নয়, কিংবা যে অনুগ্রহ ইতোমধ্যে আমাদের মধ্যে রয়েছে সেই অনুগ্রহের শক্তিতে নয়। বরং খ্রীষ্টের মাঝে যে অনুগ্রহ রয়েছে সেই অনুগ্রহের শক্তিতে আমাদের শক্তিশালী হতে হবে। আর এভাবেই আমরা অনুগ্রহে শক্তিশালী হতে পারব।

৩. যেভাবে একজন পিতা তার পুত্রকে ঐকান্তিকভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকেন, সেভাবেই পৌল তীমথিকে প্রগাঢ় স্নেহ ও ভালবাসার সাথে উৎসাহ দিচ্ছেন: *অতএব হে আমার সন্তান, তুমি খ্রীষ্ট যীশুতে স্থিত অনুগ্রহে বলবান* হও। এখানে লক্ষ্য করুন:-

ক. তীমথিকে অবশ্যই কষ্টভোগ করতে হবে, এমনকি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এ কারণে তাঁর উচিত এমন কাউকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে রেখে যাওয়া যে সুসমাচারের এই পরিচর্যা কাজে তাঁর উত্তরাধিকারী হয়ে উঠতে পারবে, পদ ২। তাঁর অবশ্যই অন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং সুসমাচারের পরিচর্যা কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে হবে। তিনি নিজে যা কিছু শুনেছেন ও যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সে সবের প্রতি তাদের ভেতরে ভক্তি ও ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। পরিচর্যাকারীদের অভিষেক দান করার ক্ষেত্রে তাঁকে অবশ্যই দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে:- তাদের বিশ্বস্ততা বা সততা ("এই পৃথিবীকে বিশ্বস্ত মানুষের হাতে সমর্পণ করতে হবে, যারা আন্তরিকভাবে ঈশ্বরের গৌরব সাধনের জন্য কাজ করবে, খ্রীষ্টের মর্যাদা সাধনের লক্ষ্যে কাজ করবে, মানুষের

আত্মার মঙ্গল সাধন এবং মানুষের মাঝে পরিত্রাণকর্তার রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করবে”), এবং সেই সাথে তাদের পরিচর্যার সক্ষমতা। তারা নিজেরা জানলেই শুধু চলবে না, সেই সাথে অন্যদেরকেও সেই সত্যের শিক্ষা দান করতে হবে এবং তাদের ভেতরে শিক্ষা দান করার মত যোগ্যতা থাকতে হবে। এখানে আমরা দেখি:-

১. তীমথিকে যে কাজগুলো করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল – অনেক সাক্ষীর মুখে তিনি প্রেরিত পৌল সম্পর্কে যে সমস্ত কথা শুনেছেন, সেসব কথা তাঁকে এমন লোকদের কাছে শিক্ষা দিতে হবে যারা বিশ্বস্ত এবং যারা তাঁরই মত করে আবার অন্যদেরকে সে সব কথা শিক্ষা দেবে। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর রাজ্য ও সুসমাচার সম্পর্কে যে শিক্ষা পৌল তাঁকে দিয়েছেন সেসব ব্যতীত অন্য আর কিছু শিক্ষা দিতে তাঁকে প্রচ্ছন্নভাবে নিষেধ করা হয়েছে।

২. তাঁকে বিশ্বস্ততার সাথে, এক পবিত্র আমানত হিসেবে সেই সকল কথামালা সংরক্ষণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তা অবিকৃতভাবে অন্যদের কাছে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে।

৩. তিনি যাদের কাছে এই সকল কথামালা শিক্ষা দেবেন তাদেরকে অবশ্যই হতে হবে বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন মানুষ, সেই সাথে যাদের অন্যকে শিক্ষা দানের যোগ্যতা আছে।

৪. যদিও মানুষ একই সাথে বিশ্বস্ত ও অন্যদেরকে শিক্ষা দেওয়ার মত যোগ্য সম্পন্ন হতে পারে, তথাপি তীমথির কাছ থেকে তাদের এই অভিষেত লাভ করতে হবে, যিনি একজন পরিচর্যাকারী এবং যিনি এখন সেই পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। কেউই নিজেকে ঈশ্বরের পরিচর্যাকারী বলে ঘোষণা করতে পারে না, যদি না ইতোমধ্যে পরিচর্যাকারী হিসেবে ঈশ্বরের সেবা কাজ করছেন এমন কেউ তাকে অভিষেক দান না করে।

খ. তাকে অবশ্যই কষ্ট সহ্য করতে হবে (পদ ৩): *তুমি খ্রীষ্ট যীশুর উত্তম যোদ্ধার মত আমার সঙ্গে দুঃখভোগ স্বীকার কর*।

১. প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, বিশেষ করে খ্রীষ্টের পরিচর্যাকারীরা হলেন যীশু খ্রীষ্টের যোদ্ধা। তারা তাঁর পতাকা তলে এসে তাঁর পক্ষ হয়ে তাঁর স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন, কারণ তিনি আমাদের পরিত্রাণের নেতৃত্ব দানকারী সেনাপতি, ইব্রীয় ২:১০।

২. যীশু খ্রীষ্টের যোদ্ধাদের অবশ্যই নিজেদেরকে উত্তম যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করতে হবে, নিজেদেরকে সেনাপতির কাছে বিশ্বস্ত হতে হবে, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে নিজেদেরকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করতে হবে, এবং যিনি তাদেরকে ভালবাসা করেছেন, তাঁর মধ্য দিয়ে তারা যে পর্যন্ত না জয় লাভ করে, সে পর্যন্ত লড়াই করে যেতে হবে, রোমীয় ৮:৩৭।

৩. যারা নিজেদেরকে যীশু খ্রীষ্টের উত্তম যোদ্ধা বলে বিবেচনা করবে, তাদের অবশ্যই এই পৃথিবীতে দুঃখভোগ করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, এই পৃথিবীতে আমরা বহু দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করব, যদি আমরা খ্রীষ্টের পথ অনুসরণ করি। আমাদের উচিত এর জন্য নিজেদেরকে

এই সকল দুঃখ ও কষ্ট ভোগের জন্য প্রস্তুত রাখা এবং যখন সেই সকল কষ্ট আমাদের জীবনে এসে পড়বে তখন সেগুলোকে ধৈর্য সহকারে সহ্য করা ও নিজেদের বিশ্বস্ততা ও সততার অবস্থানে অটুট থাকা।

গ. তীমথিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন তিনি নিজেকে এই পৃথিবীর বিষয় সমূহের সাথে জড়িয়ে না ফেলেন, পদ ৪। একজন যোদ্ধাকে যখন যুদ্ধে যাওয়ার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়, তখন সে এই পৃথিবীয় তার যত পেশা ও কাজ রয়েছে তা ছেড়ে যায় এবং শুধুমাত্র তার সেনাপতির আদেশ সে পালন করে। যদি আমরা নিজেদেরকে যীশু খ্রীষ্টের উত্তম যোদ্ধা করে গড়ে তুলতে চাই, তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই এই পৃথিবীর সমস্ত মায়া ত্যাগ করতে হবে। আমরা যখন এই পৃথিবীতে পার্থিব কাজে নিয়োজিত থাকব, তখনও আমাদের উচিত হবে এমনভাবে জীবন ধারণ করা, যেন পার্থিব বিষয়সমূহ আমাদের জীবনকে গ্রাস করে নিতে না পারে। আমাদের উচিত হবে এ বিষয়ে সতর্ক থাকা, যেন পৃথিবীতে অবস্থান করার সময়ে ঈশ্বরের প্রতি আমাদের দায়িত্ব থেকে এবং আমাদের খ্রীষ্টীয় সহ-বিশ্বাসীদের প্রতি আমাদের দায়িত্ব থেকে এই পৃথিবীর আকর্ষণগুলো আমাদেরকে বিচ্যুত করতে না পারে। যারা ঈশ্বরের ন্যায়ের যুদ্ধে লড়াই করবে, তাদেরকে অবশ্যই এই পৃথিবী থেকে সমস্ত সংযোগ ত্যাগ করতে হবে; যেন যিনি আমাদেরকে যোদ্ধা হিসেবে লড়াই করার জন্য মনোনীত করেছেন, তাঁকে আমরা সন্তুষ্ট করতে পারি। লক্ষ্য করুন:- একজন যোদ্ধার সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তার সেনাপতিকে সন্তুষ্ট করা। ঠিক একইভাবে একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সর্বোচ্চ লক্ষ্য হওয়া উচিত খ্রীষ্টকে সন্তুষ্ট করা, নিজেদেরকে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। যিনি আমাদেরকে সৈনিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন তাঁর কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার উপায় হচ্ছে আমাদের নিজেদেরকে পার্থিব কোন কিছুর সাথে জড়িত করে না ফেলা, বরং আমাদের পবিত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য সামনে যে সমস্ত বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে সেগুলোকে ছিন্ন করে ফেলা।

ঘ. তাঁকে অবশ্যই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, এই আত্মিক যুদ্ধে তিনি ঈশ্বরয়ী যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করেছেন কি না, তিনি সম্পূর্ণভাবে প্রভুর নির্দেশ অনুসারে চলছেন কি না (পদ ৫): *কোন ব্যক্তি যদি মল্লযুদ্ধ করে, সে যদি নিয়ম মত যুদ্ধ না করে তবে জয়ের মুকুটে বিভূষিত হয় না*। আমরা প্রতিনিয়ত মল্লযুদ্ধ করছি, আমাদের অভিলাষ ও কামনাগুলোকে পরাজিত করার জন্য মল্লযুদ্ধ করছি। কিন্তু আমরা এই যুদ্ধে পুরস্কার আশা করতে পারি না, যদি আমরা মল্লযুদ্ধের আইন না মানি। যা উত্তম তা সাধন করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সঠিক নিয়ম মেনে তা করতে হবে, যেন আমাদের ভাল কাজ কোন মন্দ ফল বয়ে নিয়ে না আসে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীকে অবশ্যই মল্লযুদ্ধে জয়লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তার নিজের অভিলাষ ও অশুচিতার দোষগুলোকে মল্লযুদ্ধে মাধ্যমে পরাজিত করতে হবে।

২. তথাপি তাকে অবশ্যই সঠিক নিয়ম মেনে তবেই মল্লযুদ্ধে নামতে হবে। তাকে নিয়মানুগভাবে মল্লযুদ্ধ করতে হবে।

৩. যারা নিয়ম মেনে লড়াই করবে, তারা শেষ পর্যন্ত যখন চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে, সে সময় তারা বিজয় মুকুট অর্জন করবে।

৬. তাঁকে যথাযোগ্য একটি পুরস্কারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। (পদ ৬): *যে কৃষক পরিশ্রম করে, তারই প্রথমে ফসলের ভাগ পাওয়া উচিত*। আবার অনেকে এর ভিন্ন ব্যাখ্যা করে বলেন, যে কৃষক প্রথমে পরিশ্রম করে তারই ফসলের ভাগ পাওয়া উচিত, যা আমরা যাকোব ৫:৭ পদের সাথে তুলনা করলে দেখতে পাই। যদি আমরা ফসলের ভাগ পেতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে। যদি আমরা পুরস্কার লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই দৌড়াতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রথম কৃষকের মত করে আমাদেরকেও প্রথমে পরিশ্রম করতে হবে। অধ্যবসায় ও ধৈর্য সহকারে আমাদেরকে অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে, যদি আমরা সেই ফলের ভাগীদার হতে চাই। ঈশ্বরের নিরূপিত প্রতিজ্ঞার উত্তরাধিকারী হতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলতে হবে। আর এই কারণেই আমাদের ধৈর্য ধারণ করা আবশ্যক।

এর পরে প্রেরিত পৌল তীমথির প্রতি তাঁর বিশেষ শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ ব্যক্ত করলেন এবং তাঁর সম্পর্কে পৌলের যে বিশেষ প্রত্যাশা রয়েছে তা উল্লেখ করলেন: *আমি যা বলি, তা বিবেচনা কর; কারণ প্রভু সমস্ত বিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি দেবেন*, পদ ৭। এখানে আমরা দেখি:-

১. পৌল তীমথিকে সেই সমস্ত কথা বিবেচনা করতে বলছেন যেগুলোর বিষয়ে তিনি বিশেষভাবে তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন। ঈশ্বরের বিষয়সমূহ সম্পর্কে তিনি যে সকল শিক্ষা পৌলের কাছ থেকে লাভ করেছেন সেগুলো সম্পর্কে তার অবশ্যই বিশেষভাবে চর্চা করা প্রয়োজন এবং সেগুলো সব সময় স্মরণে রাখা প্রয়োজন। বিবেচনা করা একাধারে মনের সুপরিবর্তন এবং ভাল জীবন যাপনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়।

২. তিনি তীমথির জন্য প্রার্থনা করেছেন: *প্রভু সমস্ত বিষয়ে তোমাকে বুদ্ধি দেবেন*। লক্ষ্য করে দেখুন, ঈশ্বরই আমাদেরকে সমস্ত বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করে থাকেন। সবচেয়ে বুদ্ধিমান যে মানুষটি তারও আরও বেশি করে ঈশ্বরের কাছ থেকে এই দান গ্রহণ করার প্রয়োজন রয়েছে। যিনি বাক্যের প্রত্যাদেশ দিয়ে থাকেন তিনি যদি আমাদের অন্তরে এর বোধগম্যতা বা উপলব্ধি না দেন, তাহলে আমরা কিছুই নই। অন্যদের জন্য আমরা যখন একত্রে মিলে প্রার্থনা করি, তখন প্রভু আমাদের সকলকে বুদ্ধি দান করেন এবং সুবিবেচনা দেন। আমরা যা বলি তা অন্যদেরকে বিবেচনা করার জন্য আমাদেরকে উচিত তাদেরকে উৎসাহিত করা, কারণ বিবেচনা করার মধ্য দিয়ে আমরা যা শুনি বা পড়ি তা উপলব্ধি করতে পারি, স্মরণে রাখতে পারি এবং চর্চা করতে পারি।

২ তীমথিয় ২:৮-১৩ পদ

ক. তীমথিকে কষ্টভোগের জন্য উৎসাহিত করে তুলতে প্রেরিত পৌল তাঁকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন (পদ ৮): *স্মরণে রেখো, দায়ূদের বংশজাত যীশু খ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন– এটাই আমার সুসমাচার*। এটি তাঁর স্বর্গীয় পরিচর্যা কাজের এক মহান সাক্ষ্য এবং তা একাধারে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যতারও এক মহা প্রমাণ। এটি বিবেচনা করলে আমরা বুঝতে পারি যে, আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবনে আমরা কীভাবে বিশ্বস্ত হব এবং কীভাবে এই পৃথিবীতে চলার পথে কষ্টভোগ করার জন্য আমরা নিজেদেরকে উৎসাহিত করব। যে সকল ঈশ্বর ভক্ত লোক এই পৃথিবীতে কষ্টভোগ করছেন তাদের প্রত্যেকের অবশ্যই এ কথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. আমাদের যীশু খ্রীষ্টের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যিনি আমাদের বিশ্বাসের রচয়িতা এবং সুসম্পন্নকারী। তিনিই আমাদের সেই আনন্দ, যাঁকে আমাদের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল। তিনি আমাদের জন্য ক্রুশে মৃত্যু সয়েছেন, আমাদের জন্য অপমানিত হয়েছে এবং এখন তিনি স্বর্গে ঈশ্বরের ডান পাশে সিংহাসনে উপনীত হয়েছেন, ইব্রীয় ১২:২।

২. যীশু খ্রীষ্টের মানব দেহে মূর্তমান হওয়া এবং তাঁর পুনরুত্থান যদি আমরা অন্তর দিয়ে বিশ্বাস করিষ্টীয় এবং সঠিকভাবে বিবেচনা করি, তাহলে আমরা আমাদের বর্তমান এই খ্রীষ্টান জীবনে সমস্ত প্রকার কষ্ট সহ্য করতে সক্ষম হব।

খ. কষ্টভোগের ক্ষেত্রে তীমথিকে উৎসাহিত করার আরেকটি বিষয় ছিল এই যে, পৌল নিজেও খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগের দৃষ্টান্ত হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন। লক্ষ্য করুন:-

১. কীভাবে প্রেরিত পৌল কষ্টভোগ করেছেন (পদ ৯): *এই সুসমাচার প্রচারের জন্যই দুঃখভোগ করছি, এমন কি, দুষ্কর্মকারীর মত আমাকে শিকলে বাঁধা হয়েছে*। সে কারণে পৌলের আত্মিক পুত্র হিসেবে তীমথিরও পৌলের চেয়ে কোন অংশে কম কষ্টভোগ করার প্রত্যাশা করা উচিত নয়। পৌল এমন একজন মানুষ ছিলেন যিনি কখনো কোন ধরনের মন্দ কাজ করেন নি। যারা এই পৃথিবীতে সব সময় ভাল করেছেন, তারাই যদি পৃথিবীর মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে খারাপ আচরণের শিকার হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের মোটেও অবাক হওয়া উচিত হবে না। কিন্তু পৌলের ক্ষেত্রে এটাই সান্ত্বনার বিষয় ছিল যে, ঈশ্বরের বাক্য *তো শিকল দিয়ে বাঁধা হয় নি*। নির্যাতন করার কারণে হয়তো পরিচর্যাকারীদের মুখ রুদ্ধ হতে পারে এবং তাদেরকে শিকল দিয়ে বেঁধে রাখা হতে পারে। কিন্তু নির্যাতনকারীরা কখনোই মানুষের অন্তর ও আত্মা থেকে ঈশ্বরের বাক্যকে কেড়ে নিতে পারে না। কেউই কখনো ঈশ্বরের বাক্যকে বন্দী করতে পারে না। মানুষ যখন অন্তর দিয়ে ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করে, তখন পৃথিবীর এমন আর কোন শক্তি নেই যা মানুষের অন্তর থেকে তা দূর করে দিতে পারে। এটি স্মরণ করে তীমথি উৎসাহ ও উদ্দীপনা পেতে পারেন এবং নির্ভয়ে যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য দানের জন্য নিজেকে সমর্পণ করতে পারেন। খ্রীষ্টের বাক্য

যে কোন পরিচর্যাকারীর কাছে তার নিজের স্বাধীনতা, বা জীবনের চেয়েও প্রিয় হওয়া উচিত। আর এই বাক্যের জন্য সাক্ষ্য বহন করতে গিয়ে আমাদের কষ্টভোগ করতে হয়, বন্দীত্ব বরণ করতে হয়, সেটাও আমাদের কাছে শ্রেয়। এখানে আমরা দেখতে পাই:-

(১) এই পৃথিবীতে একজন ভাল পরিচর্যাকারী যে ধরনের আচরণ পেয়ে থাকেন: *আমি দুঃখভোগ করেছি*। তিনি যেন বলতে চেয়েছেন যে, এই দুঃখভোগের জন্যই তাঁকে আহ্বান জানানো হয়েছে। এই কাজের জন্যই তাঁকে অভিষেক করা হয়েছে।

(২) যে কারণে বা যে পরিস্থিতিতে তাঁকে কষ্টভোগ করতে হয়েছে: *দুষ্কর্মকারীর মত আমাকে শিকলে বাঁধা হয়েছে*। এই একই যুক্তি ধরে যিহূদীরা পীলাতকে বলেছিল যে, *এ যদি দুষ্কর্মকারী না হত, আমরা আপনার হাতে একে তুলে দিতাম না*, যোহন ১৮:৩০।

(৩) তাঁকে যে অভিযোগে দুঃখভোগ করতে হয়েছিল তা হচ্ছে, তিনি একজন দুষ্কৃতিকারী, মন্দ কার্য সাধনকারী, তথা অপরাধী। তিনি সুসমাচারের জন্যই এই অপবাদ সয়েছেন। প্রেরিত পৌল শত কষ্ট সয়েছেন, বন্দীত্ব বরণ করেছেন, এর সবই শুধুমাত্র সুসমাচারের সাক্ষ্য বহন করার জন্য এবং পৃথিবীর পাপ ও কলুষতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে ঈশ্বরের উদ্দেশে নিজেকে পবিত্র রাখার জন্য, ইব্রীয় ১২:৪। যদিও তিনি সুসমাচারের প্রচারক হিসেবে অনেকবার বন্দী হয়েছেন, তথাপি সুসমাচারকে কখনো বন্দী করা যায় নি।

২. কেন তিনি আনন্দের সাথে কষ্টভোগ করেছেন: *আমি মনোনীতদের জন্য সমস্ত কিছুই সহ্য করি*, পদ ১০। লক্ষ্য করুন:-

(১) উত্তম পরিচর্যাকারীদের উচিত সবচেয়ে কঠিন কষ্টভোগের কাজটি করার জন্য নিজেকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা এবং উজ্জীবিত করা। এভাবেই ঈশ্বর নিশ্চয়ই মণ্ডলীর মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসবেন এবং তাঁর মনোনীতদেরকে তিনি অনুগ্রহ দান করবেন। যেন যীশু খ্রীষ্টে যে পরিত্রাণ রয়েছে তা তারা লাভ করতে পারে। আমাদের নিদের আত্মার পরিত্রাণ লাভের পাশাপাশি আমাদের উচিত অন্যদের আত্মা যেন পরিত্রাণ লাভ করে তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা।

(২) মনোনীতদেরকেই পরিত্রাণ দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে: *কেননা ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁর ক্রোধের জন্য নিযুক্ত করেন নি*, ১ থিষলনীকীয় ৫:৯।

(৩) এই পরিত্রাণ রয়েছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাঝে, যিনি এর উৎসধারা, এর মূল্য প্রদানকারী এবং তিনিই তা মানুষকে দিয়ে থাকেন। এই পরিত্রাণের সাথে আমরা লাভ করিন্থীয় চিরস্থায়ী মহিমা ও গৌরব। খ্রীষ্টের কাছ থেকে আমরা যে পরিত্রাণ লাভ করিন্থীয় তা কখনো গৌরববিহীন হতে পারে না।

(৪) আমাদের প্রেরিত পৌল কষ্টভোগ করেছিলেন মনোনীতদের জন্য, যেন তারা আশ্বস্ত হয় এবং উৎসাহ পায়।

গ. আরেকটি যে বিষয় নিয়ে পৌল তীমথিকে উৎসাহ দিয়েছেন তা হচ্ছে ভবিষ্যদের প্রত্যাশা।

১. যারা বিশ্বস্ততার সাথে খ্রীষ্ট এবং তাঁর সত্য ও তাঁর পথে স্থির থাকে, তাদের এর জন্য যতই মূল্য দিতে হোক না কেন, অবশ্যই তারা পরবর্তী পৃথিবীতে এর সুফল লাভ করবে: *আমরা যদি তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করে থাকি, তবে তাঁর সঙ্গে জীবিতও থাকব*, পদ ১১। যদি খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস ও আস্থা রেখে আমরা এই পৃথিবীর কাছে, এর সমস্ত সুখভোগ, অর্জন ও সম্মানের কাছে নিজেদেরকে মৃত করে তুলি, তাহলে আমরা তাঁর সাথে আরও ভাল এক পৃথিবীতে বসবাস করার সুযোগ লাভ করব এবং অনন্তকাল তাঁর সাথে সেখানে বাস করতে পারব। শুধু তাই নয়, যদিও আমাদেরকে তাঁর জন্য কষ্টভোগ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে, তা করতে গিয়ে আমরা কখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব না। যারা খ্রীষ্টের জন্য পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করে, তারা চিরকাল স্বর্গে তাঁর সাথে রাজত্ব করবে, পদ ১২। যারা দাউদের সাথে সাথে থেকে কষ্টভোগ করেছিলেন, তাঁর রাজকীয় পদ লাভের পর তারাই তাঁর সাথে থেকে সম্মান ও মর্যাদার একেকটি অবস্থান লাভ করেছিলেন। আর দায়ূদের বংশধরের জন্য, তথা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের জন্য যারা কষ্টভোগ করবে, তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটাই ঘটবে।

২. আমরা যদি তাঁর কাছে অবিশ্বস্ত বলে প্রমাণিত হই, তাহলে আমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসব: *যদি তাঁকে অস্বীকার করি, তবে তিনিও আমাদেরকে অস্বীকার করবেন*। যদি আমরা মানুষের সামনে যীশুকে অস্বীকার করি, তবে তিনি পিতা ঈশ্বরের সামনে আমাদেরকে অস্বীকার করবেন, মথি ১০:৩৩। যে মানুষটিকে শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্ট অস্বীকার করবেন, নিশ্চয়ই সে এই পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষ। আমরা বিশ্বাস করিন্থীয় কি করিন্থীয় না এটাই নিঃসন্দেহে মূল বিবেচ্য বিষয় (পদ ১৩): *আমরা যদি অবিশ্বস্ত হই, তবুও তিনি বিশ্বস্ত থাকেন; কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না*। তিনি আমাদেরকে যে সতর্কতা প্রদান করেন তার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, যে প্রতিজ্ঞা করেন সেই প্রতিজ্ঞার প্রতিও বিশ্বস্ত থাকেন। তাঁর কোন কথার একটিও কখনো মাটিতে পড়বে না। কখনো সেগুলোর একটিও পরস্পর বিরোধী হয়ে উঠবে না। যদি আমরা খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবেন। যদি আমরা তাঁর প্রতি অবিশ্বস্ত হই, তাহলে তিনি আমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ে হুমকি দিয়েছিলেন সেগুলো সত্যি করে তুলবেন: তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না। তিনি নিজে যে সমস্ত কথা একবার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেছেন সেগুলো থেকে কখনো সরে আসতে পারেন না, সেগুলো ভুলে যেতে পারেন না, কারণ তিনিই সত্য ও আমেন, বিশ্বস্ত সাক্ষী। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) খ্রীষ্টের সাথে আমাদের মৃত হওয়ার পরই তাঁর সাথে জীবিত হওয়ার কথা রয়েছে এবং তা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। একটির পরই আরেকটি ঘটবে। এ কারণে যে কেউ তাঁর জন্য কষ্টভোগ করবে, সে তাঁর সাথে রাজত্ব করবে। “তোমরা যত জন আমার অনুসারী হয়েছ, পুনঃসৃষ্টিকালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন মহিমার সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও বারোটি সিংহাসনে বসে ইস্রায়েলের বারো বংশের বিচার করবে,” মথি ১৯:২৮।

(২) এটি একটি বিশ্বস্ততার উক্তি এবং আমরা এই উক্তির উপরে নিঃসন্দেহে নির্ভর করতে পারি ও তা বিশ্বাস করতে পারি।

(৩) কিন্তু যদি আমরা তাঁকে কোন ভয়, বা লজ্জা, বা কোন পার্থিব লাভের বা সুবিধার আশায় অস্বীকার করি, তাহলে তিনিও আমাদেরকে অস্বীকার করবেন এবং আমাদেরকে পরিত্যাগ করবেন। তিনি নিজেকে অস্বীকার করবেন না, বা তিনি তাঁর কথা ও কাজের সাথে পরস্পর বিরোধী হবেন না। তিনি আমাদেরকে যে সকল প্রতিজ্ঞা করেছেন সে সবের প্রতি যেমন বিশ্বস্ত থাকেন, তেমনি তিনি আমাদেরকে যে সমস্ত সতর্কবাণী ও হুমকি দিয়েছেন সেগুলোর প্রতিও বিশ্বস্ত থাকবেন।

২ তীমথিয় ২:১৪-১৮ পদ

তীমথিকে কষ্টভোগ করার জন্য বিভিন্নভাবে উৎসাহ দান করার পর এখন পৌল তাঁকে তাঁর কাজের জন্য বিভিন্ন নির্দেশনা দান করছেন।

ক. যারা তাঁর পরিচর্যার অধীনে এসে পরিবর্তিত হয়েছে তাদের সকলের আত্মার উৎকর্ষ সাধনই হবে তাঁর মূল কর্তব্য। যা তারা ইতোমধ্যে জানে সেগুলোই তাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিতে হবে; কারণ এটাই পরিচর্যাকারীদের কাজ। লোকেরা আগে যা কখনো জানতো না এমন কথা তারা তাদেরকে বলবেন না। বরং তারা ইতোমধ্যে যে সব কথা জানে সেগুলোই তাদেরকে তারা বলবেন। তারা তাদের অন্তরে সেই সমস্ত কথা গেঁথে দেওয়ার জন্য কাজ করবেন, যেন তারা কখনো সে সমস্ত কথা ভুলে না যায়। পরিচর্যাকারীদের দায়িত্ব হচ্ছে লোকদেরকে এ বিষয়ে সতর্ক করে দেওয়া যেন তারা কখনো পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করে। লক্ষ্য করুন, যারা তর্ক বিতর্ক করে তারা সাধারণত খুব খুঁটিনাটি বিষয় ধরে তর্ক বিতর্ক করে। পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা ঈশ্বরের চোখে অত্যন্ত ধ্বংসাত্মক কাজ। কোন লাভের আশাতেই মানুষের বাক্য নিয়ে তর্ক করা উচিত নয়। মানুষ যদি শুধু এটুকু বিবেচনা করতো যে, ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিরোধ মানুষের আসলে কোন উপকারই বয়ে নিয়ে আসে না, তাহলে তারা কখনো পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্কে জড়াতো না, কারণ যারা এ সমস্ত কথা শোনে তাদের সর্বনাশ হয়। তারা ঈশ্বরের পবিত্রতা ও ধার্মিকতার কাছ থেকে দূরে সরে যায় এবং তাদের মধ্যে উৎপত্তি ঘটে খ্রীষ্টীয় আদর্শ বহির্ভূত ঈর্ষা ও মতবিরোধ। এতে করে মূল খ্রীষ্টীয় সত্য তাদের অন্তর থেকে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। লক্ষ্য করুন, মানুষের মধ্যে পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক করার জন্য প্রবণতা থাকে। আর এ ধরনের তর্ক বিতর্ক কেবল অন্যদের বিশ্বাসের হানিই ঘটায়, কোন মঙ্গল বয়ে নিয়ে আসতে পারে না। এগুলো শুধু যে অর্থহীন তা-ই নয়, সেই সাথে এগুলো অত্যন্ত বেদনাদায়ক। সে কারণেই পরিচর্যাকারীদের উচিত লোকদেরকে সব সময় এই শিক্ষা দেওয়া যেন তারা কখনো পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক না করে। তাদেরকে বারবার এ কথা মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে, পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে তর্ক বিতর্ক

করলে তারা ঈশ্বরের কাছে দোষী সাব্যস্ত হবে, কারণ তারা তাঁর নাম ও তাঁর বাক্যের অবমাননা করার দায়ে অভিযুক্ত হবে। মানুষ যা কিছু বলবে ও করবে তা ধরেই তার বিচার করা হবে। এ কারণেই বলা হয়েছে, *তুমি ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক হিসেবে নিজেকে উপস্থিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা কর*, পদ ১৫। লক্ষ্য করুন, পরিচর্যাকারীদের একান্ত লক্ষ্য হওয়া উচিত নিজেদেরকে ঈশ্বরের কাছে অনুমোদনযোগ্য হিসেবে প্রমাণ করা, তাঁর কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। এই লক্ষ্যে তাকে অবশ্যই প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে: *এমন কার্যকরী হও, যার লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই*। পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই কার্যকরী হতে হবে। তাদের অনেক কাজ করার রয়েছে এবং সেই সকল কাজ করতে গিয়ে তাদের অবশ্যই প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালাতে হবে এবং কষ্টভোগ করতে হবে। যে সমস্ত কার্যকারী লোক অদক্ষ, বা অবিশ্বস্ত, বা অলস, তাদেরকে লজ্জিত হতে হবে। কিন্তু যারা তাদের কাজের কথা মাথায় রাখে এবং সঠিক সময়ে বিশ্বস্তভাবে তাদের কাজ করে, তারা এমন কার্যকারী যারা কখনো লজ্জিত হবে না। এ ধরনের কার্যকারীর কাজ কী? তা হচ্ছে, সত্যের বাক্য যথার্থভাবে ব্যবহার করা। সে কোন নতুন সুসমাচারের উদ্ভব ঘটাবে না, বরং খ্রীষ্টের যে সুসমাচার তার উপরে বিশ্বাস করে অর্পণ করা হয়েছে, সেই সুসমাচারকেই সে সঠিকভাবে ও কার্যকরভাবে ব্যবহার করবে। যাকে ভয় দেখানো দরকার তাকে ভয়ের কথা বলা হবে, যাকে সান্ত্বনা দেওয়া দরকার তার সাথে সান্ত্বনার কথা বলা হবে। প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কর্মফল অনুসারে দেওয়া হবে, মথি ২৪:৪৫। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. এই পৃথিবীতে পরিচর্যাকারীরা যে বাক্য প্রচার করবেন ও শিক্ষা দেবেন তা হচ্ছে সত্যের বাক্য, কারণ এর রচয়িতা হচ্ছেন স্বয়ং সত্যের ঈশ্বর।

২. সত্যের এই বাক্যকে যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজন মহা জ্ঞান, অধ্যবসায় এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তীমথিকে এই কাজটি উপযুক্তভাবে করার জন্য অবশ্যই প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে।

খ. তাঁর কাজের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি প্রতিবন্ধকতা হিসেবে দেখা দিতে পারে সে বিষয়টিকে তাঁর অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে, পদ ১৬। তাঁকে অসার কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে হবে: *ভক্তিহীন অসার কথাবার্তা থেকে দূরে থাক*। খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মূল সত্য থেকে বিচ্যুত লোকেরা, যারা তাদের ধ্যান ধারণা ও মতবাদ নিয়ে গর্ব করতো, তারা নিজেদের কাজকে খুব বেশি প্রশংসার যোগ্য বলে মনে করতো। কিন্তু প্রেরিত পৌল তাদের এই সব কথা *ভক্তিহীন অসার কথাবার্তা* বলে উল্লেখ করেছেন। যখন একবার মানুষ এই সমস্ত কথাবার্তা পছন্দ করে ফেলে, তখন *সেই সমস্ত কথাবার্তা লোকদেরকে ক্ষতি লঙ্ঘনে আরও বেশি অগ্রসর করে তোলে*। অসার কথাবার্তা ও ভ্রান্তির পথ নিম্নগামী। যে একবার এই পথে গমন করে সে আর তা থেকে উঠে আসতে পারে না। একবার যদি কেউ কোন অসারতায় জড়িয়ে পড়ে তখন হাজারো অসার চিন্তা-ভাবনা তাকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে। *তাদের কথাবার্তা দুষ্ট ক্ষতের মত ছড়িয়ে পড়বে*। যখন মণ্ডলীতে ভ্রান্তি, অসারতা বা ধর্মত্যাগের কোন একটি নজির দেখা যায়, তখন তার সাথে আরও অনেকে তাতে আক্রান্ত

হয়। এই কারণে প্রেরিত পৌল বিশেষভাবে এমন দুই জনের নাম বলেছেন যারা সে সময় এ ধরনের ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে দিচ্ছিল: হুমিনায় ও ফিলীত। তিনি এই ভণ্ড শিক্ষকদের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাদেরকে প্রত্যেক বিশ্বাসীদের কাছে চিহ্নিত করে তুলেছেন এবং প্রত্যেককে সতর্ক করে দিয়েছেন। এতে করে তৎকালীন খ্রীষ্টান মণ্ডলীগুলোতে নিঃসন্দেহে এই দুই লোকের ব্যাপারে সতর্কমূলক অবস্থান নেওয়া সম্ভব হয়েছে। বলা হয়েছে, *এরা সত্যের সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে*, অর্থাৎ তারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মৌলিক সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে তা বিকৃত করার চেষ্টা করেছে। মৃতদের পুনরুত্থান হচ্ছে খ্রীষ্টের অন্যতম প্রধান ও মহান শিক্ষাগুলোর মধ্যে একটি। এখন দেখুন, কীভাবে সাপ ও তার বংশধরেরা এই সত্যকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করেছে। তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে নি, কারণ তাতে করে তারা প্রত্যক্ষভবে খ্রীষ্টের বাক্যের বিরোধিতাকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। বরং তারা এই সত্যটিকে বিকৃত করে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছে এবং বলেছে যে, পুনরুত্থান ইতোমধ্যেই হয়ে গেছে; অর্থাৎ খ্রীষ্ট যে পুনরুত্থানের কথা বলেছেন তা আসলে তিনি রূপক অর্থে বলেছেন এবং তা কেবল আধ্যাত্মিক অর্থে উপলব্ধি করতে হবে, এই পুনরুত্থান কেবল আত্মিক পুনরুত্থান। বস্তুত এ কথা সত্যি যে, এই পুনরুত্থান মূলত আত্মার পুনরুত্থান। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, শেষ বিচারের দিনে খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনের সময়ে প্রত্যেক বিশ্বাসী স্বশরীরে পুনরুত্থিত হবেন না। যীশু খ্রীষ্টের পুনরাগমনের সময় মৃতদের শরীরী পুনরুত্থান অস্বীকার করার মানে হচ্ছে খ্রীষ্টের নির্দেশিত একটি শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা। এর মধ্য দিয়ে তারা কারো কারো বিশ্বাস উল্টে ফেলেছিল, অর্থাৎ পুনরুত্থান সম্পর্কে তাদের বিশ্বাস মুছে ফেলেছিল। যদি মৃতদের পুনরুত্থান না-ই থাকে, তাহলে ভবিষ্যতের জীবন বলতে কিছু নেই, অন্য কোন পৃথিবীতে আমাদের কাজের ও বিশ্বাসের কোন পুরস্কারও আর আমাদের জন্য সঞ্চিত থাকে না এবং আমরা হয়ে পড়ব পৃথিবীর সবচেয়ে হতভাগ্য মানুষ, ১ করিন্থীয় ১৫:১৯। যখনই ভবিষ্যত অনন্ত জীবন অস্বীকার করা হবে, তা পুরো খ্রীষ্টান বিশ্বাসকেই অস্বীকার করার সামিল হবে। প্রেরিত পৌল এর আগেই এই অসার ধারণাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন (১ করিন্থীয় ১৫ অধ্যায়) এবং এ কারণে এখানে তিনি আর বিস্তারিতভাবে এর বিপক্ষে বক্তব্যের অবতারণা করছেন না। লক্ষ্য করুন:-

১. তীমথিকে যে সমস্ত কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে ভক্তিহীন ও অসার কথাবার্তা। এই সমস্ত কথা হচ্ছে শূন্য ছায়ার মত, যা কেবল অন্ধকার ও ধ্বংসের পথে নিয়ে যায়: কারণ *সেই সমস্ত কথাবার্তা লোকদেরকে ভক্তি লঙ্ঘনে আরও বেশি অগ্রসর করে তোলে*।

২. ভ্রান্তি ও অসারতা অনেক বেশি সংক্রামক এবং এ কারণে তা আরও বেশি বিপজ্জনক। তা দুষ্ট ক্ষতের মত খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

৩. যখন মানুষ সত্যকে বিকৃত করার চেষ্টা করে ও তা থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, তারা সব সময় সেই সত্যের আদলে থেকে তা পরিবর্তন করে কোন না কোন যুক্তি দাঁড় করানোর চেষ্টা করে। হুমিনায় ও ফিলীত পুনরুত্থান অস্বীকার করে নি, বরং তারা এ কথা প্রচার

করেছিল যে পুনরুত্থান ইতোমধ্যে হয়ে গেছে।

৪. যে সমস্ত ভ্রান্তি ও অসারতা মানুষের বিশ্বাস ও ধর্মবিশ্বাসের মূল ভিত্তিতে আঘাত হানে, তা অনেক সময় মানুষের বিশ্বাসকে সম্পূর্ণভাবে উল্টে দিতে পারে।

২ তীমথিয় ২:১৯-২১ পদ

এখানে আমরা দেখি কীভাবে আমরা নিজেদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারি। এ প্রসঙ্গে আমরা দেখবো সেই সমস্ত ছোট ছোট অসারতা ও ভ্রান্তিগুলো, যা মণ্ডলীকে আক্রান্ত করে এবং বিশ্বাসের ধ্বংস সাধন করে।

ক. আমাদের জন্য এটি অনেক বড় সান্ত্বনার বিষয় হতে পারে যে, মানুষের অবিশ্বস্ততা বা বিশ্বাসহীনতার কারণে ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতায় কোন প্রভাব পড়বে না। যদিও কারও কারও বিশ্বাস উল্টে যেতে পারে, তথাপি ঈশ্বর কর্তৃক স্থাপিত দৃঢ় ভিত্তিমূল স্থির রয়েছে, পদ ১৯। যারা মনোনীত তাদেরকে ভ্রান্ত করা সম্ভব নয়। এমনকি যে সত্যকে তারা বিকৃত করার চেষ্টা করে সেই সত্যও কখনো লঙ্ঘন করা যায় না। খ্রীষ্টের শিক্ষার উপরে অন্ধকারের শক্তি যত বড় আঘাতই হানুক না কেন কখনো তা টলে উঠবে না, তা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। খ্রীষ্টের শিক্ষা ও মতবাদের বিপক্ষে যত বড় ঝড়ই উঠুক না কেন, তা প্রশমিত হবেই। পুরাতন ও নতুন নিয়মের, তথা সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসের সমস্ত শিক্ষা, এর অনুসৃত সকল ভাববাদী ও প্রেরিতগণ সব সময় দৃঢ় অবস্থানে স্থির থাকেন। তারা প্রত্যেকে দু'টি মূলনীতিকে সামনে রেখে নিজেদেকে সত্যের পথে স্থির রাখেন। এই দুটি মূলনীতি তাদের বিশ্বাসের দুটি বড় অংশকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাতে স্থির রাখে।

১. একটি মূলনীতি আমাদের সান্ত্বনা প্রকাশ করে – *প্রভু জানেন, কারা তাঁর লোক* এবং কারা তাঁর লোক নয়। তাদেরকে জানার অর্থ হচ্ছে, তিনি তাদেরকে তাঁর নিজের লোক বলে স্বীকার করেন এবং তিনি তাদেরকে গ্রহণ করেছেন। এ কারণে তারা কখনো তাঁর কাছ থেকে হারিয়ে যাবে না। যদিও কেউ কেউ তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন তাঁর প্রকৃত ধার্মিক বিশ্বাসীরা কখনো তাঁর বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হবে না, গীতসংহিতা ১:৬। যাকে ঈশ্বর মনোনীত করেছেন, তাকে কেউ কখনো বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত করতে পারে না।

২. আরেকটি মূলনীতি আমাদের দায়িত্বের কথা প্রকাশ করে – প্রত্যেকে যারা খ্রীষ্টের নাম ঘোষণা করে তাদের নিজেদেরকে অবশ্যই সমস্ত প্রকার অধার্মিকতা থেকে দূরে সরে থাকতে হবে: *যে কেউ প্রভুকে ডাকে সে অধার্মিকতা থেকে দূরে থাকুক*। যারা ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও সান্ত্বনা লাভ করবে তাদের অবশ্যই নিরূপিত দায়িত্বও পালন করতে হবে। যদি আমরা খ্রীষ্টকে ডাকি, তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে সমস্ত পাপ ও অধার্মিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে, নতুবা তিনি আমাদের ডাক শুনবেন না। তিনি শেষ বিচারের সেই মহা দিনে

বলবেন (মথি ৭:২৩): *আমি কখনো তোমাদেরকে চিনি না; হে দুর্বৃত্তরা, আমার কাছ থেকে দূর হও*। লক্ষ্য করুন:-

(১) মণ্ডলীতে যত প্রকার ভ্রান্তির অবতারণাই ঘটুক না কেন, ঈশ্বরের দৃঢ় ভিত্তিমূল সব সময় স্থির থাকবে। তাঁর পরিকল্পনা কখনো ব্যর্থ হবে না।

(২) মণ্ডলীতে অবশ্যই এমন কিছু মানুষ থাকবে যারা ঈশ্বরের নিজের লোক এবং তিনি তাদেরকে জানেন।

(৩) যে সকল খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী খ্রীষ্টকে ভক্তি সহকারে ডাকে, খ্রীষ্টও তাদেরকে ডাকবেন ও তাদের ডাকে সাড়া দেবেন, যদি তাদের মধ্যে কোন ধরনের পাপ ও অধার্মিকতা না থাকে। খ্রীষ্টের কাছে আসতে হলে আমাদের মধ্যকার সমস্ত পাপ, অপবিত্রতা ও অধার্মিকতা দূর করে দিতে হবে; কারণ খ্রীষ্ট আমাদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছেন, যেন তিনি আমাদের সমস্ত অধার্মিকতা থেকে আমাদেরকে মুক্ত করতে পারেন, তীত ২:১৪।

খ. আরেকটি যে বিষয় আমাদেরকে সান্ত্বনা দান করতে হবে তা হচ্ছে, যদিও অনেকের বিশ্বাস উল্টে গেছে, অর্থাৎ অনেকে তাদের বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়েছে, তথাপি এমন অনেকে আছে যারা তাদের পবিত্রতা ও ধার্মিকতা অটুট রেখেছে ও তা দৃঢ়ভাবে ধরে রেখেছে (পদ ২০): *কোন বড় বাড়িতে কেবল সোনার ও রূপার পাত্র নয়, কাঠের ও মাটির পাত্রও থাকে*। খ্রীষ্টের মণ্ডলী এখানে সেই বড় বাড়ি, একটি সুসজ্জিত ও সুশোভিত বাড়ি। এই বাড়ির কোন কোন আসবাব ও তৈজসপত্র অনেক দামী। আবার কোন কোনটি অনেক কম দামী, যা খুব অবহেলার সাথে ব্যবহার করা হয়। একই ভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীতে এমন অনেক বিশ্বাসী রয়েছে যারা মাটির ও কাঠের পাত্রের মত, যারা সম্মানের যোগ্য নয়। কিন্তু একই সাথে এমন অনেক বিশ্বাসী রয়েছেন যারা অসম্মানের পাত্র নন। এরাই সোনা ও রূপার পাত্র, সমাদরের পাত্র। তারা মনিবের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের উপযোগী। যখন আমরা কারও কারও মন্দতা থেকে নিরুৎসাহিত হই, তখন একই সাথে আমাদের উচিত অন্যদের উত্তমতা লক্ষ্য করে নিজেদেরকে উৎসাহিত করে তোলা। এখন আমাদের দেখা প্রয়োজন যে, আমরা কোন ধরনের পাত্র হতে চাই। আমাদের অবশ্যই সমস্ত সৎকর্মের জন্য প্রস্তুত হতে হবে এবং সমস্ত প্রকার মন্দতা ও কলুষতা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে হবে, যেন আমরা আমাদের মালিকের, অর্থাৎ মহান ঈশ্বরের ব্যবহারের জন্য উপযোগী হতে পারি। লক্ষ্য করুন:-

১. মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের মধ্যে কেউ কেউ অনাদরের পাত্র এবং কেউ কেউ সমাদরের পাত্র। অনেকে করুণার পাত্র এবং অনেকে ক্রোধের পাত্র, রোমীয় ৯:২২,২৩। অনেকে তাদের মন্দ চিন্তা ভাবনা এবং মন্দ জীবন যাপনের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর মর্যাদা হানি করে। আবার অনেকে তাদের দৃষ্টান্তমূলক ধার্মিকতার কাজের মধ্য দিয়ে মণ্ডলীর মর্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করে।

২. একজন মানুষ যদি এভাবে সমাদরের পাত্র হতে চায়, বা তার মনিবের ব্যবহারের

উপযোগী হতে চায়, তাহলে তাকে অবশ্যই আগে সমস্ত কলুষতা, পাপ, অপবিত্রতা ও অধার্মিকতা থেকে মুক্ত হতে হবে।

৩. প্রত্যেকটি পাত্র অবশ্যই মনিবের ব্যবহারের জন্য উপযোগী হতে হবে। মণ্ডলীর প্রত্যেক বিশ্বাসীকে অবশ্যই ঈশ্বরের পরিচর্যা কাজ ও উপাসনা করার জন্য তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

৪. অন্তরের পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রীকরণই হচ্ছে প্রত্যেকটি ভাল কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের মূল প্রস্তুতি। গাছ যদি ভাল হয়, তাহলে ফল অবশ্যই ভাল হবে।

২ তীমথিয় ২:২২-২৬ পদ

ক. এখানে পৌল তীমথিকে যৌবনের অভিলাষ থেকে সাবধান হওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, পদ ২২। যদিও তীমথি একজন পবিত্র ও ধার্মিক মানুষ ছিলেন এবং পৃথিবীর আকর্ষণগুলো থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতেন, তথাপি পৌল তাকে যৌবনের অভিলাষ থেকে নিজেকে রক্ষা করার ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন: *তুমি যৌবনকালে অভিলাষ থেকে পালিয়ে যাও*। মাংসের অভিলাষ হচ্ছে যৌবনের অভিলাষ, যার বিরুদ্ধে যুবকদের অবশ্যই সতর্ক থাকা প্রয়োজন। সবচেয়ে ভাল যুবকটিও এই বিপদের আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। পৌল যৌবনের এই অভিলাষের আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকার জন্য এক চমৎকার প্রতিকার দিয়েছেন: *যারা পবিত্র অন্তরে প্রভুকে ডাকে তাদের সঙ্গে ধার্মিকতা*, বিশ্বাস, ভালবাসা *ও শান্তির জন্য কঠোরভাবে চেষ্টা কর*। লক্ষ্য করুন:-

১. যৌবনকালের অভিলাষ অত্যন্ত ভয়ানক ও বিপজ্জনক, যে কারণে ধার্মিকতার পথে চলছে এমন যুবক-যুবতীদেরও অবশ্যই এ সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত, কারণ এই অভিলাষ আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, ১ পিতর ২:১১।

২. আমাদের অনুগ্রহের পুনঃপুনঃ চর্চা করার মধ্য দিয়ে আমরা এই কলুষতাকে মুছে ফেলতে পারি। যত বেশি আমরা উত্তম যা কিছু তা অনুসরণ করব, তত বেশি আমরা মন্দতা থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হব। ধার্মিকতা, ভালবাসা ও বিশ্বাস হচ্ছে যৌবনের সমস্ত অভিলাষের এক চমৎকার প্রতিষেধক। পবিত্রতায় পূর্ণ ভালবাসা অপবিত্র অভিলাষ ও কামনাকে নিরাময় করে।

আমাদেরকে শান্তির জন্যও কঠোরভাবে চেষ্টা করতে বলা হয়েছে। পবিত্র ঈশ্বরভক্ত লোকদের সাথে সহভাগিতা ও সংযোগ রক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা অন্ধকারের ফলবিহীন কাজের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারব। এখানে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই: খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এমন মানুষ যারা পবিত্র অন্তরে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ডাকে। লক্ষ্য করুন, খ্রীষ্টের কাছে অবশ্যই প্রার্থনা করতে হবে। প্রত্যেক খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী

খ্রীষ্টকে ডাকবে, এটাই তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। কিন্তু ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের কাছে আমাদের প্রার্থনা কখনোই গৃহীত হবে না যদি আমরা পবিত্র অন্তর নিয়ে প্রার্থনা না করি।

খ. পৌল তীমথিকে ঝগড়া বিবাদ না করার জন্য সতর্ক করে দিচ্ছেন এবং এ থেকে দূরে থাকতে পরামর্শ দিচ্ছেন, পদ ২৩। মূঢ় ও অজ্ঞান তর্ক-বিতর্ক থেকে আমাদের সকলকেই দূরে থাকতে হবে এবং এর মধ্য দিয়ে কোনভাবেই পবিত্র শাস্ত্র বিতর্কিত করে তোলা যাবে না। যারা পবিত্র শাস্ত্র ও পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে অযথা তর্ক-বিতর্ক করে ও বিভিন্ন বিষয় তুলে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান বলে মনে মনে ভাবে। কিন্তু প্রেরিত পৌল মূর্খ ও অশিক্ষিত বলেছেন। তাদের এই সকল তর্ক বিতর্কের কারণে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হয়। তারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী ও পরিচর্যাকারীদের মধ্যে মতভেদ ও বিবাদের সৃষ্টি করে। এটি খুবই চমৎকার বিষয় যে, প্রেরিত পৌল তীমথিকে বার বার পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে তর্ক-বিতর্কে না জড়ানোর জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিচ্ছেন। কারণ পবিত্র বাক্যের ব্যাখ্যা নিয়ে বা যথার্থতা নিয়ে তর্ক বিতর্ক করা নয়, বরং ঈশ্বর আমাদেরকে যা বিশ্বাস করতে বলেছেন তা বিশ্বাস করা এবং তা পালন করা আমাদের দায়িত্ব।

ঝগড়া বিবাদ করা প্রভুর দাসের উপযুক্ত নয়, পদ ২৪। প্রভুর যে দাস কখনো পবিত্র শাস্ত্র নিয়ে বিবাদ করে না বা অজ্ঞানতার কথা বলে না, সে কখনো তার দায়িত্ব অবহেলা করে না, মথি ১২:১৯। ঝগড়া বিবাদ করার বদলে ঈশ্বরের একজন দাসের উচিত সব সময় সকলের প্রতি কোমল, শিক্ষাদানে নিপুণ, সহনশীল হওয়া। ঈশ্বরের দাসকে অবশ্যই মানুষের প্রতি সদয় মনোভাব ধারণ করতে হবে ও কোমল আচরণ করতে হবে। এর মধ্য দিয়ে তিনি মানুষের কাছে প্রকাশ করতে পারবেন যে, তিনি যে পবিত্র ধর্ম প্রচার করছেন ও প্রতিনিধিত্ব করছেন, তিনি সেই ধর্মের চিরস্থায়ী সত্যের ক্ষমতার অধীনে রয়েছেন।

শিক্ষা দানে ঈশ্বরের দাসকে নিপুণ হতে হবে। যারা বিবাদ করে তারা শিক্ষা দিতে পারে না। তারা হয় রূঢ় ও আক্রমণাত্মক মনোভাব সম্পন্ন। পরিচর্যাকারীদেরকে অবশ্যই নম্রতার সাথে নিপুণভাবে শিক্ষা দানের মধ্য দিয়ে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং মন্দতা প্রতিরোধ করতে হবে, পদ ২৫। যাদের তাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের জন্য আসবে তাদেরকেই শুধু নয়, বরং সেই সাথে যারা তাদের বিরোধিতা করবে তাদেরকেও নিপুণতার সাথে শিক্ষা দান করতে হবে, যেন তারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারে। লক্ষ্য করুন:-

১. যারা নিজেদেরকে সত্যের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাদেরকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কারণ যারা সুসমাচারের বিরোধিতা করে তাদেরকে সুসমাচারের মধ্য দিয়েই সবচেয়ে ভালভাবে সংশোধন করা সম্ভব।

২. যারা বাক্যের বিরোধী, তাদেরকে মৃদুতার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দিতে হবে, কারণ আমাদের প্রভু স্বয়ং মৃদু ও নম্র ছিলেন, মথি ১১:২৯। আমাদের প্রভুর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করলে বিষয়টি আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে আসে। তেমনি করে প্রভুর দাসদেরও অবশ্যই তাঁরই চরিত্র অনুসরণ করা প্রয়োজন। ঝগড়া বিবাদে না জড়িয়ে তাদেরকে

কোমলতা ও সহনশীলতার সাথে প্রত্যেককে নিপুণভাবে শিক্ষা দান করতে আদেশ করা হয়েছে। এভাবেই সত্যের আলো ও শক্তি তার সাক্ষ্য বহন করে এবং সমস্ত মন্দতাকে উত্তমতার দ্বারা পরাজিত করে, রোমীয় ১২:২১।

৩. বিরোধীদের প্রতি শিক্ষা দানের সময় পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যে, তাদের মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে কি না: *হয়তো ঈশ্বর তাদেরকে মন পরিবর্তনের সুযোগ দান করবেন যেন তারা সত্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারে*। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) মন পরিবর্তন ঈশ্বর প্রদত্ত একটি অনুগ্রহ।

(২) যারা ঈশ্বরের সত্যের বিরোধী, তাদেরকে এই মন পরিবর্তন একটি সুযোগ দান করে। এ কারণে আমাদের ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অকার্যকর বলে ভাবার কোন অবকাশ নেই, বা এই অনুগ্রহের প্রতি আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আমাদের সত্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে হবে।

(৩) যে ঈশ্বর অনুগ্রহ দানের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে সত্যের প্রকাশ ঘটান, তিনিই আবার আমাদেরকে এর সত্যতার নিশ্চয়তা দান করেন। নতুবা আমাদের আত্মা নিশ্চয়ই এর সত্যতা নিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে পড়তো। আমাদের যেমন মুখে বিশ্বাস স্বীকার করা প্রয়োজন তেমনি অন্তর দিয়েও বিশ্বাস করা প্রয়োজন, রোমীয় ১০:৯,১০। এভাবেই পাপীরা নিজেদেরকে শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্ত করে মন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের মনোনীত লোক করে তুলতে সক্ষম হয়। এখানে লক্ষ্য করুন:-

[১] পাপীদের দুর্দশা: তারা দিয়াবলের ফাঁদে পড়েছে এবং *দিয়াবল তার ইচ্ছা পালন করার জন্য তাদেরকে বন্দী করে রেখেছে*, পদ ২৬। তারা সবচেয়ে বাজে মনিবের হাতে দাস হিসেবে বন্দী হয়েছে। সে হচ্ছে সেই আত্মা যা এখন অবাধ্যতার সন্তানদের মধ্যে কাজ করছে, ইফিষীয় ২:২। তাদেরকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে এবং এই ফাঁদ সবচেয়ে ভয়ানক ও ঘৃণ্য ফাঁদ, কারণ তা দিয়াবলের ফাঁদ। পাপীরা মাছের মত ঝাঁকে ঝাঁকে দিয়াবলের মন্দতার জালে আটকা পড়েছে। পাখি যেভাবে শিকারীর ফাঁদে আটকে যায়, সেভাবে পাপীরা বন্দী হয়েছে শয়তানের ফাঁদে। তাছাড়া, তারা হেমের অভিশাপের অধীনে রয়েছে: *সে দাসদের দাস হবে*, আদিপুস্তক ৯:২৫। পাপীরা এমন একজনের দাস হয়ে ওঠে, যে নিজেই একজন দাস,যার নিজস্ব কোন সত্তা নেই।

[২] যারা অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে তাদের আনন্দ: তারা নিজেদেরকে দিয়াবলের ফাঁদ থেকে উদ্ধার করে, যেভাবে একটি পাখি শিকারীর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসে। ফাঁদটি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে এবং তারা সকলে তা থেকে উদ্ধার পেয়েছে। বিপদ যত বড় হবে, উদ্ধারও তত মহান হবে। যারা এর আগে দিয়াবলের হাতে বন্দী হয়েছিল এবং তার আদেশ পালন করতো, সেই সমস্ত যখন পাপগারেরা মন পরিবর্তন করে তখন তারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে গৌরবময় স্বাধীনতা লাভ করে এবং তারা তখন যীশু খ্রীষ্টের ইচ্ছা অনুসারে চালিত হয়। মঙ্গলময় ঈশ্বর আমাদের সকলকে দিয়াবলের এই ফাঁদ থেকে মুক্ত রাখুন।

তীমথির প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৩

ক. শেষ দিনটি কেমন হবে সে সম্পর্কে প্রেরিত পৌল তীমথিকে আগে থেকে সাবধান করে দিচ্ছেন এবং তিনি এর কারণও তার কাছে ব্যাখ্যা করেছেন, পদ ১-৯।

খ. এসবের বিপক্ষে তিনি বেশ কিছু প্রতিকারের পরামর্শ দিচ্ছেন (পদ ১০-১৭), বিশেষ করে তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত ("কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, ধৈর্য, ভালবাসা, স্থিরতা ভাল করেই লক্ষ্য করেছ") এবং পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কিত জ্ঞান, যা আমাদেরকে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম করে তোলে। আমরা এখন যে সময়ে বাস করছি, তাতে করে এটিই পাপ ও অধার্মিকতার বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান প্রতিষেধক। এই অধ্যায়ে প্রেরিত পৌল তীমথিকে বলছেন অন্যরা কতটা মন্দ হতে পারে এবং সে কারণে তাঁর কতটা উত্তম হওয়া প্রয়োজন। এভাবেই অন্যদের মন্দতা থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে আরও সতর্ক হতে হবে যেন আমরা আমাদের অন্তরের পবিত্রতা ও ধার্মিকতাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি।

২ তীমথিয় ৩:১-৯ পদ

মণ্ডলীতে যদি কোন মন্দ মানুষ থেকে থাকে তাতে তীমথির অবাক হওয়ার মত কিছু নেই; কারণ সুসমাচারের জাল ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার মাছই ধরে থাকে, মথি ২২:৪৭,৪৮। যীশু খ্রীষ্ট আগেই বলেছিলেন (মথি ২৪ অধ্যায়) যে, মণ্ডলীতে অনেক ভণ্ড ও প্রলোভনকারীরা দেখা দেবে এবং এতে করে আমাদের বিঘ্ন পাওয়া উচিত হবে না, কিংবা এতে করে আমাদের ধর্ম বা মণ্ডলীর ক্ষতি হবে এমনটা ভাবা উচিত হবে না। খনি থেকে উত্তোলনকৃত স্বর্ণেও খাদ থাকে। গম যখন ক্ষেত থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় তখন তাতে প্রচুর পরিমাণে চিটা পাওয়া যায়।

ক. তীমথির অবশ্যই জানা প্রয়োজন যে, শেষ কালে (পদ ১), তথা সুসমাচারের কালে ভীষণ সময় উপস্থিত হবে। যদিও সুসমাচারের কাল অনেক দিক থেকেই পুনর্গঠন ও পুনর্জাগরণের কাল, তথাপি তীমথির জানা প্রয়োজন যে, সুসমাচারের কালেও ভীষণ ভয়ানক সময় এসে উপস্থিত হবে। সে সময় ধার্মিকদের উপরে যেমন নির্যাতন নেমে আসবে, তেমনি পৃথিবীব্যাপী মন্দতা ও ধর্মভ্রষ্টতাও অনেক বেড়ে যাবে। সেই সময়টি অত্যন্ত কঠিন সময় হয়ে দাঁড়াবে। সে সময় একজন মানুষের অন্তর ও বিবেক ধার্মিকতার পথে ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন কাজ হবে। সে বলবে না, "ভীষণ সময় উপস্থিত হয়েছে,

কারণ যিহূদীরা ও অযিহূদীরা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের মূল উৎপাটন করার জন্য একজোট হয়েছে।” বরং সে বলবে “ভীষণ সময় উপস্থিত হয়েছে, কারণ ভক্তির অবয়বধারী লোকদের উদয় হয়েছে (পদ ৫), যারা আসলে পাপী ও অধার্মিক এবং তারা মণ্ডলীর প্রচুর ক্ষতি সাধন করছে।” একটি সেনাদলে মাত্র দুই জন বিশ্বাসঘাতক সৈন্য ঢুকে পড়ে যে ক্ষতি করতে পারে, তা একটি পুরো সৈন্যদল বাইরে থেকে আক্রমণ করেও করতে পারে না। ভীষণ ভয়ঙ্কর ও দুর্যোগের সময় উপস্থিত হতে চলেছে, কারণ মানুষ ধার্মিকতাবিহীন হয়ে পড়ছে। এখানে লক্ষ্য করুন:-

১. পাপ সেই সময়কে করে তুলবে ভীষণ সময়। যখন মানুষের স্বভাবগত ও সহজাত বৈশিষ্ট্যের মাঝে দেখা দেয় সামগ্রিক কলুষতা ও মন্দতা, তখন সেই যুগে জীবন ধারণ করা আসলেই খুব বিপজ্জনক বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যেখানে সার্বজনীন অধার্মিকতা বিরাজমান থাকে, সেখানে আমাদের নিজেদের বিশ্বস্ততা ধরে রাখা খুব কঠিন কাজ হয়ে পড়ে।

২. স্বার্থপরতা। লক্ষ্য করুন, আত্মপ্রিয়তা, বা নিজেকে অন্ধের মত ভালবাসা বয়ে আনে সুদূরপ্রসারী পাপ ও ভক্তিহীনতা। যখন মানুষ তার নিজেকে ভালবাসতে শুরু করে তখন তার কাছ থেকে আর ভাল কোন কিছু আশা করা যায় না। যারা ঈশ্বরকে তাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসে তাদের কাছ থেকেই কেবল ভাল কিছু আশা করা যায়। যখন স্বার্থপরতা ও আত্মপ্রিয়তার প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়, তখন প্রত্যেকটি মানুষ হাতের কাছে যা কিছু পায় তা তার নিজের জন্য গচ্ছিত রাখার চেষ্টা করতে থাকে। এতে করে একজন মানুষ অন্য আরেকজন মানুষের কাছে অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে ওঠে এবং মানুষ তার প্রতিবেশীর বিপক্ষে আত্মরক্ষা করার জন্য সব সময় যুদ্ধংদেহী মনোভাব পোষণ করতে থাকে।

৩. অহঙ্কার ও অসার গর্ব। সময় তখন হয়ে দাঁড়ায় ভীষণ, যখন মানুষ তার নিজের সম্পর্কে অহঙ্কারী হয়ে পড়ে। তারা তখন হয়ে পড়ে অহঙ্কারী ও ধর্ম-নিন্দুক। এ ধরনের গর্বকারী ও অহঙ্কারী মানুষ অন্যদের চোখে সমালোচনার ও ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং ঈশ্বরের কাছেও তাদের গ্রহণযোগ্যতা আর অবশিষ্ট থাকে না। মানুষ যখন ঈশ্বরকে আর ভয় করে না, তখন সে মানুষকেও তোয়াক্কা করে না। একইভাবে মানুষ যখন অন্য আরেকজন মানুষকে তোয়াক্কা করে না, তখন সে আর ঈশ্বরকেও ভয় করে না।

৪. সন্তানেরা যখন তাদের বাবা-মায়ের অবাধ্য হয় এবং তাদের বিধি নিষেধ অমান্য করে, যা পালন করা বাবা-মায়ের প্রতি সন্তানদের দায়িত্ব ও কৃতজ্ঞতার প্রকাশ, তখন ভীষণ সময় উপস্থিত হয়। বস্তুত সন্তানদের উচিত সব সময় বাবা-মায়ের উপরে নির্ভরতা স্থাপন করা এবং তাদের প্রত্যাশা অনুসারে কাজ করার চেষ্টা করা। যারা তাদের বাবা-মায়ের অবাধ্য হয় ও তাদেরকে কষ্ট দেয়, তাদের চেয়ে বড় দুষ্কৃতিকারী আর কে আছে!

৫. অকৃতজ্ঞতা ও অশুচিতা সেই সময়কে করে তুলবে ভীষণ সময়। এই দুটো নেতিবাচক

বিষয় সাধারণত এক সাথে দেখা দেয়। মানুষ যখন ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ ও অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ভুলে যায়, তখনই সে হয়ে পড়ে অশুচি এবং তার মধ্যে আর ঈশ্বরের প্রতি কোন ভীতি থাকে না। অকৃতজ্ঞতা ও অশুচিতা মানুষকে যখন আক্রান্ত করে, তখন তার মধ্যে ধার্মিকতার আর কোন ছিটেফোঁটা থাকে না। তার মধ্য যখন কাজ করে মাংসিক অভিলাষ। আত্মার চেয়ে দেহ তখন তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। যে ঈশ্বর আমাদের দেহকে এত চমৎকারভাবে সৃষ্টি করেছেন, পৃথিবীতে আমাদেরকে এত সুন্দর একটি জীবন দান করেছেন, সেই ঈশ্বরের মহানুভবতার জন্য যদি আমরা তাঁকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করি, তাহলে আমরা তাঁর দানের যথেচ্ছাচার করছি এবং তাঁর যোগ্য সম্মান তাঁকে দিচ্ছি না।

৬. সময় তখন হয়ে দাঁড়ায় ভীষণ, যখন মানুষ তার স্বভাব বা সহজাত দয়াশীলতার বন্ধনে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না, যখন সে হয়ে পড়ে নির্মম এবং ক্ষমাহীন, পদ ৩। মানব চরিত্রের সহজাত প্রবৃত্তিই হচ্ছে ক্ষমা করা। যেখানেই মানুষ মানবতাবোধের উপস্থিতি থাকবে, সেখানেই তৈরি হবে মানবীয় বোধ ও ভালবাসার এক অপূর্ব সম্মিলন। সন্তানেরা যখন বাবা-মায়ের অবাধ্য হয় তখন সময় হয়ে পড়ে ভীষণ সময় (পদ ২) এবং যখন সন্তানের প্রতি বাবা-মায়ের সহজাত স্নেহ ও ভালবাসা হারিয়ে যায়, তখনও উপস্থিত হয় ভীষণ সময়, পদ ৩। স্বভাবগত পাপ কতটা ধ্বংসাত্মক এবং কীভাবে তা মানুষের সহজাত পবিত্রতা ও ধার্মিকতার মনোভাবকে ধীরে ধীরে বিনষ্ট করে মানুষ ও ঈশ্বরের সাথে সুসম্পর্ক নষ্ট করে দেয় তা লক্ষ্য করুন। নিজ সমগোত্রীয় মানুষের কাছ থেকে যে স্বাভাবিক ভালবাসা ও আনুকূল্য পাওয়ার কথা, তা এই পাপ বিনষ্ট করে দেয়। যাদের মধ্যে কোন স্বভাবগত মমতা বা ভালবাসা নেই, নিঃসন্দেহে তারা কোন ধরনের মানবতা বা স্বাভাবিক মূল্যবোধের দ্বারাও দায়বদ্ধ নয়। তারা ক্ষমাহীন, পৃথিবীর কোন মানুষের প্রতিই তাদের কোন কোমল অনুভূতি জন্মাতে পারে না।

৭. মানুষ যখন একে অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেয়, অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগ করে ও দোষ দেয়, তখন ভীষণ সময় উপস্থিত হয়। *Diaboloi* – অর্থাৎ একে অন্যের বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া, একে অপরের সুনাম ক্ষুন্ন করার চেষ্টা করা, কিংবা ধর্মের নামে মিথ্যা রটনা করা বা ঈশ্বর-নিন্দা করা, মিথ্যা শপথ উচ্চারণ করা, মিথ্যা প্রতিজ্ঞা করা। এক কথায় যা খুশি তাই বলা, গীতসংহিতা ১২:৪।

৮. মানুষের যখন নিজের উপরে কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না ও কোন সংযম থাকে না। উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচারিতা যখন মানুষকে আষ্টেপৃষ্টে আঁকড়ে ধরে, তখন আর তার মধ্যে কোন আত্ম-নিয়ন্ত্রণ থাকে না। মানুষ তখন তার জৈবিক তাড়নায় চালিত হতে থাকে।

৯. যা উত্তম এবং যা মর্যাদার যোগ্য তা যখন সমাজে উপেক্ষিত হয় এবং প্রত্যাখ্যাত হয়। নির্যাতনকারীরা এই নিয়ে গর্ব করে যে, তারা কোন মানুষকে পরোয়া করে না। তারা মঙ্গলকারীর শত্রু হিসেবে অবতীর্ণ হয় এবং তাদের প্রতিবেশীদের কাছে আতঙ্ক বরে প্রতীয়মান হয়।

১০. যখন মানুষ স্বভাবগতভাবে বিশ্বাসঘাতক হয়ে পড়ে। মানুষের মধ্যে যখন আস্থা রাখার আর কোন অবকাশ থাকে, কোন মানুষ যখন অন্য কোন একজন মানুষকে কোনভাবেই আর বিশ্বাস করতে পারে না, প্রত্যেকেই যখন পরস্পরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতায় লিপ্ত হয়ে পড়ে, তখনই দেখা দেয় ভীষণ সময়।

১১. মানুষ যখন আর ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হয়ে ওঠে। যখন প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের চেয়ে ভণ্ড বা তথাকথিত বিশ্বাসীদের সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে যায়, সেই কাল অবশ্যই মন্দ। ঈশ্বরকে সবার উপরে ভালবাসার স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু মানুষের অন্তর যখন পার্থিব চিন্তাভাবনা ও ইন্দ্রিয় পরায়ণতায় ভরে ওঠে, তখনই পৃথিবীতে ভীষণ সময়ের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

১২. এ সব কিছুর পাশাপাশি যখন লোকেরা ভক্তির অবয়বধারী হবে (পদ ৫) এবং নিজেদেরকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে পরিচয় দেবে, খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে বাপ্তিস্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে দীক্ষা লাভ করবে এবং ধর্ম কর্ম করে দেখাবে; কিন্তু এই ধার্মিকতা ও ভক্তির অবয়ব ধারণ করেও ঈশ্বরের শক্তিকে অস্বীকার করবে, তখনই মূলত ভীষণ সময়, তথা মন্দ কাল উপস্থিত হবে। যখন তারা সেই অবয়বটি ধারণ করে এবং সেই অবয়বের সাথে সাথে আত্মিক ক্ষমতা ও অনুপ্রেরণায় পূর্ণ হয়, তখন তারা এক কথায় অস্বীকার করে যে, ঈশ্বর তাদেরকে অনুগ্রহ দান করেছেন এবং এই অনুপ্রেরণা ও শক্তি তারা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছে। তারা ভক্তির অবয়ব ধারণ করে ঠিকই, কিন্তু এই ভক্তিকেই তারা অবমাননা করে। তাদের পাপ যেন তুলে নেওয়া হয়, তার জন্য তারা এই ভক্তির অবয়বের ক্ষমতার উপরে নির্ভর করে না। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) মানুষ ধর্মের আড়ালে থেকে ধার্মিকতার অবয়ব ধারণ করে অনেক মন্দ ও দুষ্কর্মকারী হতে পারে। তারা সব সময় কেবল তাদের নিজেদেরকেই ভালবাসে, কিন্তু তথাপি তারা ভক্তির অবয়ব ধারণ করে।

(২) ভক্তির অবয়ব ভক্তির প্রকৃত ক্ষমতা থেকে একেবারেই ভিন্ন। কোন কোন মানুষ এই ভক্তির অবয়বই শুধু ধারণ করতে পারে, কিন্তু এর প্রকৃত ক্ষমতা তারা কখনোই লাভ করতে পারে না। তথাপি তারা মানুষের সামনে এই কথা অস্বীকার করে এবং নিজেদেরকে অত্যন্ত ধার্মিক এবং আত্মিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও পবিত্র বলে দাবী করে।

(৩) উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের অবশ্যই এ ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

গ. এখানে প্রেরিত পৌল তীমথিকে নির্দিষ্ট কিছু প্রলোভনকারীর বিষয়ে সাবধান করে দিচ্ছেন। এর কারণ শুধু এই নয় যে, তীমথি যেন নিজেকে তাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন; বরং সেই সাথে যারা তাদের প্রলোভন থেকে দূরে থাকতে চায় তাদেরকে যেন তিনি পরিচর্যা দান করতে পারেন।

১. তিনি দেখিয়েছেন যে, তারা মানুষকে ধর্মত্যাগী করে তোলার জন্য কতটা সচেষ্ট ছিল

(পদ ৬): তারা বিশেষ কিছু ব্যক্তির কাছে যেত এবং তাদের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হত। তারা দিনের আলোতে উন্মুক্ত পরিবেশে চলাফেরা করতে সাহস করতো না; কারণ যারা মন্দ কাজ করে তারা আলো ভয় পায়, যোহন ৩:২০। তারা জোর করে কোন ঘরে ঢুকতো না, যেভাবে উত্তম খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের উপরে অনেক সময় অত্যাচার করা হত। বরং তারা ইনিয়ে-বিনিয়ে ছলনা করে, সুযোগ তৈরি করে নিয়ে একজন মানুষের ঘরে প্রবেশ করে করতো এবং তাদের মধ্যে মিথ্যা শিক্ষা ও ধর্ম সম্পর্কে ভাল লাগা তৈরি করতো, যেন তাদেরকে তারা নিজেদের দলে টেনে নিয়ে আসতে পারে। আর দেখুন, কী ধরনের মানুষকে তারা তাদের দলে ভিড়িয়েছিল এবং ধর্মত্যাগী করে তুলেছিল: যারা ছিল দুর্বল, নির্বোধ ও অভিলাষে চালিত স্ত্রীলোক; আবার যারা ছিল মন্দ, পাপে ভারাক্রান্ত। মাথা বুদ্ধিহীন হলে এবং অন্তর অভিলাষে পূর্ণ থাকলে একজন মানুষকে, বিশেষ করে একজন স্ত্রীলোককে প্রলোভনকারীরা তাদের সহজ শিকারে পরিণত করতে পারে।

২. তিনি দেখিয়েছেন যে, তারা সত্যের জ্ঞান থেকে কতটা দূরে অবস্থান করে; যদিও তারা দেখায় যে, তারা সব সময়ই যে কোন কিছু শিখতে আগ্রহী, পদ ৭। এক অর্থে আমাদের প্রত্যেকেরই আসলে এ ধরনের মনোভাব থাকা উচিত, অর্থাৎ সব সময় সব কিছু শিখতে আগ্রহী থাকা উচিত, যেন আমরা আমাদের প্রভুকে জানার চেষ্টায় সব সময় রত থাকি এবং তাঁকে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি করে বুঝতে ও জানতে পারি। কিন্তু এরা ছিল স্বধর্মত্যাগী, পথভ্রষ্ট ও উচ্ছৃঙ্খল, যারা যে কোন নতুন ধ্যান ধারণাকে গ্রহণ করার জন্য এক পায়ে খাড়া ছিল। তারা ভাবতো যে, তারা তাদের নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করছে, কিন্তু কখনোই তারা যীশু খ্রীষ্টের সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে নি।

৩. তাদের কার্যক্রম যে এক সময় স্তব্ধ হয়ে যাবে সে সম্পর্কে তিনি পূর্বাভাস দিয়েছেন (পদ ৮,৯)। তিনি তাদেরকে মিসরীয় জাদুকরদের সাথে তুলনা করেছেন, যারা ভাববাদী মোশির কাজের সাক্ষ্য বহন করেছিল। এদের নাম এখানে বলা হয়েছে যান্নি ও যাম্ব্রি। যদিও এই নাম দুটো বাইবেলের পুরাতন নিয়মের পাওয়া যায় না, তথাপি প্রাচীন যিহূদী কিছু রচনায় এই নাম দুটোকে খুঁজে পাওয়া যায়। যখন মোশি মিসর থেকে ইস্রায়েলকে উদ্ধার করে বের করে নিয়ে আসার জন্য স্বর্গীয় আদেশ লাভ করেছিলেন, তখন এই সমস্ত জাদুকর তার বিরোধিতা করেছিল। এভাবেই সব সময় ধর্মত্যাগী ধর্মবিরোধীরা সত্যের বিরোধিতা করে এসেছে। তারা সব সময় চেয়েছে সত্যকে বিকৃত করতে। মানুষ যেন কখনো প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী হয়ে উঠতে না পারে সে চেষ্টা তারা সব সময় চালিয়ে গেছে। কিন্তু তারা আর এগোতে পারবে না। এখানে লক্ষ্য করুন:-

(১) প্রলোভনকারীরা উন্মুক্ত স্থানে যেতে চায় না। তারা আড়ালে আবডালে থাকে এবং অন্ধকার পছন্দ করে। মানুষের সামনে যেতে ভয় পাওয়ার কারণে তারা ঘরে ঘরে লুকিয়ে বেড়ায়। উপরন্তু, তারা সেই সমস্ত মানুষকেই আক্রমণ করে, যারা নিজেদেরকে সহজে এ ধরনের আক্রমণ থেকে এড়াতে পারে না, যেমন নির্বোধ ও অভিলাষে চালিত স্ত্রীলোকেরা।

(২) সব যুগেই প্রলোভনকারীদের চরিত্র প্রায় একই ধরনের। তাদের বৈশিষ্ট্য একই, আর

তা হচ্ছে – তারা মন্দ স্বভাবের মানুষ। তারা সকলে একই কাজ করে – সত্যের বিরোধিতা, যেমন যান্নি ও যাম্ব্রি মোশির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা সকলে একইভাবে তাদের কাজে হতাশও হবে।

(৩) যারা সত্যের বিরোধিতা করে তারা প্রত্যেকেই নির্বুদ্ধিতার দোষে দোষী, অথচ তারা সব সময় তাদের নির্বুদ্ধিতা সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। *magna est veritas, et prævalebit* – সত্য সব সময়ই মহান এবং তা চিরকাল সমুজ্জ্বল।

(৪) যদিও ভ্রান্তির আত্মাকে কিছু সময়ের জন্য ছেড়ে দেওয়া হবে, তথাপি ঈশ্বর তা শিকলে আবদ্ধ করে রেখেছেন। শয়তান ততক্ষণই কেবল পৃথিবীর জাতিগণকে ও মণ্ডলীকে ধোঁকা দিয়ে যেতে পারে, যতক্ষণ ঈশ্বর তাকে অনুমতি দেন। তার নির্বুদ্ধিতা এক সময় ঠিকই প্রকাশ পাবে এবং তখন প্রত্যেকটি মানুষ তাকে পরিত্যাগ করবে।

২ তীমথিয় ৩:১০-১৭ পদ

এখানে প্রেরিত পৌল তীমথিকে এই বলে আশ্বস্ত করছেন যে, তিনি যে পথে চলছেন তা সঠিক এবং পৌল নিজেও এই একই পথে চলেছেন।

ক. তিনি তীমথির সামনে তাঁর নিজের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন, যার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন স্বয়ং তীমথি, কারণ দীর্ঘ দিন তিনি পৌলের সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন (পদ ১০): *কিন্তু তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার, সঙ্কল্প, বিশ্বাস, ধৈর্য, ভালবাসা, স্থিরতা ভাল করেই লক্ষ্য করেছ*। খ্রীষ্ট ও তাঁর প্রেরিতদের শিক্ষা আমরা যত পরিপূর্ণভাবে জানবো, তত বেশি করে আমরা সেই শিক্ষার প্রতি নিজেদেরকে নিবদ্ধ করতে পারব। অনেকেই এই শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয় ও দূরে সরে যায়, কারণ তারা পুরোপুরিভাবে সেই শিক্ষা গ্রহণ করে নি, সেই জ্ঞান পরিপূর্ণভাবে লাভ করে নি। যারা খ্রীষ্টকে সবচেয়ে ভালভাবে জেনেছে, তারাই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসা করেছে ও সম্মান করেছে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল, তীমথি কি আসলেই পৌলকে সম্পূর্ণভাবে জানতে পেরেছিলেন?

১. পৌল যে শিক্ষা দিয়েছিলেন। পৌল তাঁর শ্রোতাদের কাছ থেকে কিছুই লুকিয়ে রাখতেন না, বরং ঈশ্বরের মহান শিক্ষা তিনি সম্পূর্ণভাবেই তাঁর শ্রোতাদের কাছে ঘোষণা করতেন (প্রেরিত ২০:২৭), যাতে করে তিনি যেন তাদেরকে সম্পূর্ণ সত্যটি জানানোর মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করতে পারেন। তারা যদি পরবর্তীতে ভুলেও যায় বা অস্বীকার করে, তার দায় তাঁর উপরে বর্তাবে না।

২. তিনি পৌলের জীবন সম্পূর্ণভাবে জানতেন: *তুমি আমার শিক্ষা, আচার ব্যবহার . . . ভাল করেই লক্ষ্য করেছ*। তিনি মুখে যে শিক্ষা দিতেন, তাঁর আচার ব্যবহার ও জীবনের মধ্য দিয়ে সেই একই ধারা প্রকাশ পেত, কখনো তাঁর কথা ও কাজের মধ্যে কোন পরস্পর

বিরোধী ভাব লক্ষ্য করা যায় নি। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর কাজের কারণে কখনো তার মূল্য ব্যহত হয় নি। যারা পরিচর্যাকারী তাদেরকে অবশ্যই ভাল কাজে ব্রতী হতে হবে এবং তাদের শ্রমের ফল যেন অবশ্যই স্থায়ী, কার্যকর ও অব্যর্থ হয় সে ব্যাপারে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তাদের কথায় ও কাজে সম্পূর্ণ মিল ও সঙ্গতি থাকতে হবে। তারা যদি ভাল কথা বলেন, কিন্তু ভাল জীবন যাপন না করেন, তাহলে তারা কখনোই তাদের শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানুষের মঙ্গল সাধনের কথা চিন্তা করতে পারেন না।

৩. পৌলের প্রচার কাজ এবং জীবনাচরণের দর্শনে কোন মহান বিষয়টির অবস্থিতি ছিল তা তীমথি পুরোপুরিভাবে জানতেন: "তুমি আমার সঙ্কল্প সম্পর্কে জানো। আমি যে জাগতিক, মাংসিক ও ভোগ বিলাসী চিন্তা ভাবনা থেকে কতটা দূরে সরে থাকি এবং কতটা আন্তরিকভাবে আমি ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ ও মানুষের মঙ্গল সাধনকেই আমাদের জীবনের ব্রত করে তুলেছি তার সবই তুমি জানো।"

৪. তীমথি সম্পূর্ণভাবে জানতেন যে, পৌলের চরিত্র কতটা সৎ। তিনি অবশ্যই পৌলের শিক্ষা, তাঁর জীবন, তাঁর সততা ও খ্রীষ্টের প্রতি তাঁর বিশ্বাসের নিদর্শন থেকে বুঝতে পেরেছেন। পৌল তাঁর প্রচারিত মণ্ডলীগুলোর জন্য যে ধৈর্য ও দীর্ঘসহিষ্ণুতা ধারণ করেছেন, সমগ্র মানব জাতির জন্য তিনি যে মমতা ও দয়া প্রকাশ করেছেন সেটি তাঁর বিশ্বাসকেই প্রতিফলিত করে।

৫. তিনি জানতেন যে, তিনি মঙ্গল কার্য সাধন করতে গিয়েই কষ্টভোগ করেছেন (পদ ১১): "*আমার প্রতি যে সমস্ত নির্যাতন ও দুঃখভোগ ঘটেছে তাও তুমি লক্ষ্য করেছ* (তিনি সেই সমস্ত স্থানের কথাই উল্লেখ করেছেন যেগুলোতে তীমথি তাঁর সাথে সাথে ছিলেন, অর্থাৎ আন্তিয়খিয়া, ইকোনিম এবং লূস্ত্রা)। আর এ কারণেই আমি যে কত কষ্ট ও যন্ত্রণা সহ্য করেছি সেটা তোমার কাছে অবাক হওয়ার মত কোন বিষয় নয়। বরং তুমি আমার সকল যন্ত্রণার বিদগ্ধ সাক্ষী।"

৬. তীমথি জানতেন যে, ঈশ্বরের পৌলের যত্ন নিয়েছেন: "কত নির্যাতন আমি সহ্য করেছি! আর সেসব থেকে প্রভু আমাকে উদ্ধার করেছেন।" পৌল যেমন কখনো ঈশ্বরকে হতাশ করেন নি, তেমনি ঈশ্বরের কখনো পৌলকে দুর্দশার মাঝে ফেলে চলে যান নি। তীমথি খুব ভাল করেই জানতেন পৌল কী কী কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছেন। যখন মানুষ অনেক বেশি দুঃখ ও কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন সে খুব সহজে তার অনুসৃত সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। কাজেই অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারে না খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগ করা আসলে কী। তথাপি আমরা সহজেই মুখ দিয়ে বলে ফেলি যে, "খ্রীষ্টের পথ অনুসরণ করতে গিয়ে আমার সামনে যত প্রলোভনই আসুক না কেন তা আমি গ্রাহ্য করব না এবং আমরা প্রিয় যা কিছু আমার পথে বাধা সৃষ্টি করুক না কেন তা আমি দূরে ঠেলে দেব।" কিন্তু যখন আমরা সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি যে, খ্রীষ্টের জন্য কষ্টভোগ করা আসলে কী এবং কীভাবে কষ্টভোগ ও দুঃখভোগের সময় আমাদের তা সহ্য করা প্রয়োজন। সে সময় পৌলের মত মহান ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত আমাদেরকে সাহস যোগায় যেন আমরা খ্রীষ্টের জন্য কষ্ট ও দুঃখ সহ্য

করতে শক্তি অর্জন করিন্থীয় (পদ ১২): *যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন-যাপন করতে ইচ্ছা করে তাদের সকলের প্রতি নির্যাতন আসবে*। সবার উপরে যে একইভাবে নির্যাতন নেমে আসবে তা নয়। সে সময় যারা খ্রীষ্টের উপরে তাদের বিশ্বাস ঘোষণা করবে তারা অন্যান্য যে কোন সময়ের চেয়ে বেশি নির্যাতন ভোগ করবে। কিন্তু কম-বেশি সকল যুগেই খ্রীষ্টের অনুসারীরা তাদের বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য কষ্টভোগ করবে। তাদেরকে সমাজে অচ্ছুৎ বলে গণ্য করা হবে এবং তাদের জীবনের উপরে ঝুঁকি নেমে আসবে। এখানে ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন যাপন করার অর্থ হচ্ছে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সমস্ত বাধ্যবাধকতা সুনিপুণভাবে মেনে চলা এবং সকল কথায় ও কাজে ক্রুশারোপিত যীশু খ্রীষ্টের জীবনাদর্শ ধারণ করা। যারা তাদের জীবন যাপন প্রণালীর মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যকে প্রকাশ করবে, তারা শুধু যে ঈশ্বর-ভক্ত মানুষ বা ঈশ্বরভক্ত মানুষ তা নয়, তারা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরতেই জীবন ধারণ করে। এ ধরনের মানুষেরই জীবনে নির্যাতন নেমে আসে এবং তা তাদের স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করা উচিত। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) প্রেরিত পৌলের জীবন তিনটি বিষয়ের জন্য বিশেষভাবে দৃষ্টান্তমূলক ছিল: তাঁর শিক্ষার জন্য, যা তিনি সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে দান করতেন; তাঁর জীবনের জন্য, যা তাঁর প্রদত্ত শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণভাবে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল; এবং তাঁর নির্যাতন ও কষ্টভোগের জন্য।

(২) যদিও পৌল তাঁর জীবন মানুষের মঙ্গলার্থে ব্যয় করেছেন, তথাপি তিনি মানুষের কাছ থেকেই কষ্ট ও দুঃখ পেয়েছেন। তাঁর জীবন ছিল নির্যাতনের শিকারে জর্জরিত। আমার বিশ্বাস, আর কোন মানুষই ধার্মিকতার জন্য দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করতে গিয়ে খ্রীষ্টের আর এতটা কাছে আসে নি, যতটা পৌল আসতে পেরেছিলেন: তিনি প্রায় প্রতিটি স্থানেই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। আর পবিত্র আত্মা তাঁর প্রতিটি কষ্ট, নির্যাতন ও যন্ত্রণার সাক্ষী ছিলেন, প্রেরিত ২০:২৩। এখানে তিনি আন্তিয়খিয়া, ইকোনীম ও লূস্ত্রার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন, এবং সেই সাথে অন্যান্য যত স্থানে তিনি এ ধরনের নির্যাতন ভোগ করেছেন সেগুলোকেও তিনি পরোক্ষভাবে তুলে ধরেছেন।

(৩) প্রেরিত পৌল উল্লেখ করেছেন যে, প্রভু তাঁকে এই সকল নির্যাতন থেকে তুলে নিয়ে এসেছেন। এর মধ্য দিয়ে তীমথি এবং আমরা প্রত্যেকে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লাভ করতে পারি।

(৪) প্রকৃত খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের কী ধরনের কাজ করা উচিত ও কেমন আচরণ করা উচিত তা আমরা দেখি: প্রকৃত বিশ্বাসীরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে ভক্তিপূর্ণ জীবন যাপন করে। এটাই তাদের মূল কাজ। তাদেরকে এই পৃথিবীতে নির্যাতন ভোগ করতে হবে। এই পৃথিবী থেকে এই বিষয়টি তাদের জন্য অবধারিত।

খ. তিনি তীমথিকে সাবধান করে দিচ্ছেন যেন তিনি প্রলোভনকারীদের ফাঁদে কোনভাবেই

পা না দেন। একই ভাবে তিনি তাঁকে শিক্ষা দিচ্ছেন যেন তিনি সব সময় খ্রীষ্টের সত্যে স্থির থাকেন, কারণ মন্দ মানুষ এবং প্রলোভনকারী বারবারই বিশ্বাসীদেরকে সত্য থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করতে থাকবে, পদ ১৩। লক্ষ্য করে দেখুন, একজন ভাল মানুষ ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়ে ক্রমেই ভাল থেকে আরও ভাল হতে থাকে। আর অন্যদিকে মন্দ মানুষও শয়তানের প্রলোভন ও ষড়যন্ত্রের জালে পড়ে মন্দ থেকে ক্রমেই আরও মন্দ হতে থাকে। যারা অন্যদেরকে প্রলোভিত করে, তারা আসলে নিজেদের সাথেও ধোঁকাবাজি করে। তারা নিজেদেরকে আরও বেশি করে ধ্বংস ও বিনাশের পথে ঠেলে নিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত তাদেরকে জীবন দিয়ে এর মূল্য দিতে হবে।

গ. পৌল তীমথিকে উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা দিচ্ছেন এবং বিশেষ করে তিনি পবিত্র শাস্ত্র থেকে যা শিখেছেন তা যেন তিনি জীবনে প্রয়োগ করেন সেই পরামর্শ পৌল তীমথিকে দিচ্ছেন, পদ ১৪,১৫। যা তিনি শিখেছেন, সেই শিক্ষায় স্থির থেকে তাঁর উচিত হবে সমস্ত দিক থেকে ঈশ্বরের মনের মত মানুষ হয়ে চরা। তাঁকে শেষ পর্যন্ত এই শিক্ষা ধরে রাখতে হবে এবং এই শিক্ষা অনুসারেই চলতে হবে। তাহলে নিশ্চয়ই আমরা খ্রীষ্টের শিষ্য হতে পারব, যোহন ৮:৩১। আমরা আর এমন সন্তান হব না যারা মিথ্যা শিক্ষার প্রভাবে ভুল পথে চালিত হয়, যারা মানুষের ছলনা ও ভ্রান্তিতে পতিত হয়, যারা সহজে প্রলোভিত ও পরীক্ষিত হয়, ইফিষীয় ৪:১৪। প্রত্যেক বিশ্বাসীদের উচিত নিজেকে শক্তভাবে ধরে রাখা যেন কোন ভিন্ন বা বিকৃত শিক্ষার কারণে তারা বিপথে চালিত না হয়, বরং তাদের ভেতরে যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দৃঢ়ভাবে স্থির থাকে, ইব্রীয় ১৩:৯। আর এই কারণেই আমাদের উচিত পবিত্র শাস্ত্রে আমরা যে বিষয়গুলো শিখেছি সেই বিষয়গুলো সব সময় চর্চা করতে থাকা। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনে আমরা যত ভুলই করিন্থীয় না কেন, তাতে পড়ে থাকা আমাদের শোভা পায় না। বরং আমাদের উচিত সর্বান্তকরণে পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষাকে ধারণ করা এবং সে অনুসারে নিজেদের জীবনকে ঢেলে সাজিয়ে ধার্মিকতা ও পবিত্রতার পথে চলতে শুরু করা, যা পবিত্র আত্মা ও পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। তীমথিকে যে সত্যের শিক্ষা দান করা হয়েছে সেই সত্যে যদি তিনি স্থির থাকেন, তাহলে তিনি প্রলোভনকারীদের সমস্ত আঘাত ও ছলনার ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারবেন। লক্ষ্য করুন, তীমথি যা কিছু শিখেছেন এবং যে সকল বিষয়ের প্রমাণ ও নিশ্চয়তা লাভ করেছেন, তাঁকে অবশ্যই সেগুলোর চর্চা চালিয়ে যেতে হবে।

১. আমাদেরকে যে সমস্ত বিষয়ের নির্দেশনা ও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর নিশ্চয়তা সম্পর্কে জানতে পারলে আমাদের অন্তরে আনন্দের উদ্বেলতা তৈরি হয় (লূক ১:৪); তবে এই আনন্দের কারণ শুধু এই নয় যে, আমরা জানতে পেরেছি সেগুলো সবই সত্যি; বরং সেই সাথে আমরা জানতে পেরেছি এই সকল সত্যের সন্দেহাতীত সুস্পষ্টতা ও যথার্থতা। আমরা যা শিখেছি তা আমাদেরকে অবশ্যই আরও বেশি করে জানতে হবে এবং সেই সত্যের আলোকে নিজেকে স্থির রাখতে হবে, কারণ ধর্মের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা ও যথার্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য।

(১) জানা: আমাদেরকে জানতে হবে যে, যার কাছ থেকে আমরা শিক্ষা নিচ্ছি তিনি উত্তম শিক্ষক কি না। যার শিক্ষা আমরা নিচ্ছি তাকে আমাদের ভাল করে চিনতে হবে। কোন মন্দ মানুষ বা প্রলোভনকারীদের কাছ থেকে নয়, বরং উত্তম ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যাদের নিজেদের মাঝে সেই সত্যের অভিজ্ঞতা ও প্রত্যক্ষ উপস্থিতি দৃশ্যমান রয়েছে, যাদের ভেতরে সেই সত্যের ক্ষমতা সক্রিয় রয়েছে, এবং যারা সেই সত্যের জন্য নির্যাতন ভোগ করতে পারেন; আর এতেই আমরা পরিপূর্ণভাবে সেই সত্যের প্রতি বিশ্বাস করে সাক্ষ্য বহন করার মত উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারব।

(২) আমাদেরকে যে ভিত্তির উপরে নির্মিত হতে হবে সেই ভিত্তি কী তা সুস্পষ্ট ও যথার্থতার সাথে আমাদের জানতে হবে। সেই ভিত্তি হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্র। আমাদের উচিত শৈশব থেকেই পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষায় নিজেদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে শুরু করা।

২. যারা নিজেদেরকে ঈশ্বরের পথে চালিত করে, তাঁর বিষয়সমূহের সাথে নিজেদেরকে পরিচিত করে তোলে এবং সেই সমস্ত বিষয়ের সুস্পষ্ট নিশ্চয়তা লাভ করে, তারা নিশ্চয়ই পবিত্র শাস্ত্র খুব ভাল করে জানে, কারণ পবিত্র শাস্ত্রই হচ্ছে স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের সারাংশ।

৩. আমাদের শৈশব থেকে পবিত্র শাস্ত্র সম্পর্কে জানা অত্যন্ত আনন্দের বিষয় শিশুদের উচিত সঠিক সময়ে পবিত্র শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করা। শিশুদের বয়সটাই হচ্ছে শেখার বয়স। যারা সত্যিকারের জ্ঞান লাভ করতে চায় তাদের উচিত শিশু বয়স থেকেই পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন ও শিক্ষা করতে শুরু করা।

৪. আমাদের যে ব্যবস্থা জানা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঈশ্বর প্রদত্ত পবিত্র শাস্ত্র। এই শাস্ত্র বা ব্যবস্থা এসেছে স্বয়ং পবিত্র ঈশ্বরের কাছ থেকে, যা দেওয়া হয়েছে পবিত্র ও ধার্মিক মানুষদের কাছে, যাতে ছিল পবিত্র সমস্ত বিধান, পবিত্রতা ও ধার্মিকতার কাজের বিবরণ এবং এর উদ্দেশ্য ছিল আমাদেরকে পবিত্র করে তোলা এবং আমাদেরকে পবিত্রতা ও আনন্দের পথে চালিত করা। এ কারণেই এই শাস্ত্রকে বলা হয় পবিত্র শাস্ত্র। এর মধ্য দিয়ে এই পবিত্র শাস্ত্রকে সমস্ত প্রকার অপবিত্র ও চটুল রচনা থেকে পৃথক করা হয়েছে, যেগুলো শুধু মানুষের মরণশীলতাকে আরও বেগবান করে, যেখানে জীবনের কথা নেই। পবিত্র শাস্ত্র ব্যতীত অন্য অনেক পুস্তকেই সাধারণ ন্যায় বিচার ও সততার কথা থাকতে পারে, কিন্তু সেখানে ঈশ্বরয়ী পবিত্রতার কোন ছোঁয়া নেই। যদি আমাদের পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা সম্পর্কে জানতে হয় তাহলে অবশ্যই তা আমাদের প্রত্যেক দিন পাঠ ও অধ্যয়ন করতে হবে। যারা পবিত্র শাস্ত্র নিয়মিতভাবে পাঠ করে, তারা মানুষের চোখে অবজ্ঞাকৃত হলেও ঈশ্বরের চোখে ধার্মিক ও পবিত্র বলে গণ্য হন। এখন এখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারি:-

(১) এই পবিত্র শাস্ত্রের চমৎকারিত্ব: ঈশ্বরের অনুপ্রেরণায় এই পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে (পদ ১৬) এবং এই কারণেই তা ঈশ্বরের বাক্য, তাঁর মুখের বাক্য। এটি এক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ, যার উপরে আমাদের নির্ভর করতে হবে এবং তা অলঙ্ঘনীয় সত্য

বলে ধরে নিয়ে ধারণ করতে হবে। এই একই আত্মা যিনি আমাদের ভেতরে চেতনা দান করেছেন, তিনিই আবার আমাদের মাঝে প্রত্যাদেশ দান করেছেন: *কারণ ভবিষ্যদ্বাণী কখনো মানুষের ইচ্ছাক্রমে উপনীত হয় নি, কিন্তু মানুষেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়ে ঈশ্বর থেকে যা পেয়েছেন, তা-ই বলেছেন,* ২ পিতর ১:২১। প্রেরিতরা ও ভাববাদীরা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত কথা বলেন নি, বরং তারা প্রভুর কাছ থেকে যে প্রত্যাদেশ পেয়েছেন সেটাই তাঁর প্রতিনিধি হয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। ঈশ্বর তাঁর অনুপ্রেরণায় আমাদের কাছে তাঁর প্রত্যাদেশ দান করেছেন। তাঁর সেই প্রত্যাদেশে তাঁর সত্য, পবিত্রতা, শুদ্ধতা ও অসীমতা প্রকাশ পেয়েছে। সেই সাথে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর শিক্ষার অপূর্ব ক্ষমতা। পবিত্র শাস্ত্রের একাধিক অংশে তাঁর শিক্ষার একটি অংশের সাথে আরেকটি অংশের চমৎকার সাদৃশ্য ও সঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে। অগণিত মানুষের অন্তর ও আত্মা পরিবর্তন করার মধ্য দিয়ে এই পবিত্র শাস্ত্র কর্তৃক মানুষের মন পরিবর্তনের অতুলনীয় ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে। এই পবিত্র শাস্ত্রের বাক্য ব্যবহার করে যত অলৌকিক কাজ সাধন করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে কিতাবটির স্বর্গীয় উৎসের নিশ্চয়তা ও যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে: "ঈশ্বরের নানা চিহ্ন-কাজ, অদ্ভুত লক্ষণ ও নানা রকম অলৌকিক কাজ এবং তাঁর ইচ্ছানুসারে পবিত্র আত্মার নানা রকম বর দান করার মধ্য দিয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন," ইব্রীয় ২:৪।

(২) আমাদের জীবনে এর প্রয়োগ কী:-

[১] এই পুস্তকগুলোই আমাদেরকে খ্রীষ্ট যীশু সম্বন্ধীয় বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানবান করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্র শাস্ত্র আমাদের অনন্ত জীবন লাভের পথে এক সুনিশ্চিত নির্দেশনা। লক্ষ্য করুন, তারাই প্রকৃত জ্ঞানী, যাদের নিজ পরিত্রাণ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রয়েছে। পবিত্র শাস্ত্র আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে জ্ঞানী করে তুলতে পারে, ভিন্ন আরেক পৃথিবীর জন্য আমাদের আত্মাকে করে তুলতে পারে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় পূর্ণ। আমরা বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানবান হয়ে উঠি। লক্ষ্য করে দেখুন, পবিত্র শাস্ত্র তখনই আমাদেরকে পরিত্রাণের জন্য জ্ঞানী করে তুলতে সক্ষম হয়, যখন আমরা সেই পরিত্রাণের সাথে যুক্ত করিন্থীয় বিশ্বাস, আর অন্য কিছু নয়, ইব্রীয় ৪:২। কারণ যদি আমরা পবিত্র শাস্ত্রের সত্যতা ও মঙ্গলময়তায় বিশ্বাস করতে না পারি, তাহলে তা কখনোই আমাদের মঙ্গল সাধন করতে পারে না।

[২] আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবনের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন, যা আমরা লাভ করে থাকি পবিত্র শাস্ত্র অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে। শিক্ষার জন্য, অনুযোগের জন্য, সংশোধনের জন্য, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের জন্য এই পবিত্র শাস্ত্র অত্যন্ত উপকারী। পবিত্র শাস্ত্র আমাদের প্রতি সমস্ত স্বর্গীয় প্রত্যাদেশের উত্তর দান করে। এটি আমাদেরকে শিক্ষা সেই সমস্ত বিষয় যা আমাদের জন্য সত্য, যা আমাদের ভুলগুলোর জন্য অনুযোগ করে, যা আমাদের সত্যের পথে চলতে নির্দেশনা দেয়, আমাদের চলার পথকে সংশোধন করে, যা উত্তম তার প্রতি আমাদেরকে আকৃষ্ট করে। পবিত্র শাস্ত্রের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষা দেওয়া, সংশোধন করা ও অনুযোগ করা। পরিচর্যাকারীদের জন্য এই

পবিত্র শাস্ত্র সবচেয়ে প্রধান হাতিয়ার, যারা সাধারণ বিশ্বাসীদেরকে শিক্ষা দেন, অনুযোগ বা গঠনমূলক সমালোচনা করেন এবং সংশোধন করেন। পবিত্র শাস্ত্র ব্যতীত আর কোথা থেকে তারা এই দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাবেন?

[৩] যেন ঈশ্বরের লোকেরা পরিপক্ক হয়, পদ ১৭। একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী, একজন খ্রীষ্টীয় পরিচর্যাকারী একান্তভাবে ঈশ্বরের লোক। যা একজন মানুষকে পরিপক্ক করে তোলে তা হচ্ছে পবিত্র শাস্ত্র। এই পবিত্র শাস্ত্রের মধ্য দিয়ে আমরা সমস্ত সৎকর্মের জন্য সুসজ্জীভূত হই। এভাবেই প্রতিটি ক্ষেত্রে পবিত্র শাস্ত্র আমাদের জন্য হয়ে ওঠে একান্তভাবে অপরিহার্য। আমাদের যে দায়িত্বই থাকুক না কেন, যে পরিচর্যা কাজই আমাদেরকে করতে বলা হোক না কেন, তা পরিপক্ক ও সুসজ্জীভূত হয়ে করার জন্য আমাদের যথেষ্ট নির্দেশনা আমরা পবিত্র শাস্ত্র থেকে লাভ করতে পারব।

(৩) এই পুরো অধ্যায়টি থেকে সামগ্রিকভাবে আমরা দেখতে পাই:-

[১] পবিত্র শাস্ত্রের বিভিন্ন প্রয়োগ রয়েছে এবং তা বিভিন্ন লক্ষ্য ও পরিকল্পনা জবাব দেয়: তা শিক্ষা, অনুযোগের, সংশোধনের, ধার্মিকতা সম্বন্ধীয় শাসনের জন্য উপকারী। আমাদের ন্যায়বিচার ও ধার্মিকতার চর্চায় যত ভুল-ত্রুটি দেখা দিক না কেন তা এই পবিত্র শাস্ত্র সংশোধন করে দেয় এবং তা আমাদেরকে অনন্ত জীবনের পথে প্রত্যক্ষভাবে চালিত করে।

[২] পবিত্র শাস্ত্র হচ্ছে বিশ্বাস ও এর চর্চার এক অনুপম বিধান, যা ঈশ্বরের লোকদের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। বিশেষ করে যে সকল খ্রীষ্টীয় পরিচর্যাকারী সাধারণ বিশ্বাসীদের প্রতি ঈশ্বরের শিক্ষা দান করেন ও তাদের ধার্মিকতায় ও পবিত্রতায় সুসজ্জীভূত করে তুলতে চান, তাদের জন্য এই পবিত্র শাস্ত্র অত্যন্ত উপকারী।

[৩] যদি আমরা সব সময় পবিত্র শাস্ত্র থেকে জ্ঞান অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে থাকি, যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে, তাহলে আমরা হয়ে উঠব ঈশ্বরের লোক। আমরা হয়ে উঠব পরিপক্ক এবং সেই সাথে আমাদের প্রত্যেকটি সৎ কাজে সুসজ্জীভূত।

[৪] কোন দার্শনিকের উক্তি, শিক্ষা বা মহাজাগতিক দর্শন, কোন ধর্মতাত্ত্বিকের মতাদর্শ, কোন পোপীয় দর্শন, বা কোন অলিখিত চিরাচরিত প্রথা আমাদেরকে ঈশ্বরের লোক করে তুলতে পারে না। একমাত্র পবিত্র শাস্ত্রই আমাদেরকে উত্তর দেয় ঈশ্বরের সমস্ত পরিকল্পনা ও প্রতিজ্ঞার। আর এই পবিত্র শাস্ত্রের শিক্ষা অনুসরণ করেই আমরা হয়ে উঠতে পারি ঈশ্বরের একান্ত অনুগ্রহভাজন লোক। আমরা যেন আরও বেশি করে আমাদের বাইবেলকে ভালবাসি এবং আরও বেশি করে বাক্যের সাথে নিজেদেরকে ঘনিষ্ঠ করে তুলি। তাহলেই আমরা দেখব যে, আমাদের জন্য যে সকল উপকারের কথা পবিত্র শাস্ত্রে প্রতিজ্ঞা করা হয়েছে সেগুলো আসলে কতটা সুফলদায়ক। তখনই আমরা আমাদের জন্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিজ্ঞাকৃত সমস্ত আনন্দজনক ফল ভোগ করতে পারব।

তীমথির প্রতি প্রেরিত পৌলের দ্বিতীয় পত্র

অধ্যায় ৪

এই অধ্যায়ে আমরা দেখব:-

ক. অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্যের সাথে এবং ঐকান্তিকতা নিয়ে পৌল তীমথিকে একজন সুসমাচার প্রচারক হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য বিশেষভাবে অধ্যবসায়ী ও আন্তরিক হওয়ার জন্য উৎসাহ দিচ্ছেন। তাঁকে যে সকল নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা পৃথিবীর সকল স্থানের ও সকল যুগের সুসমাচার প্রচারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, পদ ১-৫।

খ. এই বিষয়টি নিয়ে পৌলের উদ্বেগের কারণ: কেন তীমথিকে তাঁর দায়িত্ব এখনই এতটা সতর্কতার সাথে এবং বিশেষ একটি পদ্ধতিতে পালন করতে বলা হচ্ছে? কারণ মণ্ডলী সে সময় প্রেরিত পৌলের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে তাঁর অভাব অনুভব করছিল এবং ইতোমধ্যেই পৌলের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছিল, পদ ৬-৮।

গ. আরও বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা এবং বিশেষ করে যে আলেকসান্দর কাঁসার কাজ করে তার সম্পর্কে সতর্ক থাকার পরামর্শ, পদ ৯-১৫।

ঘ. পৌল তীমথিকে জানাচ্ছেন যে, তিনি কীভাবে তাঁর জীবনে খ্রীষ্টের স্পর্শ লাভ করেছেন। যদিও মানুষ তাঁকে ত্যাগ করেছে এবং তাঁকে নির্যাতনের মুখে ফেলেছে, তথাপি খ্রীষ্ট তাঁকে ভুলে যান নি এবং তিনি তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন। এতে করে পৌল ভবিষ্যতে তাঁর উদ্ধারের বিষয়ে নিশ্চয়তা ও উৎসাহ লাভ করেছেন (পদ ১৬-১৮) এবং এরপর তিনি তাঁর প্রৈরিতিক শুভেচ্ছা ও আশীর্বচন উচ্চারণ করে এই পত্রটি শেষ করেছেন, পদ ১৯-২২।

২ তীমথিয় ৪:১-৮ পদ

লক্ষ্য করে দেখুন:-

ক. কতটা সাংঘাতিকভাবে পৌল তীমথিকে এই দায়িত্ব অর্পণ করছেন (পদ ১): *আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে এবং যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে, তাঁর ফিরে আসা ও তাঁর রাজ্যের দোহাই দিয়ে তোমাকে এই দৃঢ় আদেশ দিচ্ছি*। লক্ষ্য করুন, সবচেয়ে ভাল মানুষটিকেও সব সময় তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সতর্ক ও আন্তরিকভাবে সজাগ থাকা প্রয়োজন। একজন পরিচর্যাকারীর কাজ কখনো হেলায় ফেলায় করা যায় না, বরং তা সর্বোচ্চ মনোযোগ ও গুরুত্ব সহকারে করা প্রয়োজন। যদি একজন

পরিচর্যাকারী সুসমাচার প্রচার না করে তাহলে ধিক্ তাকে, ১ করিন্থীয় ৯:১৬। তীমথিকে তাঁর বিশ্বস্ততায় আরও সঞ্জীবিত করে তোলার জন্য তাঁর অবশ্যই বিবেচনা করা প্রয়োজন:-

১. ঈশ্বর ও যীশু খ্রীষ্টের দৃষ্টি সব সময় তাঁর উপরে আছে: আমি তোমাকে ঈশ্বরের *সাক্ষাতে এবং যিনি জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন সেই খ্রীষ্ট যীশুর সাক্ষাতে . . . তোমাকে এই দৃঢ় আদেশ দিচ্ছি*। এর অর্থ হচ্ছে, “যেভাবে তুমি ঈশ্বরের ও যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ লাভ করেছ, যেভাবে তুমি সব সময় তাঁদের অনুগ্রহের ভাগী হয়েছ, সেভাবেই এখন তুমি নিজেকে ঈশ্বর ও খ্রীষ্ট যীশুর সামনে যোগ্য বলে প্রমাণ করবে। তুমি খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সত্যের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বস্ত থেকে তোমার দায়িত্ব পালন করবে। যে ঈশ্বর তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং যে প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমাকে পরিত্রাণ করেছেন, তাঁদের প্রতি এভাবেই তুমি তোমার বিশ্বস্ততা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।”

২. তিনি তীমথিকে যে দায়িত্ব ঐকান্তিভাবে পালন করতে বলছেন, এর পুরস্কার তিনি মহান শেষ বিচারের দিনে লাভ করবেন। এর মধ্য দিয়ে তীমথি সব সময় সেই মহান বিচারের কথা মাথায় রাখবেন এবং তিনি যে যীশু খ্রীষ্টের কাছে দায়বদ্ধ তা স্মরণে রাখতে পারবেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর রাজ্যের আগমনের সময় মৃত ও জীবিত সকলকে বিচার করবেন। এ কারণে পৃথিবীতে খ্রীষ্টের আগমনের বিষয়ে সমস্ত খ্রীষ্টীয় পরিচর্যাকারীকে অবশ্যই সজাগ থাকতে হবে এবং তাঁর আগমনের জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করে রাখতে হবে। সেই সাথে সকল বিশ্বাসীকেও তাঁর আগমনের জন্য বিশেষভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। খ্রীষ্ট শেষ বিচারের দিনে জীবিত ও মৃত সকলের বিচার করবেন, অর্থাৎ শেষ দিনটিতে যাদেরকে জীবিত পাওয়া যাবে তাদের যেমন বিচার করা হবে, তেমনি কবর থেকে সমস্ত মৃত ব্যক্তিদেরকে উত্থিত করে তাদেরও বিচার করা হবে। লক্ষ্য করুন:-

(১) প্রভু যীশু খ্রীষ্ট জীবিত ও মৃতদের বিচার করবেন। ঈশ্বর তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের উপরে বিচারের সমস্ত ভার অর্পণ করেছেন এবং তাঁকে জীবিত ও মৃতদের উপরে বিচারকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করেছেন, প্রেরিত ১০:৪২।

(২) তিনি আগমন করবেন; খ্রীষ্ট দ্বিতীয়বার এই পৃথিবীয় অবতরণ করবেন এবং সেই আগমন হবে অত্যন্ত জাঁকজমক ও গৌরবপূর্ণ।

(৩) তখন তাঁর রাজ্য গৌরবের সাথে উত্থিত হবে। খ্রীষ্টের আগমনের সাথে সাথে তাঁর রাজ্যও আমাদের মাঝে উপস্থিত হবে। কারণ তিনি যখন আবার আসবেন তখন তাঁর নিজ রাজ্য স্থাপন করবেন এবং সেই রাজ্যে তিনি সিংহাসনে উপনীত হবেন ও এই পৃথিবীর বিচার কাজ পরিচালনা করবেন।

খ. কী বিষয়ে তীমথিকে দায়িত্ব দেওয়া হল, পদ ২-৫।

১. বাক্য প্রচার করা। এটি একজন পরিচর্যাকারীর সবচেয়ে প্রধান দায়িত্ব, যে একান্তভাবে তাদের উপরে অর্পণ করা হয়েছে। আমাদের নিজেদের মনগড়া ধারণা বা চিন্তা এটি নয়

যে, পরিচর্যাকারী ও প্রচারকদের দায়িত্ব সুসমাচার প্রচার করা। বরং এটি সুস্পষ্টভাবে ঈশ্বরের বাক্য। আমাদের কোনভাবেই এই বাক্য লজ্ঘন করা উচিত নয়, বরং সর্বাংশে আমাদের উচিত ঈশ্বর প্রদত্ত এই মহান দায়িত্ব পালন করা এবং ঈশ্বর ও খ্রীষ্টের দৃষ্টিতে নিজেদেরকে ধার্মিক বলে প্রমাণ করা, ২ করিন্থীয় ২:১৭।

২. তিনি যা প্রচার করবেন তা যেন অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে করেন এবং তা শুনে সেই অনুসারে চলার জন্য যেন তাঁর শ্রোতাদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করেন: “সময়ে হোক বা অসময়ে হোক কাজে নিয়োজিত থাক। এই সমস্ত কাজ একান্তভাবে পবিত্র আত্মার নিরূপিত দায়িত্ব অনুসারে কর।” যারা এখনো পাপের অন্ধকারে ডুবে আছে তাদেরকে উদ্ধার করা তাঁর দায়িত্ব। তিনি তাদেরকে মন পরিবর্তন করার আহ্বান জানাবেন এবং তাদের খ্রীষ্টের উপরে বিশ্বাস করে এক পবিত্র ও ধার্মিক জীবন যাপন করতে নির্দেশ দেবেন। আর তাঁকে তা করতে হবে সময়ে, যখন তারা তাঁর কথা শোনার জন্য প্রস্তুত থাকবে, বা অবসর সময় কাটাবে, যখন তারা আরও সহজে তাঁর কথা শুনে তা গ্রহণ করতে উৎসাহী হবে। তবে শুধুমাত্র তাই নয়; তাঁকে অসময়েও এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, অর্থাৎ অনেকেই আছে যারা এ ধরনের কথা বা শিক্ষা শোনার জন্য প্রস্তুত নয়, যারা অন্য কোন কাজে ব্যস্ত, বা যারা তাঁর কথা শুনে আবার সঙ্গে সঙ্গেই তা ভুলে যেতে পারে। কিন্তু তারা জানে না যে, পবিত্র আত্মার শক্তি যে কোন সময়ে মানুষকে স্পর্শ করতে পারে ও মানুষের অন্তরে প্রবেশ করতে পারে। এ কারণে তীমথিকে যে কোন সময়ে প্রভুর বাক্য প্রচারে মনোনিবেশ করতে হবে। কৃষকেরা যখন মাঠে বীজ বোনে, তখন তারা খুব সকালেই তা বোনে, কিন্তু সন্ধ্যাতেও বীজ বুনতে হতে পারে। তাই সব সময় আমাদেরকে প্রভু বাক্য প্রচারের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩. প্রত্যেকটি মানুষকে তাদের ভুলের কথা অবশ্যই তাঁকে বলতে হবে: “অনুযোগ কর, ভর্ৎসনা কর।” মন্দ মানুষেরা যে মন্দ পথে চলছে, পাপের যে অতল গহ্বরের দিতে পতিত হওয়ার জন্য এগিয়ে চলছে, সে ব্যাপারে বোঝানোর জন্য তাদেরকে অবশ্যই তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করতে হবে। পাপীদের প্রতি পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই অত্যন্ত কঠোরতার সাথে অনুযোগ ও ভর্ৎসনা করা প্রয়োজন, যেন তারা সেই ভর্ৎসনায় প্রভাবিত হয়, নিজেদের ভুল বুঝতে পারে, লজ্জিত হয় ও সংশোধনের চেষ্টা করে। পরিচর্যাকারীরা খ্রীষ্টের নামে মন্দ লোকদেরকে তিরস্কার করবেন এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে তা যে অবস্থানে দাঁড়িয়েছে তা তাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন।

৪. তীমথিকে অবশ্যই তাদের প্রতি নির্দেশনা, উৎসাহ এবং উদ্দীপনা দান করতে হবে, যারা মন ফেরানো শুরু করবে। “তাদেরকে চেতনা দাও।” তাদেরকে শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসে স্থির থাকতে বিশেষ করে চেতনা দান করতে হবে। সেই সাথে সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে তাদেরকে শিক্ষা দান করতে হবে।

(১) তাঁকে অবশ্যই অত্যন্ত ধৈর্য সহকারে এই কাজটি করতে হবে: *সম্পূর্ণ ধৈর্য সহকারে*। যদি পরিচর্যাকারীরা তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিশ্রমের ফল দেখতে নাও পান, তাতে করে

হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ প্রভু নিরূপিত সময়ে এই সকল পরিশ্রম ফলপ্রসূ করে তুলবেন। ঈশ্বরের নিজে মানুষের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণুতা ও ধৈর্য দেখিয়েছেন। পরিচর্যাকারীদেরও উচিত একই ভাবে ধৈর্য ধারণ করা।

(২) তীমথিকে অবশ্যই যুক্তি দিয়ে এই দায়িত্ব পালন করতে হবে, আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়। তাঁকে অবশ্যই ধৈর্য ধারণের পাশাপাশি শিক্ষা দান করতে হবে। এর অর্থ হচ্ছে, লোকদেরকে দিয়ে ভাল কাজ করাতে হলে তাদেরকে ভাল শিক্ষা দিতে হবে। তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সত্য শিক্ষা দিতে হবে এবং তাদের ভেতরে খ্রীষ্টের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি করতে হবে, যে বিশ্বাস তাদেরকে সমস্ত মন্দতা থেকে সরিয়ে নিয়ে আসবে এবং তাদের মঙ্গল সাধন করবে। লক্ষ্য করে দেখুন:-

[১] একজন পরিচর্যাকারীর কাজের বিভিন্ন অংশ রয়েছে: তিনি সুসমাচার প্রচার করবেন, বাণী প্রচার করবেন, অনুযোগ করবেন, ভর্ৎসনা করবেন এবং চেতনা দেবেন।

[২] একজন পরিচর্যাকারীকে অবশ্যই অত্যন্ত অধ্যবসায়ী, ধৈর্যশীল ও সতর্ক হতে হবে। তাঁকে অবশ্যই সময়ে ও অসময়ে তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁকে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন তাঁর এই প্রচেষ্টা কোনভাবেই বৃথা না যায়, বরং তাঁকে অবশ্যই ঐকান্তিভাবে সাধারণ মানুষের আত্মার পরিত্রাণ সাধনের জন্য পরিশ্রম করে যেতে হবে।

৫. তীমথিকে অবশ্যই সমস্ত বিষয় নজরে রাখতে হবে ও সতর্ক থাকতে হবে। লোকদের প্রতি দয়া দেখানোর জন্য তীমথিকে অবশ্যই সব সময় প্রস্তুত থাকতে হবে। কখনোই যেন তাঁর আচরণের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি কোন ধরনের অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রকাশ না পায়। নিজের কাজের ও কথার প্রতি ও অন্য সব কিছুর ব্যাপারে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। তাঁকে শয়তানের প্রলোভনের বিরুদ্ধে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, যেন যে সকল আত্মা তাঁর অধীনে রয়েছে তাদের তিনি সুরক্ষা দান করতে পারেন।

৬. তাঁকে অবশ্যই নির্যাতন ভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং তা সহ্য করতে হবে। তাঁকে এই সমস্ত নির্যাতন থেকে ভাল কিছু বের করে নিয়ে আসতে হবে। *Kakopatheson*, অর্থাৎ ধৈর্য সহকারে সহ্য করা। একজন পরিচর্যাকারীর সামনে যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন তাতে করে তার কখনোই হতাশ হয়ে পড়া উচিত নয়, বরং তা ধৈর্যের ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার আত্মা দ্বারা সহ্য করা প্রয়োজন। কষ্ট ও দুঃখভোগে প্রত্যেক খ্রীষ্টানের নিজেকে উজ্জীবিত করে তুলতে হবে।

৭. তাঁকে অবশ্যই তাঁর দায়িত্বের কথা মনে রাখতে হবে এবং তা যথার্থভাবে পালন করতে হবে: *সুসমাচার প্রচারকও কাজ করতে হবে*। একজন প্রেরিতের সহকারী হিসেবে একজন সুসমাচার প্রচারকও দায়িত্ব হচ্ছে, প্রেরিতরা যত মণ্ডলী স্থাপন করবেন সেই সকল মণ্ডলীতে বাক্যের পরিচর্যা দান করা। তারা কোন মণ্ডলীর স্থায়ী পুরোহিত ছিলেন না, বরং তারা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন মণ্ডলীতে যেতেন, বিশেষ প্রেরিতদের স্থাপিত মণ্ডলীগুলোতে, এবং তারা

সেখানে পবিত্র বাক্যের বিশেষ পরিচর্যা লোকদেরকে দান করতেন, যে পর্যন্ত না সেই মণ্ডলী আত্মিকভাবে একটি শক্তিশালী ও স্থায়ী মণ্ডলীতে রূপ না নেয়। এটাই ছিল তীমথির কাজ।

৮. তাঁকে অবশ্যই তাঁর পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন করতে হবে: *তোমার পরিচর্যা কাজ সম্পন্ন কর*। তীমথির উপরে এক বিরাট আস্থা স্থাপন করা হয়েছিল এবং সে কারণে তাঁকে অবশ্যই এই আস্থার যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে এবং তাঁর দায়িত্বের সবগুলো দিক অধ্যবসায় ও যত্নের সাথে সম্পন্ন করতে হবে। লক্ষ্য করুন:-

(১) একজন খ্রীষ্টীয় পরিচর্যাকারীকে এই পৃথিবীয় বিশ্বস্তভাবে তাঁর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কষ্টভোগ করতে হতেই পারে।

(২) তাঁকে অবশ্যই এই কষ্ট ও যন্ত্রণাগুলোকে একজন খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বীরের মত ধৈর্য সহকারে সহ্য করতে হবে।

(৩) এ সমস্ত কারণে তাঁর কখনো দায়িত্ব থেকে সরে আসা উচিত নয়, কারণ তাঁকে অবশ্যই এই খ্রীষ্টীয় পরিচর্যার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে তা সম্পন্ন করতে হবে।

(৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্য ঈশ্বরের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা পালনে নিজেদেরকে সফল করে তুলে দেখানোর জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত উপায় হচ্ছে উক্ত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা এবং তা পরিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা।

গ. এই দায়িত্ব পালনে ঐকান্তিক হওয়ার আহ্বান জানানোর যুক্তি।

১. কারণ ক্রমেই মণ্ডলীতে ভ্রান্তি ও ধর্মভ্রষ্টতা প্রবেশ করছিল, যার মধ্য দিয়ে অনেকে যারা খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাস গ্রহণ করেছিল তারা বিপথগামী হয়ে পড়ছিল (পদ ৩,৪): *কেননা এমন সময় আসবে, যে সময় লোকেরা নিরাময় শিক্ষা সহ্য করবে না*। এ কারণে বর্তমান সময়কে আরও কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য আমাদের প্রয়োজন শত বাধা বিপত্তি ও নির্যাতন আসলেও তা সহ্য করা। এখন আমাদের কাজে ব্যস্ত হতে হবে, কারণ এখনই বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। যখন মাঠ সোনালী ফসলে ভরে যাবে তখন আমরা কাস্তে হাতে নেব। কিন্তু বর্তমানের এই সুযোগ ও সময় খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। তারা আর নিরাময় শিক্ষা গ্রহণ করবে না। সে সময় যারা থাকবে তারা নিজেদেরকে ভণ্ড শিক্ষকদের হাতে তুলে দেবে এবং সত্যের বাক্য থেকে তাদের কান সরিয়ে ফেলবে। আর এই কারণে আমাদের উচিত হবে যত বেশি সম্ভব পবিত্র শাস্ত্র মানুষের কানে পৌঁছে দেওয়া। যেন যখন সেই ঝড় আমাদের উপরে নেমে আসবে তখন আমরা প্রত্যেকে শক্ত থাকতে পারি এবং বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত হয়ে না যাই। এতে করে সাধারণ বিশ্বাসীদের ধর্মত্যাগ রোধ করা সম্ভব হবে। মানুষকে অবশ্যই শুনতে হবে এবং এ জন্য পরিচর্যাকারীদের অবশ্যই কথা বলতে হবে, প্রচার করতে হবে। এমন এক সময় আসবে যখন মানুষ আর ধার্মিকতা ও পবিত্রতার কথা শুনবে না, বরং তারা কেবলই মন্দতার পথে চলতে চাইবে ও অন্ধকারকেই আঁকড়ে ধরবে। তারা সত্যের বাণী থেকে তাদের কান সরিয়ে ফেলবে। তারা খ্রীষ্টের সরল

সুসমাচারকে ভুল বুঝবে এবং দূরে সরে যাবে। তারা নিজেদের মনগড়া মতাদর্শ তৈরি করবে এবং সেই ধারণা অনুযায়ী চলতে শুরু করবে। আর তখন ঈশ্বর তাদেরকে সেই গোলকধাঁধায় ঘুরে মরার জন্য ছেড়ে দেবেন, কারণ সুসমাচারের প্রতি ভালবাসা থেকে তা গ্রহণ করতে পারে নি, ২ থিষলনীকীয় ২:১১,১২। লক্ষ্য করে দেখুন:-

(১) এই সমস্ত শিক্ষকেরা তাদের নিজেদের ধারণা ও আদর্শ অনুসারে চলত, ঈশ্বরের বিধান ও শিক্ষা অনুসারে নয়। তারা নিজেদের লালসা চরিতার্থ করার জন্য নিজেদের মনগড়া নিয়ম অনুসরণ করত এবং মানুষকেও তা অনুসরণ করতে বাধ্য করত।

(২) মানুষ তখনই এ ধরনের কাজ করে যখন তারা আর নিরাময় শিক্ষা শোনে না ও মানে না। তারা তখন শুধু এমন কথাই শুনতে চায় যা তাদের কাছে নতুন ও আকর্ষণীয় মনে হবে। এ কারণে পৃথিবীতে দুই ধরনের শিক্ষা রয়েছে: একটি হচ্ছে নিরাময় শিক্ষা বা প্রভুর শিক্ষা; আর আরেকটি হচ্ছে মনগড়া শিক্ষা বা মিথ্যা মতাদর্শ।

(৩) ঈশ্বরের বাক্য এবং এ ধরনের ভণ্ড শিক্ষকদের কথাবার্তার মধ্যে এক বিরাট তফাৎ রয়েছে। নিরাময় শিক্ষা মানুষকে আত্মিকভাবে পবিত্র ও সঞ্জীবিত করে তোলে। অপরদিকে মানুষের মনগড়া মিথ্যা মতাদর্শ কেবলই ধ্বংসের ও অন্ধকারের পথে নিয়ে যায়।

(৪) যারা মানুষের মিথ্যা মতাদর্শের অনুসারী হয়ে পড়ে, তারা সত্যের দিক থেকে তাদের কান সরিয়ে ফেলে, কারণ তারা অন্তর ও আত্মার দিক থেকে বধির হয়ে পড়ে। কোন মানুষই দুই মনিবের দাসত্ব করতে পারে না। শুধু তাই নয়, বলা হয়েছে, তারা রূপকথা শুনবার দিকে মনোযোগ দেবে। যারা সত্যের দিক থেকে কান ফিরিয়ে রূপকথা শোনার জন্য মনোযোগী হয়, ঈশ্বর ন্যায্যভাবেই তাদেরকে চিরতরে বিনাশের পথে এগিয়ে যেতে দেন।

২. যেহেতু পৌল তাঁর দায়িত্বের অংশটুকু প্রায় শেষ করে এনেছেন: *কেননা এখন আমাকে ঢালন-উৎসর্গর মত ঢেলে দেওয়া হচ্ছে এবং আমার প্রস্থানের সময় উপস্থিত হয়েছে,* পদ ৬।

(১) এ কারণে তীমথিকেই এখন পৌলের দায়িত্বের ভার বহন করতে হবে। যখন শ্রমিকদেরকে আঙ্গুর ক্ষেত থেকে সরিয়ে ফেলা হয়, তখন যারা ফসল কুড়োয় তাদের আর বসে থাকার সময় থাকে না, বরং তাদের দায়িত্বই তখন হয়ে পড়ে প্রধান। কোন কাজে যত কম লোক হাত লাগায়, তত বেশি তাদের পরিশ্রম দিতে হয়।

(২) পৌল যেন বলতে চেয়েছেন যে, তিনি তাঁর যুগের লোকদের জন্য তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আর এখন তীমথির দায়িত্ব হচ্ছে তাঁর যুগের লোকদের প্রতি পরিচর্যাকারী হয়ে দায়িত্ব পালন করা।

(৩) প্রেরিত পৌল তাঁর আসন্ন প্রস্থানের কথা ভেবে স্বস্তি পাচ্ছিলেন ও আনন্দিত হচ্ছিলেন। সেই সাথে তিনি তীমথিকে উৎসাহ দিয়ে চলছিলেন যেন তিনি তাঁর সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে

মণ্ডলী পরিচর্যা কাজে ব্রতী হন, নিজের কাজে অধ্যবসায়ী হন এবং আন্তরিক হন।

২ তীমথিয় ৪:৯-১৫ পদ

এখানে আমরা দেখি, পৌল তাঁর পত্রটি শেষ ভাগে এসে তীমথিকে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা দিচ্ছেন।

১. তিনি তাঁকে বলছেন যেন যদি সম্ভব হয় তাহলে তিনি শীঘ্র তাঁর কাছে আসার চেষ্টা করেন (পদ ৯): *তুমি শীঘ্র আমার কাছে আসতে চেষ্টা কর*। কারণ তীমথি ছিলেন একজন সুসমাচার প্রচারকদের, যিনি একটি মাত্র মণ্ডলীতে স্থায়ীভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন নি। বরং একজন প্রেরিতের মতই তাঁর কাজ ছিল বিভিন্ন মণ্ডলীতে গিয়ে গিয়ে সুসমাচারের পরিচর্যা প্রদান করা। তীমথির সাহায্য ও সাহচার্য পৌলের প্রয়োজন ছিল। এর কারণও তিনি তীমথিকে বলেছেন; কারণ অনেকেই তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল, পদ ১০। এদের মধ্যে প্রধানত যারা ছিলেন তাদের মাঝে প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে দীমা নামটি। এই ব্যক্তিটি পৌলকে ছেড়ে পার্থিব কোন কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং থিষলনীয়াতে চলে গিয়েছিলেন। অপর দু'জন হচ্ছেন ক্রীস্কেন্ত এবং তীত, যারা মূলত সুসমাচারের পরিচর্যার কাজেই অন্যত্র ভ্রমণ করছিলেন। সে সময় সম্ভবত লূক পৌলের সাথেই ছিলেন। কিন্তু পৌল তাঁর সহচর ও সহকর্মীদের সঙ্গ খুব পছন্দ করতেন। এ কারণে তিনি তীমথিকে দ্রুত তাঁর কাছে আসতে বলেছিলেন।

২. তিনি মার্ক সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন: *কেননা আমার পরিচর্যা কাজে তিনি বড় উপকারী*। সম্ভবত এই সেই মার্ক যাকে নিয়ে পৌল ও বার্ণবার মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। নিশ্চয়ই মার্ক পরবর্তীতে একজন নিষ্ঠাবান পরিচর্যাকারী হয়ে উঠেছিলেন এবং পৌল তাঁর সমস্ত ক্ষোভ ও দুঃখ ভুলে গিয়ে মার্ককে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। এখানে আমরা ক্ষমার অপূর্ব এক শিক্ষা পাই।

৩. পৌল তীমথিকে আসার সময় সাথে করে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু জিনিস নিয়ে আসতে বলেছিলেন, যা তিনি ত্রোয়াতে ফেলে এসেছিলেন। ত্রোয়াতে তিনি কার্পের কাছে একটি শাল বা গায়ে দেওয়া চাদর ফেলে রেখে এসেছিলেন, যা তিনি তীমথিকে নিয়ে আসতে বলেছিলেন। এই পত্রটি লেখার সময় পৌল একটি শীতল কারা প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ ছিলেন, যে কারণে শালটি তাঁর বিশেষ দরকার হয়ে পড়েছিল। সেই সাথে তিনি তীমথিকে কয়েকটি পুস্তক, বিশেষত কয়েকটি গুটিয়ে রাখা শাস্ত্র নিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পৌল পবিত্র আত্মা কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর পরিচর্যা কাজ করছিলেন। সে কারণে যদিও এখন পৌল নিজ প্রাণ উৎসর্গ করার জন্য শতভাগ প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রভুর জ্ঞানে নিজেকে নিমগ্ন রাখার আকাঙ্ক্ষা থেকেই তিনি তীমথিকে পুস্তকগুলো আনতে বলেছিলেন।

৪. পৌল আলেকজান্ডারের কথা উল্লেখ করেছেন, যে কাঁসার কাজ করতো। এই লোকটি নানাভাবে পৌলকে যন্ত্রণা দিয়েছে, পদ ১৪,১৫। এর বিষয়ে আমরা প্রেরিত ১৯:৩৩ পদে জানতে পারি। সম্ভবত এই লোকটি নিজেকে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী বলে পরিচয় দিত এবং নিজেকে একজন জ্ঞানী শিক্ষাদাতা বলে ভাবত। কিন্তু সে দেবী দীয়ানার অনুসারীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে খ্রীষ্টীয় ধর্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরোধিতা শুরু করে এবং সে পৌলের পরিচর্যা কাজে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। ভণ্ড বিশ্বাসীদের কাছ থেকে পৌল যে পরিমাণে কষ্ট ও দুঃখ সহ্য করেছেন তা তিনি প্রত্যক্ষভাবে অবিশ্বাসীদের কাছ থেকে বা প্রকাশ্য শত্রুদের কাছ থেকেও পান নি।

২ তীমথিয় ৪:১৬-২২ পদ

এখানে আমরা দেখি:-

ক. পৌল তীমথিকে তাঁর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিচ্ছেন।

১. সম্প্রতি তাঁকে সীজারের কাছে তাঁর আপীলের ভিত্তিতে সম্রাটের সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। সে সময় কোন মানুষ তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় নি, পদ ১৬। কেউ এসে তাঁকে সমর্থন করে নি, তাঁর পক্ষে কথা বলে নি, তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেয় নি, বা তাঁর সাথে যোগাযোগও করে নি। বরং সবাই তাঁকে পরিত্যাগ করেছে। এটি খুবই অবাক হওয়ার মত বিষয় যে, খোদ রোম শহরেও পৌলের মত এমন একজন ধার্মিক মানুষের সপক্ষে দাঁড়ানোর মত কাউকে পাওয়া গেল না, যে রোম শহরের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের সুনাম সারা বিশ্বে সে সময় অত্যন্ত সমাদৃত ছিল, রোমীয় ১:৮। কিন্তু আমাদের এ কথা মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, রক্ত মাংসের মানুষ খুব কমই তার মানবীয় স্বভাব থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। পৌল যখন রোমে প্রবেশ করেন তখন রোমের খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীরা এগিয়ে এসে পৌলকে বিশেষ সম্বর্ধনা দিয়েছিল এবং তাঁকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছিল, প্রেরিত ২৮ অধ্যায়। কিন্তু যখন পৌল বিপদে পড়লেন, তখন তারা পিছিয়ে গেল। কারণ এ সময় পৌলের পাশে এসে দাঁড়াতে গেলে তারা সম্রাটের বিরাগভাজন মানুষের পরিণত হবে। এ কারণে পৌল যখন যন্ত্রণা ও কষ্ট ভোগ করছিলেন তখন তারা প্রত্যেকে তাঁকে ত্যাগ করে দূরে সরে গিয়েছিল। এ কারণে পৌল বিশেষভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন যেন রোমীয় খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের এই কাজের জন্য তিনি তাদেরকে শাস্তি না দেন, তাদের উপরে ক্রোধোন্মত্ত না হন। বরং তিনি প্রার্থনা করেছেন যেন ঈশ্বর তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। এখানে লক্ষ্য করুন, ইচ্ছাকৃত পাপ ও অক্ষমতার পাপের ভেতরে কীভাবে পার্থক্য সৃষ্টি করা হয়েছে। যে আলেকজাণ্ডার পৌলের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করেছিল এবং তাঁর পরিচর্যা কাজে বাধা সৃষ্টি করেছিল ও তাঁকে নির্যাতনের মুখে ফেলেছিল, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে পৌল ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। অপরদিকে পৌলের পরীক্ষার ও যন্ত্রণাভোগের সময় যে সকল খ্রীষ্টানরা তাঁর কাছে আসে নি, তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায় নি, তাদের এই পাপ তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার

কারণে ঘটেছে বলে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছেন।

২. *কিন্তু প্রভু আমার পাশে দাঁড়ালেন ও আমাকে বলবান করলেন*, পদ ১৭। ঈশ্বর পৌলকে বিশেষ শক্তি, সক্ষমতা ও জ্ঞান দান করেছিলেন যেন তিনি এই যন্ত্রণা ও কষ্টের মাঝেও নিজেকে স্থির রেখে তাঁর সহকর্মীদের সাথে উৎসাহব্যঞ্জক কথা বলতে পারেন। ঈশ্বর দুঃখের মাঝেও তাঁর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তিনি জানতেন যে, তাঁর দায়িত্ব তথা সুসমাচার প্রচার ও পরিচর্যার কাজ করতে গিয়ে তাঁর সামনে যত বাধাই আসুক না কেন ঈশ্বর তাঁকে উদ্ধার করবেন এবং তাঁর দায়িত্ব তিনি পরিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন করতে পারবেন। এ কারণে রোমে বন্দী হয়ে সম্রাটের সামনে যাবার সুযোগ পেয়ে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন। তিনি রোমের নেতৃস্থানীয় সমস্ত অযিহূদীদের সামনে এবং বিশেষ করে সম্রাটের সামনে তিনি প্রভুর বাক্য প্রচার করতে পেরেছেন। ঈশ্বর পৌলকে তাঁর এই পরিচর্যার যাত্রায় সব সময় রক্ষা করেছেন এবং পাশে পাশে থেকেছেন। তিনি মানবরূপী সমস্ত সিংহের মুখ থেকে, অর্থাৎ পৃথিবীর সমস্ত প্রতাপশালী শাসনকর্তাদে ক্রোধ ও শাস্তির প্রকোপ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন এবং তাঁর প্রচার কাজ তিনি চালিয়ে গেছেন। সেই সাথে তিনি এই আ-শাবাদ ব্যক্ত করছেন যে, নিশ্চয়ই ঈশ্বর তাঁকে তাঁর এই কাজের ও বিশ্বাসের ফলস্বরূপ স্বর্গীয় রাজ্যে গমন করাবেন।

খ. পৌল আক্বিলা ও প্রিষ্কিল্লাকে এবং অনীষিফরের বাড়ির সমস্ত লোকদেরকে বিশেষভাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন, পদ ১৯। ত্রফিম অসুস্থ হওয়ার কারণে যে তিনি তাকে বন্দর নগরী মিলেটাসে রেখে এসেছেন সে কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। এখানে আমরা বিষয়টি লক্ষ্য করতে পারি যে, যদিও পৌল বিশ্বাসীদের বিশ্বাসের বিশ্বাসযোগ্য অর্জনের জন্য সুস্থতা দান করতে পারতেন, তথাপি তিনি তাঁর বন্ধু ও সহকর্মীদের উপরে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন নি, যেন তা ঈশ্বর ও মানুষের কাছে অগ্রহণযোগ্য হয়ে না ওঠে।

গ. তিনি তীমথিকে শীতকাল শুরু হওয়ার আগেই চলে আসার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন (পদ ২১), কারণ তিনি তীমথিকে দেখার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া শীতকালে ভ্রমণ করা ছিল ঝুঁকিপূর্ণ ও কষ্টসাধ্য।

ঘ. পৌল তাঁর সহচর ও সহকর্মী পরিচর্যাকারীদের পক্ষ হয়ে তীমথির কাছে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন উবুল, পুদেন্ত, লীন, ক্লৌদিয়া এবং অন্য সকল ভাইয়েরা। একজন অবিশ্বাসীরা লেখকের রচনা থেকে জানা যায় যে, এই পুদেন্ত এবং ক্লৌদিয়া ছিলেন স্বামী-স্ত্রী। তারা দু'জনেই অত্যন্দ ধার্মিক বিশ্বাসী হিসেবে রোমে সুপরিচিত ছিলেন।

ঙ. প্রার্থনার মধ্য দিয়ে পৌল তাঁর এই পত্রটির পরিসমাপ্তি ঘটাচ্ছেন, যেন প্রভু তথা যীশু খ্রীষ্টের আত্মা সব সময় তাদের সকলের সহবর্তী থাকেন। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাঁর আত্মাকে আমাদের সাথে সাথে রেখেছেন, এই কথার চেয়ে আর কোন কিছুই বোধ হয় আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করতে পারে না। আর আমাদের বন্ধুদের ক্ষেত্রেও আমরা এই

প্রার্থনাটি করতে পারি এবং এটিই হবে খ্রীষ্ট-বিশ্বাসীদের পরস্পরের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত ও শক্তিশালী প্রার্থনা। পৌল তাঁর অন্যান্য পত্রের মত এখানেও শেষে উল্লেখ করেছেন, *আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ তোমাদের সকলের সহবর্তী হোক*। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ যদি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহলে তা অবশ্যই আমাদেরকে পরিবর্তিত মানুষ করে তুলবে এবং ঈশ্বরের কাছে আমাদেরকে গ্রহণযোগ্য করে তুলে মহিমার মুকুট ধারণের জন্য উপযুক্ত করে তুলবে। জীবন্ত ও অনন্তকাল স্থায়ী রাজা, আমাদের প্রজ্ঞাময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের গৌরব, মহিমা ও প্রতাপ চিরকাল বিরাজ করুক। আমেন।